ঢাকা বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 4 3

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. বিপণনের আবশ্যকীয় কাজ কোনটি?
ⓚ ক্রয় ⓚ বিক্রয় ⓖ পরিবহণ ⓖ প্রমিতকরণ

২. ভোক্তা বিশ্লেষণ বিপণনের কোন ধরনের কাজ?
ⓚ অন্যতম কাজ ⓚ গুরুত্বপূর্ণ কাজ
ⓖ আবশ্যকীয় কাজ ⓖ অতিরিক্ত কাজ

৩. পরিবেশদূষণ দিন দিন বেড়ে যাওয়ার কারণ–
i. যথোপযুক্ত আইনের অভাব ii. বিদ্যমান আইনের যথার্থ প্রয়োগের অভাব
iii. জনগণের অসচেতনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. শ্রমিক কর্মচারীর প্রতি একজন ব্যবসায়ীর দায়িত্ব কোনটি?
ক পণ্যসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা
খ প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা
গ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
ঘ নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করা

৫. পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত কার্যাবলিকে কী বলা হয়?
ক ব্যবসায় খ সংগঠন গ নেতৃত্ব ঘ ব্যবস্থাপনা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

উৎপাদনকারী M → পাইকার W → খুচরা বিক্রেতা R → ভোক্তা C

৬. উক্ত বণ্টন প্রণালি অনুসরণ করে নিচের কোন পণ্য বিক্রয় অধিক সুবিধাজনক
ক ফলমূল খ চাল গ কাগজ-কলম ঘ ফ্রিজ
[বি.দ্র. : সঠিক উত্তর : ক + গ]

৭. উক্ত বণ্টন প্রণালিতে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হলো–
i. W ii. R iii. M
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. শিল্প-কারখানায় উৎপন্ন বর্জ্যের জন্য কী থাকা বাধ্যতামূলক?
ক পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র খ বর্জ্য শোধনাগার
গ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র ঘ স্থানীয় জনপ্রতিনিধির অনুমোদন

৯. মি. শওকত এর উৎপাদিত পণ্য BSTI এর আওতাধীন বিধায় মান নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা পাওয়া যায়। BSTI কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
ক শিল্প খ বাণিজ্য গ পাট ও বস্ত্র ঘ শিক্ষা

১০. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্যগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে কোনটি?
ক গবেষণা খ ভাববিনিময় গ বিজ্ঞাপন ঘ ব্যাংকিং

১১. কোনটির উন্নয়ন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সহজতর করে?
ক মানসিকতার খ প্রযুক্তির গ মূল্যবোধের ঘ বাণিজ্যনীতির

১২. নাজিফা প্লাস্টিক বোতল দিয়ে চমৎকার শোপিচ তৈরি করে। তার কাজকে কী বলা যায়?
ক উদ্যোগ খ ব্যবসায় উদ্যোগ গ শিল্প ঘ বাণিজ্য

১৩. উদ্যোক্তার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো–
ক সাফল্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা খ চ্যালেঞ্জিং মনোভাব
গ ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ ঘ অতি আত্মবিশ্বাস

১৪. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০ অনুযায়ী মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান কত?
ক ৫০ ভাগ খ ৩০ ভাগ গ ২০ ভাগ ঘ ১০ ভাগ

১৫. ব্যবসায় উদ্যোগ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে–
i. সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ii. জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে
iii. দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার প্রধান কারণ কোনটি?
ক অনুকূল পরিবেশের অভাব খ মেধার অভাব
গ দক্ষতার অভাব ঘ মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা

১৭. ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোক্তা সংকট এড়াতে পারেন–
ক নিজ দুর্বলতা সম্বন্ধে সজাগ থেকে
খ চাহিদার তুলনায় সরবরাহ হ্রাস করে
গ পণ্য মজুদকরণের মাধ্যমে
ঘ বহিঃস্থ উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মি. মাহমুদ পনেরো বছর বয়সি সুমনকে তার বাবার মৃত্যুর পর অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে সকল সুবিধা প্রদান করেন। তবে সুমন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না। সবার সম্মতিক্রমে মি. মাহমুদ মাসিক বেতন পায়।

১৮. মি. মাহমুদ কোন ধরনের অংশীদার?
ক আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার খ ঘুমন্ত অংশীদার
গ নামমাত্র অংশীদার ঘ সাধারণ অংশীদার

১৯. উক্ত ব্যবসায়ে সুমনের দায় কেমন?
ক অসীম খ সীমিত
গ মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ ঘ মূলধনের সমানুপাতিক

২০. কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষাদান করা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ?
ক নট্রামস খ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
গ বি আর ডি বি ঘ বি সি এস আই আর

২১. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন ব্যবসায় শুরু হয়েছিল?
ক যৌথ মূলধনি ব্যবসায় খ সমবায় সমিতি
গ অংশীদারি ব্যবসায় ঘ একমালিকানা ব্যবসায়

২২. ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কত?
ক ২ জন খ ৩ জন গ ৭ জন ঘ ১০ জন

২৩. একমালিকানা ব্যবসায় জনপ্রিয় হিসেবে স্বীকৃত–
i. উন্নত দেশসমূহে ii. উন্নয়নশীল দেশসমূহে iii. অনুন্নত দেশসমূহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়, তা কোন বিমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?
ক শস্য বিমা খ জীবন বিমা গ নৌ বিমা ঘ অগ্নি বিমা

২৫. বুদ্ধিভিত্তিক পণ্য বা সেবা বিপণনের একটি জনপ্রিয় কৌশল কোনটি?
ক অংশীদারি চুক্তি খ কপিরাইট চুক্তি
গ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ঘ দ্বি পাক্ষিক চুক্তি

২৬. পরিকল্পিত উপায়ে কোনো কাজ যথাসময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে কী বলা যায়?
ক সমন্বয়সাধন খ নির্দেশনা দান গ নিয়ন্ত্রণ ঘ প্রেষণাদান

২৭. পণ্যের প্রতীক নিবন্ধের কারণ কী?
ক সমজাতীয় পণ্য থেকে আলাদা করা খ নকল পণ্য উৎপাদন হ্রাস করা
গ ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি করা ঘ পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করা

২৮. কর্মীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয় কোন নেতৃত্বে?
ক মুক্ত খ স্বৈরতান্ত্রিক
গ আমলাতান্ত্রিক ঘ গণতান্ত্রিক

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মি. আকমল বিভিন্ন দুর্যোগের দোহাই দিয়ে আমদানিকৃত পণ্য মজুদ করেন। সময়মতো পণ্য বিক্রয় না করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফায় পণ্য বিক্রয় করেন।

২৯. মি. আকমলদের মতো ব্যবসায়ীদের নিকট সমাজ কী আশা করে?
ক মুনাফাবিহীন পণ্য বিক্রয় খ অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রয়
গ নৈতিকতা মেনে পণ্য বিক্রয় ঘ নির্দিষ্ট ক্রেতাদের নিকট পণ্য বিক্রয়

৩০. মি. আকমলের মতো ব্যবসায়ীদের–
i. সমাজ ঘৃণা করে ii. পরিণাম কখনো ভালো হয় না
iii. সামাজিক দায়িত্ব পালন অপরিহার্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (সৃজনশীল) বিষয় কোড 143

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব আকরাম বিভিন্ন এলাকা থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আসবাবপত্র তৈরি করে এলাকার বিভিন্ন দোকানে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করেন। তার তৈরিকৃত আসবাবপত্রের চাহিদা থাকায় তিনি ব্যবসার পরিধি বাড়াতে চান। কিন্তু পুঁজিগত কারণে সমস্যা হলেও সাফল্যের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।
ক. ব্যবসায়ের উৎপত্তির মূলে কী ছিল? ১
খ. প্রত্যক্ষ সেবামূলক ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব আকরাম কোন ধরনের শিল্পের সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ব্যবসায় সফল হতে চাইলে তাকে ব্যবসায়ের কোন বাধাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

২। জনাব আমিনুল লেখাপড়া শেষ করে চাকুরী না করে নিজেদের পরিত্যাক্ত জমিতে একটি মৎস্য খামার করেন। আগে থেকে মৎস্য খামার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় তিনি প্রথমদিকে লোকসানের সম্মুখীন হন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুন উদ্যমে ব্যবসায় করে সফলতা অর্জন করেন।
ক. আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ব্যবসায় সম্প্রসারণে জনাব আমিনুলের মাঝে কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব আমিনুলের উদ্যোগ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে"– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩। জনাব কাজল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে মাছ ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে খামার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তার খামার পরিচালনায় সফলতা অর্জনের পাশাপাশি অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।
ক. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কী? ১
খ. "ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব কাজলের খামার প্রতিষ্ঠা কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে কোন কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশের বেকারত্ব লাঘবে জনাব কাজলের প্রতিষ্ঠিত খামারের অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জনাব হাসান মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় সন্তান। বাবার মৃত্যুর পর লেখাপড়ার খরচ ও সংসারের দায়িত্ব তার কাঁধে পড়ে। সংসারের অভাব দূর করতে তিনি অল্প পুঁজি নিয়ে একটি মুদি ব্যবসায় শুরু করেন। তার ব্যবসায় ছিল কম ঝুঁকিপূর্ণ অথচ অসীমদায় সম্পন্ন।
ক. ব্যবসায় সংগঠন কত প্রকার? ১
খ. একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব হাসানের ব্যবসায়টি সংগঠনের ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যবসায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অসীম দায়সম্পন্ন"– কথাটি উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

৫। আসমান তারা একটি গবেষণামূলক বই প্রকাশ করেন। বইটি বিভিন্ন মহলে সমাদৃত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে বাজারে বিক্রি আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন বইটি নকল কপি প্রকৃত দামের থেকে অনেক কম দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে।
ক. পেটেন্ট কোন ধরনের সম্পদ? ১
খ. ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আসমান তারার সৃষ্ট কাজটি কীসের অন্তর্ভুক্ত? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. নকল প্রতিরোধে জনাব আসমান তারার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। মি. আলম একজন ব্যবস্থাপক। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে তাঁদের মতামতের মূল্যায়ন করেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের মান বেড়েছে। তবে কিছুদিন থেকে কর্মীদের মাঝে অবাধ্যতা দেখা দেওয়ায় তিনি নেতৃত্বের ধরনে পরিবর্তন আনার চিন্তা করছেন। তিনি মার্জিত ব্যবহার ও সম্মোহনী ক্ষমতার দ্বারা সাহস ও সততার সাথে কর্মীদের অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করছেন।
ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে? ১
খ. নেতৃত্ব বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. আলম দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানে কীরূপ নেতৃত্ব অনুসরণ করেছেন? ৩
ঘ. একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে মি. আলমের মাঝে আদর্শ নেতার কী কী গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। জনাব ফারুক একটি শপিংমলে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে চাকুরী করে আসছেন। তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত গুণের কারণে মালিক ও ক্রেতার কাছে বেশ জনপ্রিয়। নতুন ক্রেতাকে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করতে তার জুড়ি নেই। জনাব ফারুক সদালাপী, আন্তরিক ও মার্জিত ব্যবহারের অধিকারী।
ক. বিপণন কাকে বলে? ১
খ. "মোড়ককিকরণ পণ্যকে ক্রেতার কাছে গ্রহণযোগ্য করে"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব ফারুকের কাজটি ব্যবসায়ের কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মী হিসেবে জনাব ফারুকের মাঝে কী কী গুণাবলি পরিলক্ষিত হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। আদনান নদীর পাশে একটি সার কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু কারখানার কালো ধোঁয়া ও বর্জ্য যথাযথভাবে নিষ্কাশন না করে নদীতে ফেলেন। ফলে বায়ু ও নদীর পানি দূষিত হয়ে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে এবং ক্রমেই পানি ব্যবহারের অযোগ্য হচ্ছে। স্থানীয় পত্রিকায় উক্ত নদী দূষণের ওপর একটি প্রতিবেদন পড়ে আদনান বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেন।
ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. ব্যবসায়িক নৈতিকতা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের দূষণ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "নৈতিকতার বিচারে আদনান একজন আদর্শ ব্যবসায়ী"– তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৯। অমল এবং কমল দুই বন্ধু পারস্পরিক মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে পদ্মা ট্রেডার্স নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। তারা চুক্তি অনুযায়ী মূলধন আনবেন এবং মুনাফা বণ্টন করবেন। কিন্তু অমল কোনো কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে না বলে জানিয়ে দেয়। আর্থিক সংকটে পড়ে পদ্মা ট্রেডার্স মহানন্দা ট্রেডার্সের নিকট থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করে কিন্তু সঠিক সময়ে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে পদ্মা ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।
ক. আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার কাকে বলে? ১
খ. অংশীদারি ব্যবসার চুক্তি লিখিত হওয়া উত্তম কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অমল কোন ধরনের অংশীদার? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে মহানন্দা ট্রেডার্স পদ্মা ট্রেডার্সের নিকট থেকে মামলা দায়ের করে অর্থ আদায় করতে পারবে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। জনাব শামীম জুতা প্রস্তুত ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। কারখানায় তিনি উন্নতমানের বিভিন্ন ডিজাইনের জুতা তৈরি করেন। কারখানায় তৈরিকৃত জুতা বিক্রির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি শো-রুম চালু করেন। ফলে ক্রেতারা সরাসরি শো-রুম থেকে জুতা কিনতে পারে। তিনি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য পণ্যের মান, ডিজাইন, মূল্য, ব্যবহার বিধি ইত্যাদি তুলে ধরে বৈদ্যুতিক নিয়ন আলো ব্যবহার করে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেছেন।
ক. পর্যায়িতকরণ কাকে বলে? ১
খ. পরিবহণ কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব শামীমের আলোকসজ্জার কার্যক্রমকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সঠিক বণ্টন প্রণালি নির্ধারণ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক।"– উক্তিটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

১১। "স্বদেশি পণ্য কিনে হন ধন্য" এর ওপর ভিত্তি করে জনাব তোহুরুল "মর্ডান সিল্ক শাড়ি" ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন। গতানুগতিক ডিজাইন পরিহার করে শাড়ির গুণগতমান ও ডিজাইনে নতুনত্ব আনার জন্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ব্লক-বাটিকের উপর কোর্স সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর উৎপাদিত শাড়িগুলো ঢাকায় বাজারজাতকরণ করতে চান। এ কাজে তার পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন হয়।
ক. কোন যুগে ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব ঘটে? ১
খ. বাণিজ্যকে আধুনিককালে "ব্যবসায় টু ব্যবসায়" বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব তোহুরুলের ব্যবসায়ে কোন ধরনের ব্যবসায়িক পরিবেশের অবদান সর্বাধিক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাড়িগুলো ঢাকায় বাজারজাতকরণের জন্য বাণিজ্যের কোন কোন উপাদান অবদান রাখবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	খ	২	খ	৩	গ	৪	খ	৫	ঘ	৬	*	৭	ক	৮	খ	৯	ক	১০	গ	১১	খ	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ঘ
১৬	ক	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ক

* ৬. সঠিক উত্তর : ক + গ।

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব আকরাম বিভিন্ন এলাকা থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আসবাবপত্র তৈরি করে এলাকার বিভিন্ন দোকানে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করেন। তার তৈরিকৃত আসবাবপত্রের চাহিদা থাকায় তিনি ব্যবসার পরিধি বাড়াতে চান। কিন্তু পুঁজিগত কারণে সমস্যা হলেও সাফল্যের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।

ক. ব্যবসায়ের উৎপত্তির মূলে কী ছিল? ১
খ. প্রত্যক্ষ সেবামূলক ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব আকরাম কোন ধরনের শিল্পের সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ব্যবসায় সফল হতে চাইলে তাকে ব্যবসায়ের কোন বাধাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের উৎপত্তির মূলে ছিল মানুষের অভাববোধ।

খ অর্থের বিনিময়ে সরাসরি গ্রাহকদের সুবিধা বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে যে ব্যবসায় পরিচালিত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ সেবামূলক ব্যবসায় বলে।

অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী প্রভৃতি পেশাজীবীরা বিভিন্ন রকম সেবাকর্ম অর্থের বিনিময়ে প্রদান করে থাকেন। এ সকল সেবাকর্ম বা বৃত্তি প্রত্যক্ষ সেবা হিসেবে পরিচিত। যেমন ডাক্তারি ক্লিনিক, আইন চেম্বার, প্রকৌশলী ফার্ম, অডিট ফার্ম ইত্যাদি। এ সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত তাদের গ্রাহকদের প্রত্যক্ষভাবে সেবা প্রদান করে অর্থ উপার্জন করে থাকে বলে এসকল ব্যবসায়কে প্রত্যক্ষ সেবামূলক ব্যবসায় বলা হয়।

গ জনাব আকরাম উৎপাদন শিল্পের সাথে জড়িত।

যে শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করা হয় তাকে উৎপাদন শিল্প বলে। যেমন- বস্ত্র শিল্প, কারণ বস্ত্র শিল্পে তুলাকে শ্রম ও যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে কাপড় উৎপন্ন বা তৈরি করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব আকরাম বিভিন্ন এলাকা থেকে কাঠ সংগ্রহ করে। সে কাঠকে প্রক্রিয়াজাত করে আসবাবপত্র তৈরি করে এবং এলাকার বিভিন্ন দোকানে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করেন। জনাব আকরামের এ কাজটি মূলত উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত। কেননা উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রেই কাঁচামালকে শ্রম ও যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করা হয়।

জনাব আকরাম ও তার সংগ্রহকৃত কাঠকে শ্রম ও যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্য অর্থাৎ কাঠের আসবাবপত্রে পরিণত করেন এবং তা স্বল্পমূল্যে বিক্রি করেন। তাই বলা যায়, জনাব আকরামের কাজটি উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত, অর্থাৎ উৎপাদন শিল্পের সাথে জড়িত।

ঘ ব্যবসায় সফল হতে চাইলে জনাব আকরামের ব্যবসায়ের অর্থগত বাধাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

অর্থ হলো ব্যবসায়ের প্রাণ বা জীবনীশক্তি। যে-কোনো ব্যবসায়কে সঠিক ও সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অর্থের নিরবচ্ছিন্ন আগমন যেমন ব্যবসায়ের দ্রুত বিকাশ ও প্রসার ঘটায়, তেমনি পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে ব্যবসায় বন্ধও হয়ে যায়। তাই একজন ব্যবসায়ীকে সবসময় ব্যবসায়ের অর্থগত বাধাকে গুরুত্ব দিয়ে চলতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব আকরাম বিভিন্ন এলাকা থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আসবাবপত্র তৈরি করে এলাকার বিভিন্ন দোকানে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করেন। তার তৈরিকৃত আসবাবপত্রের চাহিদা থাকায় তিনি ব্যবসার পরিধি বাড়াতে চান। কিন্তু পুঁজিগত কারণে সমস্যা হলেও সাফল্যের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। এক্ষেত্রে জনাব আকরাম পুঁজিগত সমস্যা অর্থাৎ ব্যবসায়ের অর্থগত বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি এ বাধা দূর করে সহজেই ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাতে পারবেন। তবে এজন্য অবশ্যই তাকে ব্যবসায়ের অর্থগত বাধাকে দূরীকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ব্যবসায় শুরু এবং এর পরিধি বাড়ানোর জন্য মূলধন প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা গেলে ব্যবসায়ের পরিধি বাড়ানো সহজ হয়। ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব হলে ব্যবসায়ের পরিধি বাড়ানো অসাধ্য হয়ে পড়ে, আবার অনেক সময় ব্যবসায় বন্ধও হয়ে যেতে পারে। এজন্য একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়ে মূলধনের সংকট যেন না ঘটে অর্থাৎ ব্যবসায়ের অর্থগত বাধা যেন সহজেই নিরসন করা যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর ব্যবসায়ের অর্থগত বাধা দূরীকরণের উপায় হলো ব্যাংকিং। ব্যাংক ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ঋণের অর্থ দ্বারা ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ের কার্যক্রম সচল রাখতে পারে এবং ব্যবসায়ের পরিধিও বাড়াতে পারে। উদ্দীপকের জনাব আকরাম ব্যবসায়ের পরিধি বৃদ্ধির জন্য যে পুঁজিগত সমস্যার সম্মুখীন হন তা তিনি অনায়াসে যে-কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সমাধান করতে পারেন এবং তার কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে এগিয়ে যেতে পারেন।

তাই বলা যায়, ব্যবসায়ে সফল হতে চাইলে জনাব আকরামের ব্যবসায়ের অর্থগত বাধাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, এতে সহজেই তিনি সে-ই অর্থগত বাধাকে দ্রুত নিরসনে সক্ষম হবেন।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব আমিনুল লেখাপড়া শেষ করে চাকরি না করে নিজেদের পরিত্যাক্ত জমিতে একটি মৎস্য খামার করেন। আগে থেকে মৎস্য খামার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় তিনি প্রথমদিকে লোকসানের সম্মুখীন হন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুন উদ্যমে ব্যবসায় করে সফলতা অর্জন করেন।

ক. আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ব্যবসায় সম্প্রসারণে জনাব আমিনুলের মাঝে কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব আমিনুলের উদ্যোগ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে"– উক্তটি মূল্যায়ন কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ড।

খ ব্যবসায়িক ঝুঁকি ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবার সাথে জড়িত, পক্ষান্তরে আর্থিক ঝুঁকি ব্যবসায়ের কাঙ্ক্ষিত মুনাফার সাথে জড়িত। এটিই মূলত ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য।

যে-কোনো সময় পণ্য অথবা সেবার চাহিদা কমে যেতে পারে। এর ফলে অর্জিত মুনাফা কমে যেতে পারে। এই সম্ভাবনাই ব্যবসায়িক ঝুঁকি। অন্যদিকে দেখা গেল, ব্যবসায় থেকে বছরে উদ্যোক্তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা আশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে এর চেয়ে কম মুনাফা অর্জিত হয়েছে। এটিই হলো আর্থিক ঝুঁকি।

গ ব্যবসায় সম্প্রসারণে জনাব আমিনুলের মাঝে ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করলেই যে শতভাগ সফলতা আসবে এমনটা নয়। এক্ষেত্রে ব্যর্থতাও আসতে পারে। তাই একজন উদ্যোক্তাকে ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মন-মানসিকতা সম্পন্ন হতে হয়। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে ব্যর্থতার কারণগুলো অনুসন্ধান করে, সেগুলো সংশোধন করে পুনরায় নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন।

উদ্দীপকের জনাব আমিনুল লেখাপড়া শেষ করে চাকরি না করে নিজেদের পরিত্যক্ত জমিতে একটি মৎস্য খামার করেন। কিন্তু মৎস্য খামার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় তিনি প্রথমদিকে লোকসানের সম্মুখীন হলেও পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুন উদ্যমে ব্যবসায় শুরু করেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থতায় দমে না গিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য খামার সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করেন। সে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি তার অতীতে করা ভুলগুলো অনুসন্ধান করে, সেগুলোকে সংশোধন করে পুনরায় সঠিক পদ্ধতিতে নতুন উদ্যমে খামারটি পরিচালনা করে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। আর এ বিষয়টির সাথে উদ্যোক্তার ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ মানসিকতা গুণটির সাদৃশ্য রয়েছে।

তাই বলা যায়, জনাব আমিনুলের মাঝে ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার মানসিকতা গুণটি ফুটে উঠেছে।

ঘ জনাব আমিনুলের উদ্যোগ অন্যদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে'– উক্তিটি যথার্থ।

সাধারণ অর্থে যে-কোনো কাজের কর্মপ্রচেষ্টাই উদ্যোগ। আর ব্যবসায় উদ্যোগ হলো লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করা। একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

উদ্দীপকের জনাব আমিনুল লেখাপড়া শেষ করে চাকরি না করে নিজেদের পরিত্যক্ত জমিতে একটি মৎস্য খামার করেন। এক্ষেত্রে জনাব আমিনুল মূলত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই খামারটি প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ তার এ খামার প্রতিষ্ঠার কাজটি হলো ব্যবসায় উদ্যোগ। তার গৃহীত এ উদ্যোগটি কেবল তার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে না, বরং তার পাশাপাশি আরো অনেক বেকার যুবক-যুবতিদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এতে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে উঠবে।

জনাব আমিনুল ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন। প্রথমদিকে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে তিনি সফল হয়েছেন। তার এরূপ সফলতা দেশের বেকার জনগোষ্ঠীকে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তার এ উদ্যোগ থেকে অন্যরা আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারবে। কীভাবে নিজের ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায় সে বিষয়েও শিক্ষা নিতে পারবে। তাছাড়া দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে দেশের আয় বৃদ্ধি পাবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করবে। অর্থাৎ জনাব আমিনুলের এ উদ্যোগ সমাজ ও দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। তাই বলা যায়, জনাব আমিনুলের উদ্যোগ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। কেননা তার এ ব্যবসায় উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যরাও ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সাবলম্বী হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব কাজল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে মাছ ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে খামার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তার খামার পরিচালনায় সফলতা অর্জনের পাশাপাশি অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

ক. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কী? ১
খ. "ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব কাজলের খামার প্রতিষ্ঠা কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে কোন কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশের বেকারত্ব লাঘবে জনাব কাজলের প্রতিষ্ঠিত খামারের অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

খ "ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়"– উক্তিটি যথার্থ।

মুনাফার আশায় ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনার কর্মপ্রচেষ্টা হলো ব্যবসায় উদ্যোগ। অন্যদিকে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলো আত্মকর্মসংস্থান। আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে কাজে হাত দেন। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি তখনই একজন উদ্যোক্তায় পরিণত হবেন, যখন তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের আরও কয়েকজনের কর্মসংস্থানের চিন্তা নিয়ে কাজ শুরু করেন, ঝুঁকি আছে জেনেও এগিয়ে যান এবং একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

গ জনাব কাজলের খামার প্রতিষ্ঠা আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায়

জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থান হলো মজুরি বা বেতনভিত্তিক চাকরির বিকল্প পেশার মধ্যে অন্যতম।
উদ্দীপকের জনাব কাজল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে মাছ ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে খামার সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। আর এই শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুঁজি নিয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলো আত্মকর্মসংস্থান। তাই বলা যায়, জনাব রায়হানের খামার প্রতিষ্ঠা আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ দেশের বেকারত্ব লাঘবে জনাব কাজলের প্রতিষ্ঠিত খামারের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা অনেক। তবে জনসংখ্যার দ্রুতহারে বৃদ্ধির প্রবণতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও চাহিদার তুলনায় কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগের জন্য দেশের বেকার সমস্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরির মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, প্রয়োজন আত্মকর্মসংস্থান।
উদ্দীপকের জনাব কাজল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে মাছ ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে জনাব কাজল তার খামার পরিচালনায় সফলতা অর্জনের পাশাপাশি অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।
মূলত কাজল আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের ও অন্যান্যদের কাজের ব্যবস্থা করেছেন। যেহেতু কাজল খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন সেহেতু তার খামার দেশের বেকারত্ব লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়েছে।
সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব লাঘবের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব কাজলের খামারের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব হাসান মধ্যবিত্ত পরিবারের বড়ো সন্তান। বাবার মৃত্যুর পর লেখাপড়ার খরচ ও সংসারের দায়িত্ব তার কাঁধে পড়ে। সংসারের অভাব দূর করতে তিনি অল্প পুঁজি নিয়ে একটি মুদি ব্যবসায় শুরু করেন। তার ব্যবসায় ছিল কম ঝুঁকিপূর্ণ অথচ অসীমদায়সম্পন্ন।

ক. ব্যবসায় সংগঠন কত প্রকার? ১
খ. একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব হাসানের ব্যবসায়টি সংগঠনের ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যবসায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অসীম দায়সম্পন্ন"— কথাটি উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় সংগঠন পাঁচ প্রকার।

খ কতিপয় কিছু বৈশিষ্ট্য ও সুবিধার কারণে একমালিকানা ব্যবসায় সকলের নিকট জনপ্রিয়।

যে ব্যবসায় একক ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায় সহজে গঠন করা যায়। এতে কোনো আইনগত তেমন ঝামেলা নেই। ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে স্বল্প পুঁজি নিয়ে যে কেউ স্বাধীনভাবে এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে। এসব সুবিধার জন্য একমালিকানা ব্যবসায় জনপ্রিয়।

গ জনাব হাসানের ব্যবসায়টি সংগঠনের ভিত্তিতে একমালিকানা ব্যবসায়।

মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন জোগাড় করে কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করে, তখন তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।
উদ্দীপকের জনাব হাসান মধ্যবিত্ত পরিবারের বড়ো সন্তান। বাবার মৃত্যুর পর লেখাপড়ার খরচ সংসারের দায়িত্ব তার কাঁধে পড়ে। তাই সংসারের অভাব দূর করতে তিনি অল্প পুঁজি নিয়ে একটি মুদি ব্যবসায় শুরু করেন। ব্যবসায়টির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও মূলত তার। একজন মাত্র মালিক হওয়ায় ব্যবসায়ের সকল সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করবেন এবং এর সফলতা ও ব্যর্থতার সমুদয় দায়িত্বও তাকে নিতে হবে। অল্প পুঁজি হওয়ায় তার ব্যবসায়ের ঝুঁকি কম হলেও একজন মালিক হওয়ায় তার দায় অসীম হবে। আর এসকল বৈশিষ্ট্যসমূহ একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
তাই বলা যায়, জনাব হাসানের ব্যবসায়টি একটি একমালিকানা ব্যবসায়।

ঘ "কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অসীম দায়সম্পন্ন"— কথাটি সাধারণত একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সাধারণত একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একমালিকানা ব্যবসায় একজনমাত্র ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে হওয়ায় এর আয়তন যেমন ক্ষুদ্রাকৃতির হয় তেমনি ঝুঁকিও কম থাকে। অপরদিকে লাভ হলে যেমন মালিক একা ভোগ করেন তেমনি লোকসান হলেও তিনিই বহন করবেন। তাই এক্ষেত্রে মালিকের দায় অসীম।
উদ্দীপকের জনাব হাসান পরিবারের অভাব দূর করতে একটি মুদি ব্যবসায় দিয়েছেন। মূলত জনাব হাসানের এ ব্যবসায়টি স্বল্প আয়তন ও পুঁজি নিয়ে করা এবং তিনিই এ ব্যবসায়ের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক, যা আমরা সাধারণত একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দেখে থাকি। একমালিকানা ব্যবসায় সাধারণত কম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে, তবে এর দায় অসীম হয়ে থাকে।
একমালিকানা ব্যবসায়ের পুঁজি স্বল্প ও ছোট হওয়ায় এ ধরনের ব্যবসায় তুলনামূলক ঝুঁকি কম। তবে লোকসানের সকল দায়ভার ব্যবসায়ের মালিককেই নিতে হয়। এক্ষেত্রে তাই মালিকের দায় অসীম হয়। প্রয়োজনে মালিককে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে ব্যবসায়ের দায়-দেনা শোধ করতে হয়। কেননা ব্যবসায়ের যে-কোনো লোকসান কিংবা দায়-দেনার জন্য মালিক নিজেই ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন। উদ্দীপকের জনাব হাসান যেহেতু অল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেছেন তাই তার ব্যবসায়ে ঝুঁকি তুলনামূলক কম। কিন্তু যেহেতু ব্যবসায়ের মালিক তিনি একা তাই ব্যবসায়ের সকল লাভের মালিক যেমন তিনি ঠিক তেমনি সকল লোকসান বা দায়-দেনাও তাকেই বহন করতে হবে। এমনকি এই দায় পরিশোধে তাকে অনেক সময় তার ব্যক্তিগত সম্পদ পর্যন্ত বিক্রয় করতে হয়। তাই তার দায় অসীম।
তাই বলা যায়, জনাব হাসানের ব্যবসায়টি কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অসীম দায়সম্পন্ন।

প্রশ্ন ▶ ০৫ আসমান তারা একটি গবেষণামূলক বই প্রকাশ করেন। বইটি বিভিন্ন মহলে সমাদৃত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে বাজারে বিক্রি আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন বইটি নকল কপি প্রকৃত দামের থেকে অনেক কম দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

ক. পেটেন্ট কোন ধরনের সম্পদ? ১

খ. ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আসমান তারার সৃষ্ট কাজটি কীসের অন্তর্ভুক্ত? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. নকল প্রতিরোধে জনাব আসমান তারার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেটেন্ট হলো এক ধরনের মেধা সম্পদ।

খ আইনগত সুবিধা পাওয়ার জন্য ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন।
কোনো প্রতীক বা মার্কের রেজিস্ট্রেশন ঐ পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে প্রতীকটি ব্যবহারের বিষয়ে রেজিস্টার্ড মালিককে একচ্ছত্র স্বত্ব বা অধিকার প্রদান করে। রেজিস্টার্ড মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঐ প্রতীকটি ব্যবহার করতে পারবে না। রেজিস্টার্ড মার্কটি সুপরিচিত হলে অন্যান্য পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রেও মালিকের এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আইন দ্বারা এ অধিকার সুরক্ষিত। এ অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতে মামলা করে প্রতিকার পাওয়া যাবে।

গ আসমান তারার সৃষ্ট কাজটি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।
মেধা ও মননশীলতা দ্বারা সৃষ্ট কাজই মেধা সম্পদ। শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোক্তার মেধাসম্পদ বলতে ঐসব মূল্যবান সম্পদকে বোঝায় যা সে দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে উদ্ভাবন করেছে। ব্যবসায়, শিল্পে বা বাণিজ্যে প্রয়োগ উপযোগী আবিষ্কার, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম, নকশা, প্রতীক, নাম ইত্যাদি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকের আসমান তারা একজন লেখিকা। তিনি একজন সৃজনশীল ব্যক্তি। তিনি একটি গবেষণামূলক বই প্রকাশ করেন। তিনি দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে বইটি লিখেছেন। এ কাজে তিনি তার নিজের মেধা ও মননশীলতার ব্যবহার করেছেন। এটি তার নিজস্ব সম্পদ, যার ওপর তার একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে। তার এ সৃজনশীল কাজটির সকল বৈশিষ্ট্য মূলত মেধা সম্পদকেই নির্দেশ করে।
তাই আসমান তারার সৃষ্ট কাজটিকে মেধাসম্পদ বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় অর্থাৎ, নকল প্রতিরোধে আসমান তারার কপিরাইট চুক্তিপত্র নিবন্ধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।
যখন কোনো পুস্তকের লেখক এবং প্রকাশকের মধ্যে বইটি মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি হয় একেই কপিরাইট চুক্তিপত্র বলা হয়। চুক্তিপত্রে সময়, রয়্যালিটির পরিমাণ প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। কিন্তু উদ্দীপকের আসমান তারার উদ্ভাবিত বইটির এমন কোনো কপিরাইট নিবন্ধন করে রাখেননি। ফলশ্রুতিতে বইটির নকল বের হলেও তিনি আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন না।
উদ্দীপকের আসমান তারার প্রকাশিত গবেষণামূলক বইটি বিভিন্ন মহলে সমাদৃত হলেও বাজারে বিক্রি আশানুরূপ হচ্ছে না। তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, বইটির নকল কপি প্রকৃত দামের থেকে অনেক কম দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। কপিরাইট চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রি করা থাকলে আসমান তারার প্রকাশিত বইটির কোনো নকল কপি বাজারে প্রবেশ করতে পারত না। কেননা এক্ষেত্রে তিনি আইনি সহায়তা পেতেন এমনকি কেউ আইন ভঙ্গা করলেও তিনি আইনত ক্ষতিপূরণ পেতেন।
কপিরাইট হলো এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ যা রক্ষা করার ব্যবস্থা না করলে এর স্বত্বাধিকারী বা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কপিরাইটের মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধাসম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়। কপিরাইট চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রি করা থাকলে চুক্তিভঙ্গের জন্য লেখক কোর্টে প্রতিকার চাইতে পারেন।
তাই বলা যায়, নকল প্রতিরোধে জনাব আসমান তারার কপিরাইট নিবন্ধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৬ মি. আলম একজন ব্যবস্থাপক। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে তাঁদের মতামতের মূল্যায়ন করেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের মান বেড়েছে। তবে কিছুদিন থেকে কর্মীদের মাঝে অবাধ্যতা দেখা দেওয়ায় তিনি নেতৃত্বের ধরনে পরিবর্তন আনার চিন্তা করছেন। তিনি মার্জিত ব্যবহার ও সম্মোহনী ক্ষমতার দ্বারা সাহস ও সততার সাথে কর্মীদের অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করছেন।

ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে? ১

খ. নেতৃত্ব বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. আলম দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানে কীরূপ নেতৃত্ব অনুসরণ করেছেন? ৩

ঘ. একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে মি. আলমের মাঝে আদর্শ নেতার কী কী গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হলেন হেনরি ফেওল।

খ নেতৃত্ব হলো এমন একটি কৌশল বা প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অধস্তন কর্মীদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
যিনি নেতৃত্ব দেন তাকে নেতা বলা হয়। যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সংগঠন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে কর্মীদের সর্বোত্তম সহযোগিতা পাওয়া যায়। সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া ব্যবসায়ে সফলতা পাওয়া যায় না।

গ মি. আলম দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করেছেন।
গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা অধস্তনদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে কাজ করেন। এক্ষেত্রে নেতা সব ক্ষমতা নিজের হাতে না রেখে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব অধস্তনদের কাছে ছেড়ে দেন। এছাড়া তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অধস্তনদের সাথে পরামর্শ করে থাকেন।
উদ্দীপকের মি. আলম একজন ব্যবস্থাপক। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে তাদের মতামতের মূল্যায়ন করেন। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। যে-কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অধস্তনদের সাথে পরামর্শ করার ফলে তারা তাদের কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকবে। এছাড়া তাদের মতামতের মূল্যায়ন হয় বিধায় তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করবে এবং আগ্রহের সাথে

তাদের কাজ সম্পাদন করবে। আর এসকল বিষয়ের সাথে মূলত গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সাদৃশ্য রয়েছে।
তাই বলা যায়, মি. আলম দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করেছেন।

ঘ একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে মি. আলমের মাঝে আদর্শ নেতার "প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং সাহস ও সততা" গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।
একজন আদর্শ নেতার কাজ হচ্ছে লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উৎসাহিত করা ও পরিচালনা করা। তিনি তার বিশেষ গুণাবলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে সামনের দিকে নিয়ে যান। তিনি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখেন।
উদ্দীপকের মি. আলম তার প্রতিষ্ঠানে প্রথমে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করেন। এতে তার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের মান বৃদ্ধি পায়। তবে পরবর্তীতে কর্মীদের মাঝে অবাধ্যতা দেখা দেওয়ায় তিনি নেতৃত্বের ধরনে পরিবর্তন আনার চিন্তা করেন, তিনি তার মার্জিত ব্যবহার ও সম্মোহনী ক্ষমতার দ্বারা সাহস ও সততার সাথে কর্মীদের অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ- তার মধ্যে একজন আদর্শ নেতার প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং সাহস ও সততা গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে।
একজন নেতাকে প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং সাহস ও সততার অধিকারী হতে হয়। নেতাকে ব্যক্তিগতভাবে ধীর-স্থির হতে হয়। মার্জিত ব্যবহার, সম্মোহনী ক্ষমতা মিশ্রিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী নেতাকে অধস্তনরা সম্মান করে। আবার নেতাকে সবসময় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হয়। তাকে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং কাজে হাত দিতে হয়। তাই তাকে হতে হয় সাহসী। সাথে সাথে তাকে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে হয়। কারণ সততা ও সাহসের জন্য সে অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করে। উদ্দীপকের মি. আলম তার প্রখর ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ মার্জিত ব্যবহার ও সম্মোহনী ক্ষমতার দ্বারা তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিকট নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন যেন কর্মীরা তাকে সম্মান করে এবং তার কথা শুনতে বাধ্য থাকে। আবার তার সাহস ও সততা কর্মীদের তার প্রতি আস্থাভাজন করে তুলবে। ফলস্বরূপ কর্মীদের অসন্তোষ দূর হবে এবং কর্মীরা পুনরায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনে কাজ করে যাবে।
তাই বলা যায়, একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে মি. আলমের মাঝে আদর্শ নেতার প্রখর ব্যক্তিত্ব, সাহস ও সততা গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব ফারুক একটি শপিংমলে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে চাকরি করে আসছেন। তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত গুণের কারণে মালিক ও ক্রেতার কাছে বেশ জনপ্রিয়। নতুন ক্রেতাকে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করতে তার জুড়ি নেই। জনাব ফারুক সদালাপী, আন্তরিক ও মার্জিত ব্যবহারের অধিকারী।

ক. বিপণন কাকে বলে? ১
খ. "মোড়কিকরণ পণ্যকে ক্রেতার কাছে গ্রহণযোগ্য করে"- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব ফারুকের কাজটি ব্যবসায়ের কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মী হিসেবে জনাব ফারুকের মাঝে কী কী গুণাবলি পরিলক্ষিত হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যদ্রব্য বা সেবাসামগ্রী উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সকল কাজকে বিপণন বলে।

খ মোড়কিকরণের মাধ্যমে পণ্যকে ক্রেতার নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, ফলে তা ক্রেতার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।
পণ্যসামগ্রীকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা এবং নষ্ট বা ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কোনো কিছু দ্বারা আবৃত করাকে মোড়কিকরণ বলা হয়। মোড়কিকরণ পণ্যকে নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে পণ্যের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। শিল্পজাত পণ্য যেমন- ফ্রিজ, টেলিভিশন, সাবান আবার কৃষিজাত পণ্য যেমন- দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি বিক্রয় ও ক্রেতার নিকট গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে মোড়কিকরণের ওপর। তাই বলা যায়, মোড়কিকরণ পণ্যকে ক্রেতার কাছে গ্রহণযোগ্য করে- উক্তিটি সঠিক ও যথার্থ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব ফারুকের কাজটি ব্যবসায়ের 'বিক্রয়িকতার' ধারণাকে নির্দেশ করে।
বিক্রয়িকতা বলতে বিক্রয়কর্মীর ক্রেতা আকর্ষণ করার দক্ষতা বা কৌশলকে বোঝায়। বিক্রয়িকতার মাধ্যমে একজন বিক্রয়কর্মী তার সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট পণ্য বা সেবাসামগ্রী বিক্রয় করতে সক্ষম হয়। বিক্রয়িকতার গুণে বিক্রেতা তার ব্যবসায় ও পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করে তাদেরকে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করে।
উদ্দীপকের জনাব ফারুক একটি শপিংমলে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে চাকরি করে আসছে। তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত গুণের কারণে মালিক ও ক্রেতাদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। নতুন ক্রেতাকে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করতে তার জুড়ি নেই। ফারুক সদালাপী, আন্তরিক ও মার্জিত ব্যবহারের অধিকারী। তার দক্ষতার কারণে তিনি পণ্যসামগ্রী সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে নতুন ক্রেতাকে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করেন। আর এ কাজটি মূলত সম্ভব হয় তার ক্রেতা আকর্ষণ করার কৌশলের কারণে যেটি বিক্রয়িকতা নামে আখ্যায়িত।
সুতরাং বলা যায়, ফারুকের কাজটি ব্যবসায়ের বিক্রয়িকতা ধারণাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব ফারুকের সফল হওয়ার পেছনে আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলি অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, মার্জিত ব্যবহার, আন্তরিকতা উপাদানসমূহের সম্মিলিত ভূমিকা রয়েছে।
আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসার ও সফলতা অর্জনে বিক্রয়কর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা একজন বিক্রয়কর্মী দ্বারা প্রভাবিত হয়। ক্রেতা ও ভোক্তাদের আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করতে হলে একজন বিক্রয়কর্মীকে অনেক গুণে গুণান্বিত হতে হয়।
উদ্দীপকের জনাব ফারুক একটি শপিংমলে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে চাকরি করে আসছে। তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত গুণের কারণে মালিক ও ক্রেতাদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। নতুন ক্রেতাকে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করতে তার জুড়ি নেই। তিনি অত্যন্ত সদালাপী, আন্তরিক ও মার্জিত ব্যবহারের অধিকারী। মূলত রাফসানের গুণাবলির কারণে তিনি পণ্যসামগ্রী সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে নতুন ক্রেতাকে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করেন।

ফারুক সদালাপী ও মার্জিত ব্যবহারের অধিকারী হওয়ায় ক্রেতারা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। ক্রেতারা তার কথায় পণ্য কিনতে আগ্রহী হয়। আন্তরিক হওয়ার কারণে সে ক্রেতাদের সাথে সহজে মিশতে পারে এবং ক্রেতার রুচি ও চাহিদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে পারে। নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সে ক্রেতাদের স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করে। তার এ সকল গুণাবলির কারণে তার দোকানে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, যা বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে। অতএব পরিশেষে বলা যায়, জনাব ফারুকের মধ্যে আদর্শ বিক্রয়কর্মীর বিভিন্ন গুণাবলির উপস্থিতি তার সফল হওয়ার পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ আদনান নদীর পাশে একটি সার কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু কারখানার কালো ধোঁয়া ও বর্জ্য যথাযথভাবে নিষ্কাশন না করে নদীতে ফেলেন। ফলে বায়ু ও নদীর পানি দূষিত হয়ে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে এবং ক্রমেই পানি ব্যবহারের অযোগ্য হচ্ছে। স্থানীয় পত্রিকায় উক্ত নদী দূষণের ওপর একটি প্রতিবেদন পড়ে আদনান বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেন।

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. ব্যবসায়িক নৈতিকতা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের দূষণ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "নৈতিকতার বিচারে আদনান একজন আদর্শ ব্যবসায়ী"– তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জ্ঞানবোধ এবং আচরণ সমাজ মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করে, তাই হলো মূল্যবোধ।

খ যেসব সামাজিক কিংবা আইনগত রীতিনীতি অনুসরণ করে ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় তাকে ব্যবসায় নৈতিকতা বলে।

ব্যবসায়িক নৈতিকতা বলতে সত্য, ন্যায় ও আদর্শের মাঝে থেকে সততার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করাকে বোঝায়। ব্যবসায়িক নৈতিকতার মাধ্যমে ন্যায়বিচার, আদর্শ, সততা, বিশ্বস্ততা, আইনগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনা করা যায়।

গ উদ্দীপকে পরিবেশদূষণ ফুটে উঠেছে। শিল্প উন্নয়নের সবচেয়ে বড়ো বাধা হচ্ছে পরিবেশদূষণ। শিল্প কারখানার কালো ধোঁয়া ও বর্জ্য নির্গত তরল পদার্থ নদী-নালায় পড়ে প্রতিনিয়ত বায়ু ও পানি দূষিত করছে। ফলে বিষাক্ত পানি মাছসহ জলজ প্রাণী বসবাস করার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। তাই প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে পয়ঃনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা উচিত।

উদ্দীপকের আদনান নদীর পাশে একটি সার কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু কারখানার কালো ধোঁয়া ও বর্জ্য যথাযথভাবে নিষ্কাশন না করে নদীতে ফেলেন। এতে নদীর মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে এবং ক্রমেই পানি ব্যবহারের অযোগ্য হচ্ছে। আদনানের কারখানার ধোঁয়া একদিকে যেমন বায়ুদূষণ ঘটাচ্ছে। তেমনি তার কারখানার নির্গত বর্জ্য নদীর পানিতে মিশে নদীকে জলজ প্রাণীর বসবাস ও বংশবিস্তারের অনুপযোগী করে তুলছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এভাবে আদনানের স্থাপিত সার কারখানা পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বায়ু ও পানিকে দূষিত করছে, যার ফলে মানুষও এর নেতিবাচক প্রভাবের ভুক্তভোগী হচ্ছে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বায়ু ও পানি দূষণের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে পরিবেশদূষণকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ "নৈতিকতার বিচারে আদনান একজন আদর্শ ব্যবসায়ী"– আমি এ বিষয়ে একমত।

নৈতিকতা হলো ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয় বিচারের মাপকাঠি। এটি মানুষকে ভালো ও খারাপ দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে পথ চলতে সাহায্য করে। এটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের আদনান প্রথমে পরিবেশ দূষণের বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। তাই তিনি তার কারখানার বর্জ্য কোনোরূপ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করেই নদীর পাশে একটি সার কারখানা স্থাপন করেন। ফলশ্রুতিতে তার কারখানার ধোঁয়া ও বর্জ্য বায়ু ও নদীর পানির দূষণ ঘটাচ্ছে। পরবর্তীতে স্থানীয় পত্রিকায় উক্ত নদী দূষণের ওপর একটি প্রতিবেদন পড়ে তিনি বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ প্রথমদিকে তিনি ব্যবসায়ের নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতন না থাকলেও পরবর্তীতে পত্রিকায় প্রচারিত প্রতিবেদন তার জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটায় এবং তিনি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। একজন আদর্শ ব্যবসায়ী সবসময় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকেন। তিনি সর্বদা নিজের মুনাফাকে প্রাধান্য না দিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

উদ্দীপকের আদনান তার শিল্প কারখানার বর্জ্যের কারণে পরিবেশের প্রভাব ও পরবর্তী সময়ে শিল্পের ওপর এবং কীরূপ প্রভাব পড়তে পারে তার ওপর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে তার ব্যবসায় দ্বারা যে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন এবং পরবর্তীতে তার ভুলটি সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। তার মধ্যে নৈতিকতার উপস্থিতি রয়েছে বিধায় সে পূর্বে করা তার ভুলকে বুঝতে পারে এবং ভুল সংশোধনে নিজের লাভকে প্রাধান্য না দিয়ে মানুষ, সমাজ ও পরিবেশকে প্রাধান্য দেন। যা একজন আদর্শ ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে।

তাই বলা যায়, নৈতিকতার বিচারে আদনান একজন আদর্শ ব্যবসায়ী।

প্রশ্ন ▶ ০৯ অমল এবং কমল দুই বন্ধু পারস্পরিক মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে পদ্মা ট্রেডার্স নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। তারা চুক্তি অনুযায়ী মূলধন আনবেন এবং মুনাফা বণ্টন করবেন। কিন্তু অমল কোনো কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে না বলে জানিয়ে দেয়। আর্থিক সংকটে পড়ে পদ্মা ট্রেডার্স মহানন্দা ট্রেডার্সের নিকট থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করে কিন্তু সঠিক সময়ে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে পদ্মা ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার কাকে বলে? ১
খ. অংশীদারি ব্যবসার চুক্তি লিখিত হওয়া উত্তম কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অমল কোন ধরনের অংশীদার? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে মহানন্দা ট্রেডার্স পদ্মা ট্রেডার্সের নিকট থেকে মামলা দায়ের করে অর্থ আদায় করতে পারবে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদার ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও মূলধন উত্তোলন না করে তা ঋণ হিসেবে ব্যবসায়ে জমা রাখে তাকে আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার বলে।

খ চুক্তিপত্র অংশীদারি ব্যবসায়ের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে, তাই এটি লিখিত হওয়া উত্তম।

অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তির বিষয়বস্তু অংশীদারি চুক্তিপত্রে লিপিবন্ধ করা হয়। অংশীদারি চুক্তি লিখিত হলে সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থাকে না। লিখিত চুক্তি আদালতে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এজন্য চুক্তি লিখিত হওয়া উত্তম।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অমল একজন ঘুমন্ত অংশীদার।

ঘুমন্ত অংশীদার অধিকার থাকা সত্ত্বেও সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। তারা কেবল ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে এবং চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ নেয়। তবে এ ধরনের অংশীদারদের দায় সাধারণ অংশীদারদের মতো অসীম নয় সসীম।

উদ্দীপকের অমল তার বন্ধু কমলের সাথে পারস্পরিক মৌখিক চুক্তির ভিত্তিকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। তারা মূলধন আনয়ন ও মুনাফা বণ্টনসহ যাবতীয় সকল কাজই চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদন করেন। কিন্তু অমল কোনো কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বন্ধ থাকবে না বলে জানিয়ে দেন। এক্ষেত্রে তিনি কেবল ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করবে তবে ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন না। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ তিনি পাবেন। এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ মূলত একজন ঘুমন্ত অংশীদারকে নির্দেশ করে।

তাই বলা যায়, অমল একজন ঘুমন্ত অংশীদার।

ঘ উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে মহানন্দা ট্রেডার্স পদ্মা ট্রেডার্সের নিকট থেকে মামলা দায়ের করে অর্থ আদায় করতে পারবে না।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়, তবে নিবন্ধন না করা থাকলে ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে কোনোরূপ সমস্যা দেখা দিলে তা আইনগতভাবে সমাধান করা যায় না। অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় অন্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। আবার অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ বা প্রতিষ্ঠান অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ে ঋণ দান করলে সে ঋণের অর্থ আদায়ে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে না।

উদ্দীপকের অমল এবং কমল দুই বন্ধু পারস্পরিক মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে পদ্মা ট্রেডার্স নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে। আর্থিক সংকটে পড়ে পদ্মা ট্রেডার্স মহানন্দা ট্রেডাসের নিকট থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করে। কিন্তু তারা সে পণ্যের অর্থ যথাসময়ে ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়। তাই সে অর্থ আদায়ে মহানন্দা ট্রেডার্স পদ্মা ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্দীপকের পদ্মা ট্রেডার্স নামক অংশীদারি ব্যবসায়টি নিবন্ধিত নয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি নিজ নামে পরিচালিত হতে পারবে না। এজন্য মহানন্দা ট্রেডার্স পদ্মা ট্রেডার্সের নামে মামলা করলেও ধারে বিক্রয়কৃত পণ্যের অর্থ আদায় করতে সক্ষম হবেন না। এক্ষেত্রে মহানন্দা ট্রেডার্স পদ্মা ট্রেডার্সের অংশীদারদের নামে মামলা করলে তার প্রাপ্য অর্থ আদায় করতে পারতেন।

তাই বলা যায়, নিবন্ধিত না হওয়ায় মহানন্দা ট্রেডার্স পদ্মা ট্রেডার্সের নিকট থেকে মামলা দায়ের করে অর্থ আদায় করতে পারবেন না।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব শামীম জুতা প্রস্তুত ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। কারখানায় তিনি উন্নতমানের বিভিন্ন ডিজাইনের জুতা তৈরি করেন। কারখানায় তৈরিকৃত জুতা বিক্রির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি শো-রুম চালু করেন। ফলে ক্রেতারা সরাসরি শো-রুম থেকে জুতা কিনতে পারে। তিনি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য পণ্যের মান, ডিজাইন, মূল্য, ব্যবহার বিধি ইত্যাদি তুলে ধরে বৈদ্যুতিক নিয়ন আলো ব্যবহার করে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেছেন।

ক. পর্যায়িতকরণ কাকে বলে? ১
খ. পরিবহণ কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব শামীমের আলোকসজ্জার কার্যক্রমকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সঠিক বণ্টনপ্রণালি নির্ধারণ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক।"– উক্তিটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মান অনুযায়ী পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করাকে পর্যায়িতকরণ বলা হয়।

খ পরিবহণ পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

পরিবহণের মাধ্যমে পণ্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌছানো হয়। এভাবে পণ্য উৎপাদনকারী থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহারকারী অর্থাৎ ভোক্তার নিকট পৌছে। পরিবহণের কারণেই সুদূর চীনের তৈরি ইলেকট্রনিক্স পণ্যসামগ্রী আমরা ব্যবহার করতে পারছি। আবার আমাদের দেশের পোশাক সামগ্রী, চিংড়ি মাছ ও চাষসহ বিভিন্ন সামগ্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ভোগ করতে পারবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব শামীমের আলোকসজ্জার কার্যক্রমকে বিজ্ঞাপন বলা হয়।

বিজ্ঞাপন হচ্ছে পণ্য বা সেবাসামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি উপায় বা কৌশল। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে খুব সহজেই ক্রেতা সাধারণকে পণ্য ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ করা যায়। টিভি, রেডিও, পত্রিকা, লিফলেট, ম্যাগাজিন, পরিবহণ, লিফলেট, নিয়ন আলো ইত্যাদি হলো বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম।

উদ্দীপকের জনাব শামীম জুতা প্রস্তুত ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত জুতার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য পণ্যের মান, ডিজাইন, মূল্য, ব্যবহার বিধি ইত্যাদি তুলে ধরে বৈদ্যুতিক নিয়ন আলো ব্যবহার করে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে জনগণ পণ্যটি সম্পর্কে জানতে পারে এতে তাদের মধ্যে পণ্যটি ভোগের প্রবণতা সৃষ্টি হবে এবং পরিশেষে তারা পণ্যটি ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ হবে। আর উপর্যুক্ত এ বিষয়গুলো বিজ্ঞাপনের গুরুত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই জনাব শামীমের আলোকসজ্জার কার্যক্রমকে বিজ্ঞাপন বলা হয়।

ঘ "সঠিক বণ্টনপ্রণালি নির্ধারণ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক"– উক্তিটি যথার্থ।

যে প্রক্রিয়ায় পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী থেকে প্রকৃত ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর হাতে পৌঁছে তাকে বণ্টনপ্রণালি বলা হয়। উৎপাদনকারী তার উৎপাদিত পণ্য কখনো সরাসরি ভোক্তার নিকট পৌঁছাতে পারে না। এক্ষেত্রে তাকে একটি বণ্টনপ্রণালি বেছে নিতে হয়। আর সঠিক বণ্টনপ্রণালি বাছাইয়ের ওপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা বা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

উদ্দীপকের জনাব শামীম তার কারখানায় বিভিন্ন ডিজাইনের উন্নতমানের বিভিন্ন ডিজাইনের জুতা তৈরি করেন। তৈরিকৃত এ জুতা বিক্রির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি শো-রুম চালু করেন। যার ফলে ক্রেতারা সরাসরি শো-রুম থেকে জুতা কিনতে পারে। জনাব শামীম তার কারখানায় উৎপাদিত জুতা বিপণনে মূলত উৎপাদনকারী → প্রতিনিধি/এজেন্ট → ভোক্তা → এ বণ্টন প্রণালিটি ব্যবহার করেছেন।

বিপণনের অংশ হিসেবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্থ ভোগী হিসেবে পাইকার ও খুচরা বিক্রেতার সাহায্য নিতে হয়। বণ্টনপ্রণালি যত বড়ো হয় ভোক্তাগণ তত বেশি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কেননা এতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বণ্টনপ্রণালি যত ছোট হবে ভোক্তাগণ তত বেশি লাভবান হবেন। অর্থাৎ এতে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। মধ্যস্থ ব্যবসায়ী না থাকায় একদিকে ভোক্তা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারে। অন্যদিকে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

তাই বলা যায়, সঠিক বণ্টনপ্রণালি নির্ধারণ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক– উক্তিটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১১ "স্বদেশি পণ্য কিনে হন ধন্য" এর ওপর ভিত্তি করে জনাব তোহুরুল "মর্ডান সিল্ক শাড়ির" ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন। গতানুগতিক ডিজাইন পরিহার করে শাড়ির গুণগতমান ও ডিজাইনে নতুনত্ব আনার জন্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ব্লক-বাটিকের উপর কোর্স সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর উৎপাদিত শাড়িগুলো ঢাকায় বাজারজাতকরণ করতে চান। এ কাজে তার পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন হয়।

ক. কোন যুগে ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব ঘটে? ১

খ. বাণিজ্যকে আধুনিককালে 'ব্যবসায় টু ব্যবসায়' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব তোহুরুলের ব্যবসায়ে কোন ধরনের ব্যবসায়িক পরিবেশের অবদান সর্বাধিক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাড়িগুলো ঢাকায় বাজারজাতকরণের জন্য বাণিজ্যের কোন কোন উপাদান অবদান রাখবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৩]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মধ্যযুগে ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব ঘটে।

খ দুটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পণ্য বা সেবার কেনাবেচা করা হলো 'ব্যবসায় টু ব্যবসায়'।

ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌঁছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবাসামগ্রী ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর সব কার্যাবলি বাণিজ্য সম্পাদন করে থাকে। বাণিজ্য এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে বলে বর্তমান সময়ে বাণিজ্যিকে 'ব্যবসায় টু ব্যবসায়' বলে অভিহিত করা হয়।

গ জনাব তোহুরুলের ব্যবসায়ে সামাজিক পরিবেশের অবদান সর্বাধিক।

কোনো দেশের জনসংখ্যা, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি, দেশীয় ঐতিহ্য, রীতিনীতি, প্রথা প্রভৃতির সমন্বয়ে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে। এসব উপাদান মূলত মানুষের সৃষ্টি ও তাদের কাজের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়।

উদ্দীপকের তোহুরুল 'স্বদেশি পণ্য কিনে হন ধন্য' এর ওপর ভিত্তি করে "মডার্ন সিল্ক শাড়ির ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন। বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চল সিল্ক শাড়ির জন্য বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পেয়েছে। তাই এ শাড়ি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্য, এটি যুগ যুগ ধরে মানুষের কাছে জনপ্রিয়, জনাব তোহুরুল নিজের দেশের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্যই মূলত তার এই ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন এবং ক্রেতাসাধারণকে নিজের দেশের পণ্য ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ করেন। অর্থাৎ তার এই ব্যবসায় সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহের উপস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব তোহুরুলের ব্যবসায়ে ব্যবসায়িক সামাজিক পরিবেশের অবদান সর্বাধিক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাড়িগুলো ঢাকায় বাজারজাতকরণের জন্য বাণিজ্যের পরিবহণ ও ব্যাংকিং এ উপাদানগুলো অবদান রাখবে।

ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌঁছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবাসামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে। বাণিজ্যের এ ক্রয়-বিক্রয় কার্য যথার্থভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থগত, ঝুঁকিগত, স্থানগত, কালগত ও তথ্যগত বাধা বা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সকল বাধা দূরীকরণে বাণিজ্যের বিভিন্ন উপাদান যেমন– পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং-বিমা, বিপণন ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সহযোগিতার প্রয়োজন।

উদ্দীপকের জনাব তোহুরুল গতানুগতিক ডিজাইন পরিহার করে শাড়ির গুণগতমান ও ডিজাইনে নতুনত্ব আনার জন্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ব্লক-বাটিকের ওপর কোর্স সমাপ্ত করেন। তিনি তার উৎপাদিত শাড়িগুলো ঢাকায় বাজারজাতকরণ করতে ইচ্ছুক। তবে এ কাজে তার পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। তার উৎপাদিত শাড়িগুলো ঢাকায় বাজারজাতকরণের জন্য তার ব্যবসায়ের স্থানগত ও অর্থগত বাধা দূর করার প্রয়োজন পড়বে। যার জন্য তিনি বাণিজ্যের উপাদান পরিবহণ ও ব্যাংকিং এর সহায়তা নিবেন।

পণ্যদ্রব্য কেবল উৎপাদন করলেই হয় না। উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছানের প্রয়োজন পড়ে। পণ্যের বণ্টন সংক্রান্ত এ কাজ করে বাণিজ্য। বাণিজ্যের পরিবহণ কাজের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য যে-কোনো স্থানে পৌঁছানো যায়। এতে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। যার মাধ্যমে অর্থসংক্রান্ত সকল বাধা দূর হয়। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ অর্থগত উপযোগ সৃষ্টি করে। এগুলো বাণিজ্য শাখার কাজ। এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী মুনাফা অর্জন করে লাভবান হতে পারে। উদ্দীপকের তোহুরুলের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত শাড়ি ঢাকায় বাজারজাতকরণে পরিবহণের প্রয়োজন হবে এবং এ কাজের যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা সে ব্যাংকিং বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে অর্থ সংগ্রহ করে যোগান দিতে পারবে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত শাড়িগুলো ঢাকায় বাজারজাতকরণের জন্য বাণিজ্যের পরিবহণ ও ব্যাংকিং উপাদানগুলো অবদান রাখবে।

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 4 3

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১ ।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয় কোন যুগে?
ⓚ মধ্য ⓚ প্রাচীন ⓖ আধুনিক ⓖ সাম্প্রতিককালে

২. আধুনিককালে বাণিজ্যকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
ⓚ ব্যবসায় টু শিল্প ⓚ ব্যবসায় টু ব্যবসায়
ⓖ বাণিজ্য টু শিল্প ⓖ ব্যবসায় টু বাণিজ্য

৩. সরকারের পাশাপাশি একজন উদ্যোক্তা নিচের কোনটি সৃষ্টি করে?
ⓚ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ⓚ নতুন ধারণা
ⓖ নিত্যনূতন কর্মসংস্থান ⓖ শিল্পের কাঁচামাল

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আদনান এম.এ পাস করে চাকুরির চেষ্টা না করে যুব উন্নয়ন থেকে হাঁস পালনের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়িতে একটি হাঁসের খামার করেন। সঠিক পরিচর্যার কারণে স্বল্প সময়ে হাঁসগুলো বেশ বড়ো হয় এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় সেগুলো বিক্রি করে ভালো মূল্য পান।

৪. আদনানের কাজকে কোন ধরনের কাজ বলা হয়?
ⓚ কর্মসংস্থান ⓚ ব্যবসায় ⓖ বাণিজ্য ⓖ আত্মকর্মসংস্থান

৫. আদনানের ব্যবসায় সফলতার কারণ–
i. পর্যাপ্ত মূলধন ii. অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা iii. সঠিক চাহিদা নিরূপণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬. আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড়ো মূলধন কোনটি?
ⓚ আত্মবিশ্বাস ⓚ পরিশ্রম ⓖ নিজের দক্ষতা ⓖ সাহস

৭. নিচের কোনটি মানুষের সুপ্ত বাসনাকে বাস্তবায়িত করতে অনুপ্রাণিত করে?
ⓚ উদ্যোগ ⓚ চাকরি ⓖ সমাজ সেবা ⓖ ব্যবসায়

৮. কোনটি উদ্যোক্তার গুণ নয়?
ⓚ সফলতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা
ⓚ কৃতিত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা
ⓖ কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ⓖ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা

৯. আমাদের দেশে মজুরি হার কম হওয়ার কারণ কী?
ⓚ অদক্ষ শ্রমিক ⓚ প্রশিক্ষণের অভাব
ⓖ শ্রমিক সহজলভ্যতা ⓖ অধিক জনসংখ্যা

১০. মিস্টার রফিক বিদেশ থেকে ভারী যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। তিনি নিচের কোন বিমাটি করবেন?
ⓚ অগ্নি ⓚ নৌ ⓖ দুর্ঘটনা ⓖ জীবন

১১. কোনটি অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য?
ⓚ গঠন সহজ ⓚ সমান মূলধন সরবরাহ
ⓖ নিজের আস্থা ও বিশ্বাস ⓖ বাধ্যতামূলক নিবন্ধন

১২. কোন অংশীদারের দায় ব্যবসায়ের মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ?
ⓚ আচরণে অনুমিত ⓚ নামমাত্র ⓖ সাধারণ ⓖ সীমিত

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব ফারহান তার এলাকায় কাঁচামালের সহজলভ্যতার কারণে একটি প্লাস্টিকজাত সামগ্রী তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তার পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি কয়েকজন দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেন।

১৩. জনাব ফারহানের প্লাস্টিকজাত সামগ্রী তৈরির কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ⓚ নির্মাণ ⓚ প্রজনন ⓖ উৎপাদন ⓖ সেবা

১৪. কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে জনাব ফারহান কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন?
i. রাষ্ট্র ii. সমাজ iii. শ্রমিক-কর্মচারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৫. পণ্যের প্রতীককে বলে?
ⓚ ট্রেডমার্ক ⓚ কপিরাইট ⓖ পেটেন্ট ⓖ লাইসেন্স

১৬. বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ হলো–
i. পেটেন্ট ii. কপিরাইট iii. ট্রেড মার্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব সৌরভ রংপুর অঞ্চলের উৎপাদনকারীর নিকট হতে কমমূল্যে আলু ক্রয় করেন এবং ঢাকায় বেশি লাভে বিক্রি করেন।

১৭. উদ্দীপকে কোন বণ্টন প্রণালিটি ব্যবহার করা হয়েছে?
ⓚ সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় ⓚ খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বিক্রয়
ⓖ প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রয়
ⓖ প্রতিনিধি ও খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে বিক্রয়

১৮. জনাব সৌরভের কার্যক্রমে ব্যবসায়ের যেসব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়–
i. স্বত্বগত ii. স্থানগত iii. সময়গত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯. পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কী না তা যাচাই করা হয় কোনটির মাধ্যমে?
ⓚ প্রেষণা ⓚ নির্দেশনা ⓖ নিয়ন্ত্রণ ⓖ সংগঠন

২০. স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণদানের উৎস কোনটি?
ⓚ জনতা ব্যাংক ⓚ সমবায় ব্যাংক ⓖ গ্রামীণ ব্যাংক ⓖ কৃষি ব্যাংক

২১. মিঃ হালিম ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মূলধন, ভূমি ও শ্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। মিঃ হালিমের কাজটি ব্যবস্থাপনায় কী বলে?
ⓚ পরিকল্পনা ⓚ সংগঠিতকরণ ⓖ নির্দেশনা ⓖ নিয়ন্ত্রণ

২২. বিপণনের সর্বশেষ কাজ কোনটি?
ⓚ তথ্য সংগ্রহ ⓚ ভোক্তা বিশ্লেষণ ⓖ গুদামজাতকরণ ⓖ মোড়কিকরণ

২৩. নৈতিকতা শব্দটি কোন ভাষা হতে উদ্ভব হয়েছে?
ⓚ গ্রিক ⓚ ল্যাটিন ⓖ ফরাসি ⓖ পর্তুগিজ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শামীম একটি কাপড়ের দোকানে বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করেন। তার সুদর্শন চেহারা ও হাসিমাখা মুখ ক্রেতাদেরকে বাড়তি অনুপ্রেরণা দেয়। এর ফলে দোকানে ভালো মুনাফা হচ্ছে।

২৪. শামীমের মধ্যে বিক্রয়কর্মীর কোন গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ নৈতিক ⓚ মানসিক ⓖ শারীরিক ⓖ অন্যান্য

২৫. জিঙ্গেল কোন ধরনের বিজ্ঞাপন মাধ্যমে প্রচার করা হয়?
ⓚ সংবাদপত্র ⓚ প্রচারপত্র ⓖ টেলিভিশন ⓖ রেডিও

২৬. শিল্পোন্নয়নের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা কোনটি?
ⓚ পুজির স্বল্পতা ⓚ পরিবেশ দূষণ
ⓖ আইনগত জটিলতা ⓖ অবকাঠামোগত

২৭. খনি থেকে কয়লা উত্তোলন কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ⓚ প্রজনন ⓚ উৎপাদন ⓖ নিষ্কাশন ⓖ নির্মাণ

২৮. কোনটি দ্বারা কর্মীরা মানসম্মত কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়?
ⓚ নিয়ন্ত্রণ ⓚ পরিকল্পনা ⓖ নির্দেশনা ⓖ প্রেষণা

২৯. সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের দায়বদ্ধতা কোনটি?
ⓚ নিয়মিত কর ও রাজস্ব প্রদান ⓚ পণ্যসামগ্রী প্রাপ্তি সহজতর করা
ⓖ জাতীয় দুর্যোগে জনগণের পাশে দাঁড়ানো
ⓖ উপযুক্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা

৩০. বিপণনের কোন কাজটির মাধ্যমে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়?
ⓚ প্রমিতকরণ ⓚ পর্যায়িতকরণ ⓖ গুদামজাতকরণ ⓖ মোড়কিকরণ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 4 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। রতন তার বেকারিতে রুটি, বিস্কুট, চানাচুর ইত্যাদি উৎপাদন করেন। তার পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন এবং আরও দশজন কর্মী নিয়োগ করেন। তিনি স্বচ্ছলতা অর্জনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন।
ক. কোন যুগে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়? ১
খ. পেশাজীবিদের কর্মকাণ্ডকে কী বলে অভিহিত করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রতনের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রতন কীভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২। জনাব হাশেম নিজ গ্রামে উৎপাদিত উন্নতমানের টমেটো থেকে সস তৈরি করে দেশের বিভিন্ন স্থানে নদীপথে সরবরাহ করেন। পণ্যের গুণগতমান ভালো হওয়ায় এবং ব্যাপক পরিচিতি থাকায় তার উৎপাদিত সস ভুটানে রপ্তানি করতে শুরু করেন। তার গ্রামে এবং আশে-পাশে কোনো ব্যাংক না থাকায় তার রপ্তানি ব্যবসায়টি বাধাগ্রস্ত হয়।
ক. পর্তুগিজরা কোন বন্দরকে "Porto Grando" বলতেন? ১
খ. বাণিজ্য কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব হাশেমের শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব হাশেমের সফলতায় পরিবেশের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। জনাব আবু সালেকদের বাড়িতে ছয় বিঘা জমি নিয়ে একটি বিশাল পুকুর আছে। পুকুরটি অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল। তাতে কচুরিপানা ছিল। আবু সালেক পুকুরটি পরিষ্কার করে তাতে মাছ চাষ করেন। তা পরিচালনা করার জন্য গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবকদের নিয়োগ করেন।
ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কাকে বলে? ১
খ. আমাদের দেশে চাকরির প্রতি আগ্রহের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব আবু সালেককে কী বলে অভিহিত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আবু সালেকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। স্থানীয় কলেজ থেকে বিএ পাস করে জনাব হারুন একদিন চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখেন, একটি পদের জন্য অসংখ্য লোক আবেদন করেছেন। তিনি চাকরি পাওয়ার আশা ছেড়ে "যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" থেকে তিন মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের ১০ বিঘা জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ফল-মূল ও শাক-সবজি চাষ করতে শুরু করেন। তিনি অল্পদিনেই ব্যাপক সাফল্য পান। তার কৃষি ফার্মে ১০ জন লোক নিয়মিত বেতনে কাজ করে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা এনেছেন। জনাব হারুন উপলব্ধি করেছেন "দেশকে এগিয়ে নিতে চাকরির বিকল্প ভাবনাটা জরুরি।"
ক. ব্র্যাক, আহছানিয়া মিশন এগুলো কী? ১
খ. কোন মন্ত্রণালয় মহিলাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব হারুন কীভাবে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দেশকে এগিয়ে নিতে চাকরির বিকল্প ভাবনাটা জরুরি"– জনাব হারুনের উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। জনাব আরিফ একটি আসবাবপত্র তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। উক্ত কাজে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের পর তিনি নিজেই একটি আসবাবপত্র তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তার বন্ধু আমিন চুক্তি করে তার ব্যবসায়ে সংযুক্ত হতে চাইলে আরিফ তা প্রত্যাখ্যান করে। আরিফ একই মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন।
ক. অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি কী? ১
খ. একমালিকানা ব্যবসায় গঠন সহজ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আরিফের বন্ধুর প্রস্তাবিত ব্যবসায়টির মালিকানার ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আরিফের বন্ধুর প্রস্তাবটি গ্রহণ না করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। কাশেম ও হাশেম দুই বন্ধু মিলে মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি ব্যবসা চালু করেন। তারা দুজন ব্যবসায়ে নতুন হওয়ায় অভিজ্ঞ এবং সফল ব্যবসায়ী জনাব নাজেমকে তাদের ব্যবসায়ে সংযুক্ত করেন। জনাব নাজেম কোনো মূলধন ছাড়াই সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। তিনি সংগঠনটিকে নিবন্ধন করার এবং লিখিত চুক্তি করার পরামর্শ দেন।
ক. একমালিকানা ব্যবসায় কাকে বলে? ১
খ. স্বর্ণকারের দোকান কোন ধরনের মালিকানায় হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কাশেম ও হাশেমের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব নাজেমকে মূলধন ছাড়াই ব্যবসায়ে সংযুক্ত করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। আমেরিকার বিখ্যাত কুকিজ উৎপাদনকারি 'স্টার কুকিজ'। এর সাথে চুক্তি করে বাংলাদেশের 'তৃপ্তি ফুডস' ঢাকায় কারখানা স্থাপন করে কুকিজ উৎপাদন ও বিপণন করছে। এজন্য তারা জাপান হতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি আমদানি করে। 'তৃপ্তি ফুডস' কারখানার সরঞ্জামাদি বিমা করে রেখেছে।
ক. পণ্যের প্রতীক রেজিস্ট্রেশন এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কোনটি? ১
খ. ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'তৃপ্তি ফুডস' ও 'স্টার কুকিজ' এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'তৃপ্তি ফুডস' এর কারখানার জন্য বিমান অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করো। ৪

৮। সান পোল্ট্রি ফিড লিঃ এর উৎপাদন ব্যবস্থাপক মোজাম্মেল সাহেব। তিনি শ্রমিকদের চাপের মধ্যে রেখে কাজ চালিয়ে নিতে পছন্দ করেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি নিজের মতকেই প্রাধান্য দেন, অন্য কারো পরামর্শ কিংবা মতামত তিনি গ্রহণ করেন না। কর্মীরা তার আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। সম্প্রতি মোজাম্মেল সাহেব অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ায় সেখানে আরিফ সাহেব নিয়োগ পান। অভিজ্ঞতা, সততা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সহনশীলতার গুণে অল্পদিনেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কর্মীরাও সাগ্রহে, আনন্দচিত্তে কাজ করছেন। ফলে কোম্পানির উৎপাদন ও মুনাফা বেড়েই চলছে। আরিফ সাহেব বিশ্বাস করেন উপযুক্ত নেতৃত্ব একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে।
ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে? ১
খ. নিয়ন্ত্রণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মোজাম্মেল সাহেব কোন ধরনের নেতৃত্ব নিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উপযুক্ত নেতৃত্ব একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে'– উক্তিটির তাৎপর্য উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৯। আলম সাহেব তার বেকারিতে নানারকম রুটি, বিস্কুট, কেক, চানাচুর উৎপাদন করে আকর্ষণীয় মোড়কে নিজস্ব ভ্যানে করে বিভিন্ন খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছে দেন। পণ্য উৎপাদনে তিনি সবসময় ভোক্তাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে থাকেন।
ক. কোনটি উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি করে? ১
খ. প্রমিতকরণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আলম সাহেব এর পণ্যের বণ্টন প্রণালীর ধরনটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জনাব আলম একজন দক্ষ ব্যবসায়ী' উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। ঢাকার আরিফা খাতুন একবার তুরস্কে বেড়াতে যান। সেখানে 'বাক্য লাভা' নামের অত্যন্ত সুস্বাধু খাবার খান। তিনি এটি তৈরির খুটিনাটি বিষয় জেনে আসেন। ঢাকায় তিনি বাণিজ্যিকভাবে 'বাকা লাভা' উৎপাদন শুরু করেন। তিনি পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনে পণ্যটি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অধিক কিন্তু একদিন তিনি শহরের কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে দুপুরের নাস্তার জন্য পণ্যটি সরবরাহ করেন।
ক. বিক্রয়িকতা কাকে বলে? ১
খ. পর্যায়িতকরণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিক্ষকদেরকে দুপুরের নাস্তা সরবরাহ করে আরিফা খাতুন বিজ্ঞাপনের কোন মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'আরিফা খাতুনের ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন অপরিহার্য'– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। মতিন সাহেব 'মতিন ডায়িং এন্ড ফিনিশিং' কোম্পানির মালিক। তিনি বিভিন্ন ধরনের কাপড়ে রং করেন। ফলে তার কারখানায় প্রচুর রাসায়নিকের ব্যবহার হয়ে থাকে। তিনি কোম্পানির কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক মিশ্রিত পানি পরিশোধন করে ড্রেনে ছাড়েন, যাতে পানি দূষণ না হয়। এছাড়া তিনি উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, যাতে গ্যাস, বিদ্যুতের অপচয় না হয় এবং শব্দ দূষণ রোধ হয়। তিনি তার কারখানা প্রাঙ্গণে প্রচুর গাছ লাগিয়েছেন, এলাকায় একটি মসজিদ ও খেলার মাঠসহ পার্ক নির্মাণ করে দিয়েছেন।
ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. ব্যবসায়ের নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মতিন সাহেব কোন ধরনের দায়বদ্ধতা পালন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পরিবেশ দূষণ রোধে মতিন সাহেবের গৃহীত ব্যবস্থা মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ক	২	খ	৩	গ	৪	ঘ	৫	গ	৬	গ	৭	ক	৮	ক	৯	ঘ	১০	খ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	গ	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ রতন তার বেকারিতে রুটি, বিস্কুট, চানাচুর ইত্যাদি উৎপাদন করেন। তার পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন এবং আরও দশজন কর্মী নিয়োগ করেন। তিনি সচ্ছলতা অর্জনের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন।

ক. কোন যুগে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়? ১

খ. পেশাজীবীদের কর্মকাণ্ডকে কী বলে অভিহিত করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রতনের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রতন কীভাবে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ে মধ্যযুগে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়।

খ পেশাজীবীদের কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ সেবা নামে অভিহিত করা হয়।
এ ধরনের সেবায় ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী প্রমুখ পেশাজীবীরা অন্তর্ভুক্ত। তারা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকেন। এটি আধুনিক ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা সেবা পেয়ে উপকৃত হন ও তাদের সমস্যার সমাধানও হয়।

গ রতনের ব্যবসায়টি উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত।
এ শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে পণ্য উৎপাদন করা হয়। এক্ষেত্রে কাঁচামাল ও অর্ধপ্রস্তুতকৃত পণ্যকে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এরপর তা থেকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য তৈরি করা হয়।
উদ্দীপকে রতন তার বেকারিতে রুটি, বিস্কুট, চানাচুর ইত্যাদি উৎপাদন করেন। পণ্যের চাহিদা বাড়ায় তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন। এক্ষেত্রে রতন রুটি, বিস্কুট, চানাচুর উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল হিসেবে ময়দা ব্যবহার করেন। এরপর তিনি যন্ত্রের সাহায্যে ময়দা প্রক্রিয়াজাত করে খাদ্যসামগ্রী তৈরি করেন। আর এগুলো বিক্রি করে তিনি মানুষের খাবারের চাহিদা মেটান। এভাবে ময়দা থেকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য তৈরি করা হয়। এসব বৈশিষ্ট্য উৎপাদন শিল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
তাই বলা যায়, রতনের ব্যবসায়টি উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ রতন ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।
ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এতে মাথাপিছু ও জাতীয় আয় বাড়ে। এভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটে।
উদ্দীপকে রতন একটি বেকারি পরিচালনা করেন। উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়ায় তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন। এতে তিনি আরো দশজন কর্মী নিয়োগ দেন। এক্ষেত্রে তিনি সচ্ছলতা অর্জনের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন।
রতন একটি উৎপাদনমুখী ব্যবসায়ের মালিক। তিনি ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণ করেন। ব্যবসায় সম্প্রসারণের কারণে তিনি অধিকসংখ্যক কর্মী নিয়োগ দেন। এতে সমাজের বেকারত্বের হার কমছে। তাছাড়াও তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারকে অধিক পরিমাণে কর দেয়। এর মাধ্যমে সরকারি আয় বাড়ছে। আর এসবকিছু দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, রতন ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।

প্রশ্ন ▸ ০২ জনাব হাশেম নিজ গ্রামে উৎপাদিত উন্নতমানের টমেটো থেকে সস তৈরি করে দেশের বিভিন্ন স্থানে নদীপথে সরবরাহ করেন। পণ্যের গুণগতমান ভালো হওয়ায় এবং ব্যাপক পরিচিতি থাকায় তার উৎপাদিত সস ভুটানে রপ্তানি করতে শুরু করেন। তার গ্রামে এবং আশে-পাশে কোনো ব্যাংক না থাকায় তার রপ্তানি ব্যবসায়টি বাধাগ্রস্ত হয়।

ক. পর্তুগিজরা কোন বন্দরকে "Porto Grando" বলতেন? ১

খ. বাণিজ্য কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব হাশেমের শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব হাশেমের সফলতায় পরিবেশের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম বন্দরকে "Porto Grando" বলতেন।

খ পণ্যের বণ্টনকারী শাখা হলো বাণিজ্য।
পণ্য উৎপাদনের পর তা ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর প্রয়োজন হয়। এতে পণ্যসামগ্রী ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত বিপণনকারীকে বিভিন্ন বাধার (স্থানগত, সময়গত, ঝুঁকিগত, তথ্যগত প্রভৃতি) সম্মুখীন হতে হয়। এসব বাধা দূর করে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়াই বাণিজ্যের কাজ। এজন্য বাণিজ্যকে পণ্যের বণ্টনকারী শাখাও বলা হয়।

গ জনাব হাশেমের শিল্পটি উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত।
উৎপাদন শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রের মাধ্যমে কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এতে পণ্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব হাশেম নিজ গ্রামে উৎপাদিত উন্নতমানের টমেটো সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত টমেটো থেকে তিনি সস তৈরি করেন। তিনি তৈরিকৃত সস দেশের বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি করেন। এক্ষেত্রে তিনি টমেটোকে প্রক্রিয়াজাত করে সস তৈরি করেন। এ থেকে সস মানুষের খাওয়ার উপযোগী। আর প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে টমেটো সস তৈরি কাজটি উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত। তাই বলা যায়, জনাব হাশেমের শিল্পটি উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ জনাব হাশেমের সফলতায় প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা উৎপাদনের সমন্বয়ে গঠিত। মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। কোনো স্থানের উৎপাদিত ফসলের মান নির্ভর করে ঐ স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ও মাটির ধরনের ওপর।

উদ্দীপকে জনাব হাশেম নিজ গ্রামে উৎপাদিত উন্নতমানের টমেটো থেকে সস তৈরি করেন। তিনি তৈরিকৃত সস নদী পথে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করেন। পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ায় তিনি উৎপাদিত সস ভুটানে রপ্তানি করতে শুরু করেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে কোনো স্থানের মাটি উর্বর বা অনুর্বর হয়। উর্বর মাটিতে খুব সহজেই উন্নতজাতের ফসল উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে জনাব হাশেমের গ্রামের উন্নতজাতের টমেটো উৎপাদনও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে হয়েছে। আর এই উন্নতজাতের টমেটো থেকে উৎপন্ন সসের গুণগত মান ভালো হচ্ছে। এছাড়া জনাব হাশেম প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান নদীপথে পণ্য সরবরাহ করেন। এতে সঠিক সময়ে ও অল্প খরচে পণ্য সরবরাহ করা যায়। ফলে তিনি ব্যবসায় সফলতা অর্জন করেন। সুতরাং, জনাব হাশেমের ব্যবসায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ০৩ জনাব আবু সালেকদের বাড়িতে ছয় বিঘা জমি নিয়ে একটি বিশাল পুকুর আছে। পুকুরটি অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল। তাতে কচুরিপানা ছিল। আবু সালেক পুকুরটি পরিষ্কার করে তাতে মাছ চাষ করেন। তা পরিচালনা করার জন্য গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত বেকার যুবকদের নিয়োগ করেন।

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কাকে বলে? ১

খ. আমাদের দেশে চাকরির প্রতি আগ্রহের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আবু সালেককে কী বলে অভিহিত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আবু সালেকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করে ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

খ আমাদের দেশে চাকরির প্রতি আগ্রহের কারণ হলো প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা।

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ফলে শিল্প-বাণিজ্যে লোকজনের আগ্রহ আগে থেকেই কম। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে চাকরির প্রতি অধিকভাবে আগ্রহী করে তোলে। প্রচলিত শিক্ষার প্রভাব এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অপর্যাপ্ততা যুবসমাজকে চাকরির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে জনাব আবু সালেককে ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলা যায়।

ফলাফল অনিশ্চিত জেনেও যিনি ব্যবসায় স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনা করেন তিনিই ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোক্তা। উদ্যোক্তারা ঝুঁকি আছে জেনেও ব্যবসায় পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন করেন। একজন উদ্যোক্তা নিজের চেষ্টায় নিজের উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারেন। আবার, তিনি অন্যদেরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন।

উদ্দীপকের জনাব আবু সালেকদের বাড়িতে ছয় বিঘা জমি নিয়ে একটি বিশাল পুকুর আছে। পুকুরটিতে কচুরিপানা ছিল। আবু সালেক পরিশ্রমের মাধ্যমে সেটি পরিষ্কার করে মাছ চাষ শুরু করেন। এ কাজে তাকে ঝুঁকি নিতে হয়েছে। কারণ ব্যবসায়ের ফলাফল সবসময় অনিশ্চিত। আর ঝুঁকি না নিলে মুনাফা অর্জন করা যায় না। আবার, কঠোর পরিশ্রম ও সুদক্ষ পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি ব্যবসায় পরিচালনা ও সম্প্রসারণ করেন। এছাড়াও তার ব্যবসায়ে অন্যদের কর্মসংস্থান হয়। জনাব আবু সালেকের কর্মকাণ্ডগুলো ব্যবসায় উদ্যোক্তার কাজের সাথে মিলে রয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব আবু সালেক একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা।

ঘ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকের আবু সালেকের কর্মকাণ্ড বা ব্যবসায় উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ব্যবসায় উদ্যোগের ফলে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়। এটি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষের আয় বাড়াতে সহায়ক। সার্বিকভাবে এটি দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়।

জনাব আবু সালেকের বাড়ির পাশে একটি পরিত্যক্ত পুকুর আছে। তিনি পুকুরটি পরিষ্কার করে তাতে মাছ চাষ শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি এ কাজে গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত বেকার যুবকদের নিয়োগ করেন। তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামের অন্যান্য যুবকরাও তাকে অনুসরণ করবে। আবু সালেকের ব্যবসায় উদ্যোগের ফলে সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে। আবার এ কাজের মাধ্যমে তার পাশাপাশি আরও অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এতে তাদের আয় বেড়েছে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে। অন্যদিকে, তার সাফল্য আরও অনেককে উদ্বুদ্ধ করবে। ফলে সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

তাই আমি মনে করি, জনাব আবু সালেকের কর্মকাণ্ড দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▸ ০৪ স্থানীয় কলেজ থেকে বিএ পাশ করে জনাব হারুন একদিন চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখেন, একটি পদের জন্য অসংখ্য লোক আবেদন করেছেন। তিনি চাকরি পাওয়ার আশা ছেড়ে 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' থেকে তিন মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের ১০ বিঘা জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ফলমূল ও শাক-সবজি চাষ করতে শুরু করেন। তিনি অল্পদিনেই ব্যাপক সাফল্য পান। তার কৃষি ফার্মে ১০ জন লোক নিয়মিত বেতনে কাজ করে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা এনেছেন। জনাব হারুন উপলব্ধি করেছেন, "দেশকে এগিয়ে নিতে চাকরির বিকল্প ভাবনাটা জরুরি।"

ক. ব্র্যাক, আহছানিয়া মিশন এগুলো কী? ১
খ. কোন মন্ত্রণালয় মহিলাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব হারুন কীভাবে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দেশকে এগিয়ে নিতে চাকরির বিকল্প ভাবনাটা জরুরি"– জনাব হারুনের উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাক, আহছানিয়া মিশন এগুলো হলো এনজিও (NGO)-এর উদাহরণ।

খ মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় মূলত মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্‌বুদ্ধ করতে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

বিশেষ করে গ্রামের দুস্থ, শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এটি উদ্যোগী মহিলাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

গ জনাব হারুন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছেন।

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বল্প পুঁজি ও ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করে। এর মাধ্যমে যে-কোনো ব্যক্তি সহজে তার বেকারত্ব দূর করতে পারে।

উদ্দীপকের জনাব হারুন স্থানীয় কলেজ থেকে বিএ পাশ করে চাকরিপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু চাকরিতে অনেক প্রতিযোগিতা দেখে তিনি চাকরি পাওয়ার আশা ছেড়ে দেন। এরপর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তিন মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারপর নিজেদের জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ফলমূল ও শাকসবজি চাষ করেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজের দক্ষতা ও স্বল্প পুঁজি নিয়ে অল্পদিনেই ব্যাপক সাফল্য পান। অর্থাৎ, তিনি নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

তাই বলা যায়, জনাব হারুনের কাজ আত্মকর্মসংস্থানমূলক।

ঘ "দেশকে এগিয়ে নিতে চাকরির বিকল্প ভাবনাটা জরুরি"– জনাব হারুনের উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

বর্তমানে বাংলাদেশে চাকরির ক্ষেত্র খুবই কম। প্রতিবছর যে পরিমাণ জনসংখ্যা বাড়ছে সেই পরিমাণে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয় না। এক্ষেত্রে চাকরির বিকল্প হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশার মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়।

উদ্দীপকের জনাব হারুন বিএ পাশ করে চাকরি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চাকরিপ্রার্থীর আধিক্য দেখে তিনি আশা ছেড়ে দেন। এরপর চাকরির বিকল্প হিসেবে জনাব হারুন নিজেই নিজের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি নিজ জমিতে ফলমূল ও শাকসবজি চাষ শুরু করেন। নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে অল্পদিনেই তিনি সফলতা লাভ করেন। আমাদের দেশে চাহিদা অনুযায়ী চাকরি নেই। তাছাড়া চাকরিতে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগও নেই। অন্যদিকে জনাব হারুন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করছেন। তাছাড়া আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনাব হারুন তার আয় বৃদ্ধি করতে পারবেন, যা চাকরির ক্ষেত্রে সীমিত। তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আরও দশজন তাদের পরিবার চালাচ্ছে। জনাব হারুন নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করছেন। এভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাবে। সুতরাং, দেশকে এগিয়ে নিতে চাকরির বিকল্প চিন্তা করা উচিত।

প্রশ্ন ▸ ০৫ জনাব আরিফ একটি আসবাবপত্র তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। উক্ত কাজে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের পর তিনি নিজেই একটি আসবাবপত্র তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তার বন্ধু আমিন চুক্তি করে তার ব্যবসায়ে সংযুক্ত হতে চাইলে আরিফ তা প্রত্যাখ্যান করে। আরিফ একাই মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন।

ক. অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি কী? ১
খ. একমালিকানা ব্যবসায় গঠন সহজ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আরিফের বন্ধুর প্রস্তাবিত ব্যবসায়টির মালিকানার ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আরিফের বন্ধুর প্রস্তাবটি গ্রহণ না করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি হলো চুক্তি।

খ একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় হলো একমালিকানা ব্যবসায়।

এ ব্যবসায় গঠনে তেমন আইনগত বাধা-নিষেধ নেই। ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করেই এ ব্যবসায় শুরু করা যায়। তাই যে-কোনো স্থানে একমালিকানা ব্যবসায় স্থাপন করা যায়।

গ আরিফের বন্ধুর প্রস্তাবিত ব্যবসায়টি অংশীদারি মালিকানার।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এ ব্যবসায় গঠন করে। এ ব্যবসায়ের মূলভিত্তি হলো চুক্তি। এক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালিত ও লাভ-ক্ষতি বণ্টিত হয়।

উদ্দীপকে আরিফ নিজেই একটি আসবাবপত্র তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু তার বন্ধু আমিন চুক্তি করে তার ব্যবসায়ে যুক্ত হতে চান। এক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায়ের সার্বিক কাজ পরিচালিত হবে। তাছাড়া চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি বণ্টিত হবে। অর্থাৎ, চুক্তিই হবে উক্ত ব্যবসায়ের মূলভিত্তি। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলো অংশীদারি ব্যবসায়ের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, আরিফের বন্ধুর প্রস্তাবিত ব্যবসায়টি অংশীদারি মালিকানার।

ঘ আরিফের বন্ধুর প্রস্তাবটি গ্রহণ না করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

একমালিকানা ব্যবসায় একক মালিকের সাহায্যে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে মালিক একাই ব্যবসায়ের সব লাভ-ক্ষতি ভোগ করে। অন্যদিকে, অংশীদারি ব্যবসায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই এ ব্যবসায়ের সব লাভ-ক্ষতি চুক্তি অনুসারে অংশীদারদের মাঝে ভাগ করা হয়।

উদ্দীপকে আরিফ নিজেই একটি আসবাবপত্র তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। এক্ষেত্রে তার ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন। পরবর্তীতে, তার বন্ধু চুক্তির মাধ্যমে তার সাথে ব্যবসায়ে যুক্ত হতে চান। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি একাই মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। অর্থাৎ, তিনি অংশীদারি ব্যবসায়ের চেয়ে একমালিকানা ব্যবসায়কে বেশি গুরুত্ব দেন।

একমালিকানা ব্যবসায় একজন মালিকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই খুব সহজেই ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করা যায়। এ ধরনের ব্যবসায় কম ঝুঁকিপূর্ণ হয়। আবার এ ধরনের ব্যবসায়ে মালিকের প্রাধান্য বেশি থাকে। মালিক নিজেই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়া ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা মালিক একাই ভোগ করেন। অন্যদিকে, অংশীদারি ব্যবসায়ে একাধিক মালিক থাকে। এতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। অনেক সময় অংশীদারদের মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে ভাগ হয়। আর এসব দিক বিবেচনায় বলা যায় যে, আরিফের বন্ধুর প্রস্তাবটি গ্রহণ না করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ০৬ কাশেম ও হাশেম দুই বন্ধু মিলে মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি ব্যবসা চালু করেন। তারা দুজন ব্যবসায়ে নতুন হওয়ায় অভিজ্ঞ এবং সফল ব্যবসায়ী জনাব নাজেমকে তাদের ব্যবসায়ে সংযুক্ত করেন। জনাব নাজেম কোনো মূলধন ছাড়াই সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। তিনি সংগঠনটিকে নিবন্ধন করার এবং লিখিত চুক্তি করার পরামর্শ দেন।

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কাকে বলে? ১

খ. স্বর্ণকারের দোকান কোন ধরনের মালিকানায় হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কাশেম ও হাশেমের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব নাজেমকে মূলধন ছাড়াই ব্যবসায়ে সংযুক্ত করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় হলো একমালিকানা ব্যবসায়।

খ স্বর্ণকারের দোকান একমালিকানায় হওয়া উচিত।

একমালিকানা ব্যবসায় একক ব্যক্তির মাধ্যমে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণত স্বর্ণকার একাই তার ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করেন। তিনি একাই ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেন। তাছাড়া ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ ও ক্ষতি তিনি একাই বহন করেন। তাই স্বর্ণকারের দোকান একমালিকানা ব্যবসায় হওয়া উচিত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কাশেম ও হাশেমের প্রতিষ্ঠানটি অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এ ব্যবসায় গঠন করেন। এ ব্যবসায়ের মূলভিত্তি হলো চুক্তি। এক্ষেত্রে অংশীদাররা চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেন। এছাড়া ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতিও চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হয়।

উদ্দীপকের কাশেম ও হাশেম মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ব্যবসায়ের মুনাফা বণ্টন ও অন্যান্য বিষয়ে তারা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন। তাদের ব্যবসায়ের মূলভিত্তি হলো পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। এছাড়া তারা চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এসব বৈশিষ্ট্য অংশীদারি ব্যবসায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই কাশেম ও হাশেমের প্রতিষ্ঠানটিকে অংশীদারি ব্যবসায় বলা যায়।

ঘ জনাব নাজেমকে মূলধন ছাড়াই ব্যবসায়ে নামমাত্র অংশীদার হিসেবে সংযুক্ত করা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

নামমাত্র অংশীদার মূলধন, শ্রম ও দক্ষতা কোনোকিছুই বিনিয়োগ করেন না। শুধু তার সুনাম ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেন। এক্ষেত্রে তিনি চুক্তি অনুযায়ী মুনাফার অংশ পান। তবে অন্যান্য অংশীদারদের মতো তিনি অসীম দায় বহনে বাধ্য থাকেন না।

উদ্দীপকের কাশেম ও হাশেম দুই বন্ধু মিলে অংশীদারি ব্যবসায় চালু করেন। তারা দুইজন ব্যবসায়ে নতুন। তাই অভিজ্ঞ ও সফল ব্যবসায়ী জনাব নাজেমকে ব্যবসায়ে সংযুক্ত করেন। জনাব নাজেম মূলধন ছাড়াই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। তিনি ব্যবসায়টিকে নিবন্ধন ও লিখিত চুক্তি করার পরামর্শ দেন।

জনাব নাজেম একজন নামমাত্র অংশীদার। তার সুনাম ব্যবহার করে অংশীদারি ব্যবসায়টি পরিচালিত হয়। অভিজ্ঞ ও সফল ব্যবসায়ী জনাব নাজেমের সম্মান, মর্যাদা ও বুদ্ধিমত্তা অনেক বেশি। তিনি জানেন কীভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করলে সফলতা অর্জন করা যায়। তাই তিনি ব্যবসায় পরিচালনার জন্য উত্তম পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া তিনি ব্যবসায়ের অংশীদার হওয়ায় সহজে মানুষের আস্থা অর্জন করা যায়। ফলে ব্যবসায়টির সুষ্ঠু পরিচালনা করা সম্ভব হয় ও ব্যবসায়ে সফলতা আসে। তাই বলা যায়, জনাব নাজেমকে ব্যবসায়ে সংযুক্ত করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ০৭ আমেরিকার বিখ্যাত কুকিজ উৎপাদনকারী 'স্টার কুকিজ'। এর সাথে চুক্তি করে বাংলাদেশের 'তৃপ্তি ফুডস' ঢাকায় কারখানা স্থাপন করে কুকিজ উৎপাদন ও বিপণন করছে। এজন্য তারা জাপান হতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি আমদানি করে। 'তৃপ্তি ফুডস' কারখানার সরঞ্জামাদি বিমা করে রেখেছে।

ক. পণ্যের প্রতীক রেজিস্ট্রেশন এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কোনটি? ১

খ. ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'তৃপ্তি ফুডস' ও 'স্টার কুকিজ' এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'তৃপ্তি ফুডস' এর কারখানার জন্য বিমার অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যের প্রতীক রেজিস্ট্রেশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বিএসটিআই।

খ কোনো পণ্যকে অন্যের অনুরূপ বা অভিন্ন পণ্য থেকে আলাদা করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীক হলো ট্রেডমার্ক।

এটি রেজিস্টার্ড মালিককে একচ্ছত্র অধিকার দেয়। অন্য কোনো কোম্পানি এ মার্ক বা প্রতীক ব্যবহার করতে পারে না। আর কেউ করলেও তার বিরুদ্ধে ট্রেডমার্ক নকল করার দায়ে আদালতে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। এজন্য ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করা প্রয়োজন।

গ "তৃপ্তি ফুডস" ও 'স্টার কুকিজ' এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে ফ্রানসাইজিং ব্যবসায় বলা হয়।

এ ব্যবসায়ে কোনো খ্যাতনামা কোম্পানির নাম ব্যবহার করে পণ্য তৈরি ও বিক্রির জন্য চুক্তি করা হয়। এক্ষেত্রে, ব্যবসায়ের দুটি পক্ষ থাকে– ফ্রানসাইজর ও ফ্রানসাইজি। যে কোম্পানি অধিকার দেয় সেটি ফ্রানসাইজর। আর, যে কোম্পানি অধিকার পায় সেটিকে ফ্রানসাইজি বলা হয়।

উদ্দীপকে আমেরিকার 'স্টার কুকিজ' এর সাথে বাংলাদেশের 'তৃপ্তি ফুডস' চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। তৃপ্তি ফুডস শুধু, স্টার কুকিজ এর পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করবে। অর্থাৎ তৃপ্তি ফুডস অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করতে পারবে না। এ চুক্তির জন্য আমেরিকার 'স্টার কুকিজ'কে তৃপ্তি ফুডস নির্দিষ্ট হারে ফি প্রদান করবে। এক্ষেত্রে 'স্টার কুকিজ' ফ্রানসাইজর ও 'তৃপ্তি ফুডস' ফ্রানসাইজি। তাই বলা যায়, উল্লিখিত পক্ষ দুটির মধ্যে ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

ঘ ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে 'তৃপ্তি ফুডস' এর কারখানার জন্য বিমা করা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি।

ব্যবসায়ে যে-কোনো সময় অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এতে ব্যবসায়ীর আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এজন্য ব্যবসায় বা এর পণ্যের বিমা করা হয়। বিমা প্রতিষ্ঠান এ ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতের আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়। এতে ব্যবসায়ী চিন্তামুক্ত থাকে।

উদ্দীপকের 'তৃপ্তি ফুডস' ঢাকায় একটি কারখানা স্থাপন করে। প্রতিষ্ঠানটি কুকিজ উৎপাদন ও বিপণন শুরু করেছে। এজন্য তারা জাপান থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি আমদানি করে। সম্ভাব্য দুর্ঘটনার আশঙ্কায় 'তৃপ্তি ফুডস' কারখানার সরঞ্জামাদি বিমা করে রেখেছে।

নতুন স্থাপিত কারখানাটিতে যে-কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এতে 'তৃপ্তি ফুডস' আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু বিমা করে রাখায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। ফলে প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতেও ব্যবসায় সচল রাখার নিশ্চয়তা পায়। এ ধরনের আর্থিক সুরক্ষার জন্যই প্রতিষ্ঠানটি বিমা করে। এজন্য ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত বাধা দূরীকরণে 'তৃপ্তি ফুডস'-এর বিমা করার যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৮ সান পোল্ট্রি ফিড লিঃ এর উৎপাদন ব্যবস্থাপক মোজাম্মেল সাহেব। তিনি শ্রমিকদের চাপের মধ্যে রেখে কাজ চালিয়ে নিতে পছন্দ করেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি নিজের মতকেই প্রাধান্য দেন, অন্য কারো পরামর্শ কিংবা মতামত তিনি গ্রহণ করেন না। কর্মীরা তার আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। সম্প্রতি মোজাম্মেল সাহেব অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ায় সেখানে আরিফ সাহেব নিয়োগ পান। অভিজ্ঞতা, সততা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সহনশীলতার গুণে অল্পদিনেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কর্মীরাও সাগ্রহে, আনন্দচিত্তে কাজ করছেন। ফলে কোম্পানির উৎপাদন ও মুনাফা বেড়েই চলছে। আরিফ সাহেব বিশ্বাস করেন উপযুক্ত নেতৃত্ব একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে।

ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে? ১

খ. নিয়ন্ত্রণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মোজাম্মেল সাহেব কোন ধরনের নেতৃত্ব নিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উপযুক্ত নেতৃত্ব একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে'– উক্তিটির তাৎপর্য উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হলেন হেনরি ফেওল।

খ নিয়ন্ত্রণ হলো প্রতিষ্ঠানের পূর্বনির্ধারিত আদর্শমানের সাথে প্রকৃত কার্যফলের তুলনা, বিচ্যুতি নির্ণয় এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু হয়ে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শেষ হয়। প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজ হচ্ছে কি না তা যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় ও এর জন্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত।

গ মোজাম্মেল সাহেব স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব নিয়েছেন।

এ নেতৃত্বে নেতা সব ক্ষমতা নিজের কাছে রাখেন। সিদ্ধান্ত নিতে তিনি কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব দেন না। কর্মীদের চাপ প্রয়োগ করে কাজ আদায় করেন। প্রয়োজনে ভুল কাজের জন্য শাস্তি দেন। এ নেতৃত্বে কর্মীরা নেতার আদেশ মানতে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে সান পোল্ট্রি ফিড লি. এর উৎপাদন ব্যবস্থাপক মোজাম্মেল সাহেব। তিনি শ্রমিকদের চাপে রেখে কাজ চালিয়ে নিতে পছন্দ করেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি নিজের মতকেই প্রাধান্য দেন। তিনি অন্য কারো পরামর্শ বা মতামত গ্রহণ করেন না। এ কারণে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভাবতে পারে না। তাদের মধ্যে এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পায়। এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, মোজাম্মেল সাহেব স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করছেন।

ঘ "উপযুক্ত নেতৃত্ব একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে"– উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের আরিফ সাহেবের গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে বলে আমি মনে করি।

এ নেতৃত্বে নেতা অধস্তনদের সাথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করেন। এছাড়া কর্মীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেন। ফলে কর্মীরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে করেন। এতে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

উদ্দীপকে আরিফ সাহেব অভিজ্ঞতা, সততা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সহনশীলতার গুণে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কর্মীরাও আগ্রহে, আনন্দচিত্তে কাজ করছেন। কাজ সম্পাদনে তিনি সবার অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেন। ফলে কোম্পানির উৎপাদন ও মুনাফা বেড়েই চলেছে। তার এ নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সাথে সম্পর্কিত।

কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলে তারা কাজ সম্পর্কে শুরু থেকে ধারণা পায়। তাদের মতামত মূল্যায়ন করা হয়েছে ভেবে কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ বাড়ে। এতে নেতা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। কর্মীরা প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। তাই বলা যায়, আরিফ সাহেবের গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য যথার্থ হয়েছে। তার এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ আলম সাহেব তার বেকারিতে নানারকম রুটি, বিস্কুট, কেক, চানাচুর উৎপাদন করে আকর্ষণীয় মোড়কে নিজস্ব ভ্যানে করে বিভিন্ন খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছে দেন। পণ্য উৎপাদনে তিনি সবসময় ভোক্তাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে থাকেন।

ক. কোনটি উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি করে? ১
খ. প্রমিতকরণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আলম সাহেব এর পণ্যের বণ্টন প্রণালির ধরনটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জনাব আলম একজন দক্ষ ব্যবসায়ী' উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মধ্যস্থব্যবসায়ীগণ উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি করে।

খ পণ্যের গুণাগুণ, আকার, রং, স্বাদ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে পণ্যমূল্য স্থির করা হলো প্রমিতকরণ।
এর ফলে সহজেই পণ্যের মান চিহ্নিত করা যায়। এতে পণ্যের বিপণন প্রক্রিয়া সহজ হয়। এছাড়া বিক্রয় কাজের গতিশীলতাও বাড়ে।

গ আলম সাহেব খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বিক্রয়ের বণ্টন প্রণালি ব্যবহার করেন।
অনেক সময় উৎপাদক তার উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রি করতে পারে না। তখন পণ্য বণ্টনে মধ্যস্থব্যবসায়ীর সাহায্য নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের বণ্টন প্রণালি বেশ সুপরিচিত একটি পদ্ধতি।
উদ্দীপকে আলম সাহেবের একটি বেকারি আছে। এখানে তিনি নানা রকম রুটি, বিস্কুট, কেক, চানাচুর উৎপাদন করেন। এরপর সেগুলোকে আকর্ষণীয় মোড়কে মোড়কিকরণ করে আবৃত করেন। তারপর নিজস্ব ভ্যানে করে বেকারির পণ্যগুলো খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছে দেন। পরবর্তীতে সেই খুচরা ব্যবসায়ী চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পণ্যগুলো বিক্রি করেন।
তাই আলোচনা থেকে বলা যায়, আলম সাহেব খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পণ্য বণ্টন করেন।

ঘ "আলম সাহেব একজন দক্ষ ব্যবসায়ী"– উদ্দীপকের এ উক্তিটির সাথে আমি একমত পোষণ করি।
একজন দক্ষ ব্যবসায়ী ভোক্তাদের রুচি ও চাহিদাকে প্রাধান্য দেন। পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বণ্টনের ক্ষেত্রে ভোক্তার সুবিধার কথা চিন্তা করেন। ফলে তার সামগ্রিক ব্যবসায়টি দ্রুত লাভজনক হয়ে ওঠে।
আলম সাহেবের একটি বেকারি আছে। সেখানে খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা হয়। জনাব আলম বেকারিতে রুটি, বিস্কুট, চানাচুর উৎপাদন করেন। উৎপাদিত পণ্য আকর্ষণীয়ভাবে মোড়কিকরণ করেন। এরপর তিনি পণ্যগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে তিনি খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে পণ্যগুলো পৌঁছে দেন।
আলম সাহেব পণ্য উৎপাদনে ভোক্তাদের চাহিদার কথা চিন্তা করেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের ভোক্তার জন্য নানারকম বেকারি খাদ্যসামগ্রী তৈরি করেন। আকর্ষণীয় মোড়ক ভোক্তাদের আকৃষ্ট করে। তাই তিনি উৎপাদিত পণ্যের সুন্দর মোড়কের ব্যবস্থা করেন। তিনি ভোক্তাদের দোরগোড়ায় পণ্য পৌঁছে দিতে চান। তাই খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ভোক্তাদের সুবিধাজনক স্থানে পণ্য পৌঁছে দেন। তার এ দূরদর্শী কাজগুলোর মাধ্যমে তিনি একজন দক্ষ ব্যবসায়ীর পরিচয় দেন। তাই বলা যায় আলম সাহেব একজন দক্ষ ব্যবসায়ী।

প্রশ্ন ▶ ১০ ঢাকার আরিফা খাতুন একবার তুরস্কে বেড়াতে যান। সেখানে 'বাকা লাভা' নামের অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার খান। তিনি এটি তৈরির খুটিনাটি বিষয় জেনে আসেন। ঢাকায় তিনি বাণিজ্যিকভাবে 'বাকা লাভা' উৎপাদন শুরু করেন। তিনি পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনে পণ্যটি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অধিকন্তু একদিন তিনি শহরের কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে দুপুরের নাশতার জন্য পণ্যটি সরবরাহ করেন।

ক. বিক্রয়িকতা কাকে বলে? ১
খ. পর্যায়িতকরণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিক্ষকদেরকে দুপুরের নাশতা সরবরাহ করে আরিফা খাতুন বিজ্ঞাপনের কোন মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'আরিফা খাতুনের ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন অপরিহার্য'– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিক্রয়কর্মীর জ্ঞান, কৌশল এবং দক্ষতার মাধ্যমে ক্রেতা আকর্ষণ করার কৌশলকে বলা হয় বিক্রয়িকতা।

খ পূর্বনির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হলো পর্যায়িতকরণ।
সাধারণত ওজন, আকার ও গুণাগুণ অনুযায়ী পণ্য পর্যায়িতকরণ করা হয়। এর ফলে পণ্য বিক্রি করা সহজ হয়। এছাড়া পর্যায়িতকরণের কারণে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা ক্রেতাদের কাছে বাড়ে এবং সহজে ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

গ শিক্ষকদের দুপুরের নাশতা সরবরাহ করে আরিফা খাতুন বিজ্ঞাপনের 'নমুনা বিতরণ' মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন।
এধরনের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিনামূল্যে ক্রেতাদের কাছে পণ্য বিতরণ করা হয়। পণ্যটি ব্যবহার করে ক্রেতারা এর উপকরণ, মান ও গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে পারে। সাধারণত ওষুধ, পুস্তক ও প্রসাধনসামগ্রীর নমুনা বিতরণ করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকের আরিফা খাতুন তুরস্কে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি 'বাকা লাভা' নামের একটি সুস্বাদু খাবার খান। তার এ খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। তাই তিনি এটি তৈরির খুঁটিনাটি বিষয়ে জেনে নেন। এরপর ঢাকায় এসে বাণিজ্যিকভাবে 'বাকা লাভা' উৎপাদন শুরু করেন। একদিন তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুপুরের নাশতার জন্য পণ্যটি

সরবরাহ করেন। এজন্য তিনি তাদের কাছ থেকে কোনো টাকা নেন না। মূলত 'বাকা লাভা' পণ্যটির প্রচারের জন্যই তিনি এ কাজটি করেন। প্রচারের জন্য বিনামূল্যে 'বাকা লাভা' বিতরণ এক্ষেত্রে নমুনা বিতরণকেই নির্দেশ করে।

ঘ "আরিফা খাতুনের ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন অপরিহার্য"– উক্তিটি যথার্থ।
পণ্য বা সেবাসামগ্রীর প্রতি ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ক্রেতারা পণ্যের ধরন, মান, মূল্য, ব্যবহারবিধি প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। এতে পণ্যের চাহিদা ও বিক্রি বেড়ে যায়। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, নমুনা বিতরণ প্রভৃতি বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম।
উদ্দীপকের আরিফা খাতুন তুরস্কে বেড়াতে গিয়ে 'বাকা লাভা' খান। এটি অত্যন্ত সুস্বাদু একটি খাবার। তিনি এটি তৈরির খুঁটিনাটি বিষয়ে জেনে নেন। এরপর দেশে ফিরে বাণিজ্যিকভাবে 'বাকা লাভা' তৈরি শুরু করেন। তিনি পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশনে এটির প্রচার করেন। এর পাশাপাশি শহরের কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুপুরের নাশতার জন্য 'বাকা লাভা' সরবরাহ করেন।
আরিফা খাতুনের 'বাকা লাভা' পণ্যটি বাংলাদেশে নতুন। এটি সম্পর্কে তিনি ভোক্তাদের জানাতে চান। এজন্য তিনি পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনের মতো বিজ্ঞাপনের মাধ্যম বেছে নিয়েছেন। এতে করে ব্যাপকসংখ্যক মানুষ এ খাবারটির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠবে। ফলে আরিফা খাতুনের বিক্রি বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। এর পাশাপাশি শিক্ষকদের 'বাকা লাভা' সরবরাহের কারণে পণ্যটির পরিচিতি বাড়বে। এ ধরনের নমুনা বিতরণের ফলে শিক্ষকরা পরবর্তীতে এটি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করবে। সুতরাং, 'বাকা লাভা' পণ্যটি নতুন হওয়ায় এর পরিচিতিতে বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ মতিন সাহেব 'মতিন ডায়িং এন্ড ফিনিশিং' কোম্পানির মালিক। তিনি বিভিন্ন ধরনের কাপড়ে রং করেন। ফলে তার কারখানায় প্রচুর রাসায়নিকের ব্যবহার হয়ে থাকে। তিনি কোম্পানির কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক মিশ্রিত পানি পরিশোধন করে ড্রেনে ছাড়েন, যাতে পানিদূষণ না হয়। এছাড়া তিনি উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, যাতে গ্যাস, বিদ্যুতের অপচয় না হয় এবং শব্দদূষণ রোধ হয়। তিনি তার কারখানা প্রাঙ্গণে প্রচুর গাছ লাগিয়েছেন। এছাড়া এলাকায় একটি মসজিদ ও খেলার মাঠসহ পার্ক নির্মাণ করে দিয়েছেন।

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. ব্যবসায়ের নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মতিন সাহেব কোন ধরনের দায়বদ্ধতা পালন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পরিবেশদূষণ রোধে মতিন সাহেবের গৃহীত ব্যবস্থা মূল্যায়ন করো। ৪

[রা. বো. ২০২৩]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জ্ঞানবোধ ও আচরণ সমাজ মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করে, তাই মূল্যবোধ।

খ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ বিচার করে সঠিকটি গ্রহণ করা হলো ব্যবসায় নৈতিকতা।
ব্যবসায়ের নীতি বা আদর্শ মেনে (করণীয় ও বর্জনীয়) ব্যবসায় পরিচালনা করা অপরিহার্য। সঠিক মাপে পণ্য দেওয়া, ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করা, ক্রেতাদের সাথে উত্তম আচরণ করা, ব্যবসায়ে ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন না করা প্রভৃতি ব্যবসায় নৈতিকতার আওতায় পড়ে।

গ উদ্দীপকের মতিন সাহেব সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছেন।
বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে ব্যবসায়ীর কাজ শুধু মুনাফা অর্জনে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাকে বিভিন্ন পক্ষ, যেমন : রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা-ভোক্তা ও কর্মচারীর প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সুনাম বাড়ে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণ আস্থাশীল হয়।
উদ্দীপকের মতিন সাহেব 'মতিন ডায়িং এন্ড ফিনিশিং' কোম্পানির মালিক। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। এতে গ্যাস, বিদ্যুতের অপচয় হয় না এবং শব্দদূষণ রোধ হয়। এছাড়া তিনি কারখানা প্রাঙ্গণে প্রচুর গাছ লাগিয়েছেন। পাশাপাশি এলাকায় একটি মসজিদ ও খেলার মাঠসহ পার্ক নির্মাণ করে দিয়েছেন। এসব কাজ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, মতিন সাহেব সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছেন।

ঘ পরিবেশ দূষণ রোধে মতিন সাহেবের গৃহীত ব্যবস্থা যৌক্তিক।
পরিবেশদূষণ বর্তমানে একটি ভয়াবহ সমস্যা। শিল্প বর্জ্য ও বিষাক্ত তরল পদার্থ নদীনালায় পড়ে পানিদূষণ করছে। এছাড়া কল-কারখানার ধোঁয়াও বাতাসে মিশে বায়ুদূষণ করছে। ফলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে।
উদ্দীপকের মতিন সাহেব 'মতিন ডায়িং এন্ড ফিনিশিং' কোম্পানির মালিক। তিনি বিভিন্ন ধরনের কাপড়ে রং করেন। তার কারখানায় প্রচুর রাসায়নিক ব্যবহার হয়ে থাকে। এ রাসায়নিক দ্রব্যাদি যাতে পানিতে মিশে পানিদূষণ করতে না পারে তিনি সে ব্যবস্থা নিয়েছেন।
মতিন সাহেব রাসায়নিক মিশ্রিত পানি পরিশোধন করে ড্রেনে ছাড়েন। এতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পানিতে মিশতে পারে না। এছাড়া তিনি শব্দদূষণ রোধে আধুনিক যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করেন। তার এসব পদক্ষেপের ফলে পরিবেশ দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। তিনি কারখানা প্রাঙ্গণে প্রচুর গাছ লাগিয়েছেন, যা পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা করবে।
তাই বলা যায়, পরিবেশ দূষণ রোধে মতিন সাহেবের গৃহীত ব্যবস্থা যৌক্তিক হয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 4 3

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব রিয়াদ একজন সফল ফল ব্যবসায়ী। তিনি উৎপাদকের নিকট থেকে সংগৃহীত পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করে বিক্রয় করেন।

১. জনাব রিয়াদ বাজারজাতকরণের কোন কাজ করেন?
ক মোড়কীকরণ খ পর্যায়িতকরণ গ প্রমিতকরণ ঘ প্যাকেজিং

২. জনাব রিয়াদ কর্তৃক সম্পাদিত কাজটির মাধ্যমে–
i. মানসম্মত পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছানো যায়
ii. ভোক্তাগণ মানসম্মত সেবা পায়
iii. উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. বাজারজাতকরণের কৌশল কোনটি?
ক বিজ্ঞাপন খ বিক্রয় গ পরিবহণ ঘ ক্রয়

৪. চাকুরির নিরাপত্তা বিধান করা– এটি কোন ধরনের দায়বদ্ধতা?
ক রাষ্ট্রের খ সমাজের
গ শ্রমিক কর্মচারীদের ঘ ক্রেতা ও ভোক্তাদের

৫. ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য অর্জনে কোনটি বিশেষ প্রয়োজন?
ক বিক্রয় বৃদ্ধি খ মুনাফা অর্জন
গ সেবা প্রদান ঘ বিনিয়োগ করা

৬. মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা কী করা হয়?
ক বিক্রয় খ বাজারজাতকরণ
গ বিতরণ ঘ ভোগ

৭. আধুনিক ব্যবসায়কে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৮. ভোক্তার মনোভাব কোন পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত?
ক প্রাকৃতিক খ আইনগত গ সামাজিক ঘ অর্থনৈতিক

৯. অংশীদারি ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান কী অনুযায়ী বণ্টিত হয়?
ক চুক্তি খ মূলধন গ নিবন্ধন ঘ স্মারকলিপি

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব রহমান বি.এ পাস করার পর সফলতা লাভ করার জন্য নিজ এলাকায় একটি পাটের শৌখিন দ্রব্যাদি তৈরির দোকান দেন। বর্তমানে তিনি অধিক মুনাফা অর্জন করেছেন।

১০. জনাব রহমানের কাজটিকে কী বলা যায়?
ক সেবাদান খ ব্যবসায় গ চাকুরি ঘ শিল্প

১১. জনাব রহমানের কাজটি নিচের কোনটির সাথে সংশ্লিষ্ট?
i. মুনাফা অর্জনে লিপ্ত ii. অর্থনৈতিক কাজের সাথে জড়িত
iii. একক নেতৃত্ব বিরাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. পানি বা বায়ু হতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ক নিষ্কাশন খ নির্মাণ গ উৎপাদন ঘ প্রজনন

১৩. ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
ক মানবকল্যাণ খ জনকল্যাণ
গ মুনাফা অর্জন ঘ অধিক সঞ্চয়

১৪. ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা হলো–
i. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ii. প্রশিক্ষণ না থাকা
iii. অর্থ সংস্থানের অপর্যাপ্ততা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কোনটি?
ক আত্মকর্মসংস্থান খ চাকুরি গ ব্যবসায় ঘ বাণিজ্য

১৬. উদ্যোক্তা কোন কাজটি করতে বিশেষ আনন্দ পান?
ক ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ খ অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ
গ চ্যালেঞ্জমূলক ঘ নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করা

১৭. আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড়ো মূলধন কোনটি?
ক নিজের দক্ষতা খ কাঁচামাল
গ পুঁজি ঘ অনেক অভিজ্ঞতা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব সাফি ও রাফি তাদের পড়াশুনা শেষ করে নিজস্ব অর্থ দিয়ে একটি ফাস্টফুডের দোকান দেওয়ার উদ্যোগ নিল। ব্যবসায়ের আইনগত সুবিধা পাওয়ার জন্য তারা লাইসেন্স সংগ্রহ করতে চায়।

১৮. সাফি ও রাফি কোন ধরনের ব্যবসায়ের উদ্যোগ নিল?
ক একমালিকানা খ ফ্রানসাইজিং
গ কোম্পানি সংগঠন ঘ অংশীদারি

১৯. সাফি ও রাফি যেসব জায়গা থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারবে তা হলো–
i. রাজস্ব ভবন ii. সিটি কর্পোরেশন iii. পৌরসভা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. দেশের মোট শ্রমশক্তির পরিমাণ কত?
ক ২ কোটি ৬৭ লক্ষ খ ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ
গ ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ঘ ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ

২১. 'নট্রামস' কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?
ক শিক্ষা খ তথ্য গ ভূমি ঘ অর্থ

২২. প্রায় ৮০% ব্যবসায় একমালিকানাভিত্তিক–
i. ইউরোপ ii. জাপান iii. আমেরিকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

২৩. ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয় কত বছরের জন্য?
ক ৭ খ ০ গ ১৫ ঘ ১৭

২৪. স্বাতন্ত্র্যতা কোনটির মূল বিষয়?
ক মেধাসম্পদ খ কপিরাইট গ পেটেন্ট ঘ পণ্য প্রতীক

২৫. বিমা কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে?
ক তথ্যগত খ ঝুঁকিগত গ স্থানগত ঘ সময়গত

২৬. পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক বিআরটিআই খ বিএসটিআই
গ বিআরআই ঘ বিআরডিবিআই

২৭. কর্মীদের জবাবদিহিতা আদায় করেন না কোন ধরনের নেতৃত্ব?
ক স্বৈরতান্ত্রিক খ গণতান্ত্রিক
গ আমলাতান্ত্রিক ঘ মুক্ত

২৮. কোনটি ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা?
ক পরিকল্পনা খ উদ্যোগ গ ব্যবসায় ঘ প্রেষণা

২৯. নিচের কোন গুণটি না থাকলে নেতা নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়?
ক সহনশীলতা খ সাহস
গ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ঘ সুস্থতা

৩০. তুলনামূলকভাবে নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি অধিক মূল্য স্বল্পতায় ভোগে?
ক একমালিকানা খ অংশীদারি
গ সমবায় ঘ যৌথ মূলধনি

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (সৃজনশীল) বিষয় কোড 143

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব মামুন জাপান থেকে মোবাইল ক্রয় করে সিলেটে নিজস্ব শো-রুমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পণ্য ক্রয়ের অর্থ তিনি একটি ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করেন। শো-রুমের পাশেই একটা গোডাউন ভাড়া নেন। বিদেশ থেকে পণ্য আনার ঝুঁকি নিরসনে তিনি পদক্ষেপ নেন। ক্রেতার কাছে পণ্যকে আকর্ষণীয় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- ক. শিল্প কী? ১
- খ. ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. জনাব মামুনের কাজটি ব্যবসায়ের কোন শাখার অন্তর্গত? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব মামুনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২। জনাব ফারুক লেখাপড়া শেষ করার পর একটি গাড়ির ওয়ার্কসপে কাজ নেন। দশ বছর কাজ করার পর তিনি একটি গাড়ি সার্ভিসিং ওয়ার্কসপ দেন। বর্তমানে তিনি ঢাকায় দুইটি গাড়ি সার্ভিসিং ওয়ার্কসপের মালিক। এতে শুধু নিজেই উপকৃত হচ্ছেন না বরং দেশের অর্থনীতিতেও অবদান রাখছেন।
- ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১
- খ. ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব ফারুকের মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. জাতীয় অর্থনীতিতে জনাব ফারুক কীভাবে অবদান রাখছেন? মূল্যায়ন কর। ৪

৩। মিঃ জামিল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে স্বল্প বেতনে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছায় গ্রামে চলে আসেন। আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতাকে পুঁজি করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে ছাগলের খামার শুরু করেন। খামারে তিনি আরো দুইজন শ্রমিক নিয়োগ করেন। খামার ব্যবসায়ে বর্তমানে তিনি সফল।
- ক. উদ্যোক্তা কাকে বলে? ১
- খ. ব্যবসায় পরিবেশের সামাজিক উপাদান বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে জামিলের কাজটি কোন ধরনের কর্মসংস্থান? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. "জামিলের কর্মসংস্থান বেকার যুবকদের উৎসাহিত করবে।" উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জনাব কামরুল ময়মনসিংহে একটি মাছের খামার প্রতিষ্ঠা করেন। আগে থেকে মাছ চাষ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় প্রথম দিকে লোকসান হলেও মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নতুন উদ্যমে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে তিনি দুইটি খামারের মালিক। তিনি নিয়মিত বিদেশে মাছ রপ্তানি করেন।
- ক. BRDB এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ব্যবসায় সম্প্রসারণে জনাব কামরুলের মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "সাহসী উদ্যোগই জনাব কামরুলকে ব্যবসায়ে সফলতা এনে দিয়েছে"- উদ্দীপকের আলোকে বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৫। জনাব আনোয়ার অন্যের অধীনে চাকরি করা পছন্দ না করায় স্বল্প পুঁজি নিয়ে একটি কাপড়ের দোকান শুরু করেন। ক্রেতাদের ব্যাপক চাহিদার কথা ভেবে তিনি ব্যবসাটিকে বড় করতে চাইলেন। এজন্য তিনি তার এক বন্ধুকে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায়ে সংযুক্ত করলেন।
- ক. অংশীদারি ব্যবসায় কত সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়? ১
- খ. "চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি"- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব আনোয়ারের প্রথম ব্যবসায়টি মালিকানা ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব আনোয়ারের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপটি মূল্যায়ন কর। ৪

৬। তারেক, রিফাত ও সাজু তিন বন্ধু চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালনা, মূলধন সরবরাহ ও লাভ লোকসান বণ্টন করেন। ব্যবসায় শুরু হওয়ার চার বছরের মধ্যেই রিফাতের মৃত্যু হলে তার পনের বছরের সন্তান রাজুকে চুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ব্যবসাটি বিগত কয়েক বছর যাবত লোকসানের সম্মুখীন হয়।
- ক. মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠন কত প্রকার? ১
- খ. অসীম দায় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রাজু কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ব্যবসায়টি কীভাবে বিলোপ সাধন হতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। মিঃ রায়হান একজন শিল্পপতি। নারায়ণগঞ্জ এলাকায় নিজস্ব জমিতে তার একটি টেক্সটাইল মিল রয়েছে। তার মিলের শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য তিনি ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর নিকট আট কোটি টাকা মূল্যে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। সম্প্রতি তার মিলটি ভূমিকম্পে ধসে পড়লে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করেন, কিন্তু বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। রায়হান সাহেব এ প্রেক্ষিতে আদালতে শরণাপন্ন হন।
- ক. ট্রেড লাইসেন্স কী? ১
- খ. বিএসটিআই কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মিঃ রায়হান কী ধরনের বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছেন? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমাদাবি পরিশোধ না করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। মিঃ জাকির একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। নিজস্ব মতামত ও ধ্যান-ধারণার বাহিরে অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া তিনি পছন্দ করেন না। কর্মচারীদের তিনি কথা বলার সুযোগ দেন না। সবসময় চাপের মধ্যে রাখেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন। ফলে কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। অন্যদিকে রাকিব ট্রেডার্সের মালিক মিঃ আফজাল কর্মচারীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।
- ক. ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১
- খ. কর্মীদের প্রেষণা দেওয়া হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মিঃ জাকিরের নেতৃত্বের ধরন কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয় নেতৃত্বের মধ্যে বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৪

৯। জনাব শরীফ সিলেট বন্দরবাজার এলাকায় একটি মুদির দোকান দিয়েছেন। তিনি কালিঘাট থেকে মাল ক্রয় করে এনে দোকানে বিক্রি করেন। এ কাজে সহায়তার জন্য তিনি একজন অভিজ্ঞ বিক্রয় কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা করার কারণে মাত্র কয়েক বছরেই বেশ উন্নতি করেছেন।
- ক. গুদামজাতকরণ কাকে বলে? ১
- খ. 'ভোক্তা বিশ্লেষণ' কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. বণ্টন প্রণালিতে জনাব শরীফের অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. একজন মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব শরীফের দৈনন্দিন কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৪

১০। জনাব শামীম একজন ভোজ্য তেল ব্যবসায়ী। মাঝে মধ্যে তিনি সরকারের কর ফাঁকি দেন। সম্প্রতি তিনি অধিক লাভের আশায় প্রচুর ভোজ্য তেল মজুদ করেন। তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতনভাতা সময়মত পরিশোধ করেন। কর্মীদের থাকা খাওয়ার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন। হঠাৎ ভোজ্য তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় মজুদকৃত তেল বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় প্রশাসনিক লোক এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।
- ক. নৈতিকতা কী? ১
- খ. সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. কোন ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে জনাব শামীম কর্মীদের পাশে ছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনাব শামীমের করণীয় বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। জনাব আলম ঢাকার কাওরান বাজার থেকে আম ক্রয় করে নিউমার্কেটের সামনে বিক্রয় করেন। তিনি ক্রয়কৃত আমগুলোকে কাঁচা ও পাকা শ্রেণিতে ভাগ করে বিক্রয় করেন। ফলে ক্রেতারা তাদের পছন্দমত আম ক্রয় করতে পারে। কিন্তু তিনি আমগুলোকে আকার অনুযায়ী ছোট বড় ভাগ না করে বিক্রি করায় ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করতে পারছেন না।
- ক. বিপণন কাকে বলে? ১
- খ. পণ্যের বিজ্ঞাপন কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব আলম বিপণনের কোন কাজটি করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব আলমের ব্যবসায়ে সফলতা না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	খ	২	ঘ	৩	ক	৪	গ	৫	ঘ	৬	ক	৭	খ	৮	গ	৯	ক	১০	খ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	*
১৬	গ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	ক

[**বি.দ্র. : ১৫. সঠিক উত্তর :** সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান]

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব মামুন জাপান থেকে মোবাইল ক্রয় করে সিলেটে নিজস্ব শো-রুমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পণ্য ক্রয়ের অর্থ তিনি একটি ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করেন। শো-রুমের পাশেই একটা গোডাউন ভাড়া নেন। বিদেশ থেকে পণ্য আনার ঝুঁকি নিরসনে তিনি পদক্ষেপ নেন। ক্রেতার কাছে পণ্যকে আকর্ষণীয় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ক. শিল্প কী? ১

খ. ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব মামুনের কাজটি ব্যবসায়ের কোন শাখার অন্তর্গত? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব মামুনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, কাঁচামালে রূপদান এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁচামালকে মানুষের উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয় তাকে শিল্প বলা হয়।

খ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচলিত বিভিন্ন আইনের সমন্বয়ে সৃষ্ট পরিবেশ হলো আইনগত পরিবেশ।

বাণিজ্য ও শিল্প আইন, শ্রম আইন, আমদানি-রপ্তানি নীতি প্রভৃতি আইনগত পরিবেশের উপাদান। ব্যবসায়সংক্রান্ত আইন অনুকূল হলে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তারা ব্যবসায়ে উৎসাহিত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভোক্তা আইনের কঠোর প্রয়োগ, শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব আইন তৈরি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধে আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা যায়।

গ জনাব মামুনের কাজটি ব্যবসায়ের বাণিজ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবসায় বা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা-সামগ্রী ভোক্তা বা ক্রেতাদের নিকট পৌঁছানোর সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে। মূলত বাণিজ্য উৎপাদকের নিকট থেকে পণ্য বা সেবাকর্ম ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত যেসকল বাধার (অর্থগত, ঝুঁকিগত, স্থানগত, কালগত ও তথ্যগত) সৃষ্টি হয় সেগুলো দূরীকরণে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব মামুন জাপান থেকে মোবাইল কিনে বাংলাদেশের সিলেটে আনেন। এরপর সেগুলো নিজস্ব শো-রুমে বিক্রয় করেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমে মোবাইল কেনার মাধ্যমে স্বত্বগত বাধা দূর করেন। আর জাপান থেকে সিলেটে পণ্য পরিবহণ করে আনার মাধ্যমে স্থানগত বাধা দূর করেন। পণ্য ক্রয়ে ব্যাংক থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি তার অর্থগত বাধা দূর করেন। এছাড়া অন্য দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে নিজ দেশে আনার কারণে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় তা নিরসনে তিনি বিমার ব্যবস্থা করেন, যা তার ব্যবসায়ে ঝুঁকিগত বাধা দূর করে। সারা বছর যেন ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করতে পারেন তাই তিনি গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সময়গত বাধা দূর করেন। পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর জন্য তিনি প্রচারেরও ব্যবস্থা করেন। তার এসব কার্যক্রম মূলত বাণিজ্যের কার্যাবলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই জনাব মামুনের কাজটিকে বাণিজ্য বলা যায় যা ব্যবসায়ের একটি শাখা।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব মামুনের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর।

আজকের পৃথিবীতে যে-কোনো দেশের উন্নয়নে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে সেই দেশের ব্যবসায়। ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সহজ হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তাই ব্যবসায়-বাণিজ্যকে অর্থনীতির উন্নয়নের প্রভাবক মনে করা হয়। এর প্রসার হলে পুরো দেশের উন্নতি হয়।

উদ্দীপকের জনাব মামুন একজন ব্যবসায়ী। তিনি জাপান থেকে মোবাইল আমদানি করে বাংলাদেশের সিলেটে বিক্রয় করেন। এ কাজে অর্থের প্রয়োজন হলে তা সে ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করেন। শো-রুমের পাশে তিনি একটি গোডাউন ভাড়া নেন এবং পণ্য আনার ঝুঁকি নিরসনে তিনি বিমাও করেন। এছাড়া ক্রেতার কাছে পণ্যকে আকর্ষণীয় করার জন্য তিনি বিজ্ঞাপনেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সকল কার্যাবলি সফলভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে জনাব মামুন দ্রুত তার কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে সক্ষম হবে এবং তার এ সফলতা দেশের অর্থনীতিতেও ইতিবাচক অবদান রাখবে।

উদ্দীপকে জনাব মামুন স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করছেন। তিনি এর মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করেছেন। তার এ ব্যবসায়ে তার পাশাপাশি আরো অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া তার সফলতা আরো অনেক বেকার যুবককে তার মতো স্বাধীন ব্যবসায়ে অনুপ্রাণিত করবে। যার ফলে ব্যক্তি আয়ের পাশাপাশি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ের ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, মূলধন গঠিত হয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হয়। তাই বেকারত্বের সংখ্যা কমে। আর একটি দেশে যত বেশি মানুষ কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে সে দেশের অর্থনীতি ততো বেশি উন্নত থাকবে। কোনো ব্যক্তির আয় জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করে। জনাব মামুনও তার ব্যবসা দ্বারা মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় আয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব মামুনের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব ফারুক লেখাপড়া শেষ করার পর একটি গাড়ির ওয়ার্কসপে কাজ নেন। দশ বছর কাজ করার পর তিনি একটি গাড়ি সার্ভিসিং ওয়ার্কসপ দেন। বর্তমানে তিনি ঢাকায় দুইটি গাড়ি সার্ভিসিং ওয়ার্কসপের মালিক। এতে শুধু নিজেই উপকৃত হচ্ছেন না বরং দেশের অর্থনীতিতেও অবদান রাখছেন।

ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১

খ. ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব ফারুকের মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জাতীয় অর্থনীতিতে জনাব ফারুক কীভাবে অবদান রাখছেন? মূল্যায়ন কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী প্রমুখ পেশাজীবীরা বিভিন্ন রকম সেবাকর্ম অর্থের বিনিময়ে প্রদান করে থাকেন। এ সকল সেবাকর্ম বা বৃত্তি প্রত্যক্ষ সেবা হিসেবে পরিচিত।

খ ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বুঝায় লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা।

ব্যবসায় উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এটি সাধারণত নতুন ব্যবসায় শুরুর সাথে সম্পর্কিত। তবে প্রতিষ্ঠানে নতুন পণ্য বা সেবা চালু করাও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পড়ে।

গ জনাব ফারুকের মধ্যে উদ্যোক্তার 'ঝুঁকি' গ্রহণের ক্ষমতা গুণটি ফুটে উঠেছে।

যেব্যক্তি দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে ফলাফল অনিশ্চিত জেনেও ব্যবসায় স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনা করেন তিনি ব্যবসায় বা শিল্প উদ্যোক্তা। আর ঝুঁকি হলো কোনো কাজের অনিশ্চিত ফলাফল। ব্যবসায় বাণিজ্যের সাথে ঝুঁকি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উদ্দীপকের জনাব ফারুক লেখাপড়া শেষ করার পর একটি গাড়ির ওয়ার্কসপে কাজ নেন। দশ বছর কাজ করার পর তিনি একটি গাড়ি সার্ভিসিং ওয়ার্কসপ দেন। চাকরির আয় নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কিন্তু ব্যবসায়ের আয় অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত। জনাব ফারুক তার নিশ্চিত আয়ের উৎস অর্থাৎ চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় স্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি তার কাজে ঝুঁকি নিয়েছেন। এ ঝুঁকি থেকেই তার মুনাফা অর্জিত হবে। আর এই বিষয়টি উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা গুণটিকে ফুটিয়ে তোলো। তাই বলা যায়, জনাব ফারুকের মধ্যে উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা গুণটি বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মাথাপিছু আয় এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জনাব ফারুক জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

যিনি উদ্যোগ নেন তিনিই উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা নিজের কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি অন্যেরও কাজের সুযোগ করে দেন বিধায় উদ্যোক্তাকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারীও বলা হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমেই উদ্যোক্তা দেশের অর্থনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকেন।

উদ্দীপকের জনাব ফারুক লেখাপড়া শেষ করে একটি গাড়ির ওয়ার্কসপে কাজ করেন। দশ বছর কাজ করার পর তিনি একটি গাড়ি সার্ভিসিং ওয়ার্কসপ দেন। ব্যবসায়ে সফলতার ফলে বর্তমানে তিনি ঢাকায় দুইটি গাড়ি সার্ভিসিং ওয়ার্কসপের মালিক। এতে শুধু তিনি নিজেই উপকৃত হচ্ছেন না বরং দেশের অর্থনীতিতেও অবদান রাখছেন।

জনাব ফারুক তার গাড়ি সার্ভিসিং ওয়ার্কসপে নিজের পাশাপাশি আরও কয়েকজনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছেন। ফলে দেশের বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে। নিয়োগকৃত কর্মীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ব্যক্তির আয় বৃদ্ধির মানে হলো দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, আর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়। আবার তার দুইটি ওয়ার্কসপে প্রতিদিন অর্থের লেনদেন হচ্ছে। আর অর্থের লেনদেন বেশি হওয়ার অর্থ দেশের অর্থনীতি গতিশীল হওয়া। জনাব ফারুক উপর্যুক্তভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ০৩ মি. জামিল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে স্বল্প বেতনে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছায় গ্রামে চলে আসেন। আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতাকে পুঁজি করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে ছাগলের খামার শুরু করেন। খামারে তিনি আরো দুইজন শ্রমিক নিয়োগ করেন। খামার ব্যবসায়ে বর্তমানে তিনি সফল।

ক. উদ্যোক্তা কাকে বলে? ১

খ. ব্যবসায় পরিবেশের সামাজিক উপাদান বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জামিলের কাজটি কোন ধরনের কর্মসংস্থান? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "জামিলের কর্মসংস্থান বেকার যুবকদের উৎসাহিত করবে।" উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি কোনো কাজ বা বিষয়ের উদ্যোগ নেন তাকে উদ্যোক্তা বলে।

খ ব্যবসায় পরিবেশের সামাজিক উপাদান বলতে জাতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভোক্তাদের মনোভাব, মানব সম্পদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতিকে বোঝায়।

ব্যবসায়ের গঠন, পরিচালনা ও সম্প্রসারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এমন সব পারিপার্শ্বিক উপাদানের সমষ্টি হলো ব্যবসায় পরিবেশ। ব্যবসায় পরিবেশের এ উপাদানগুলোর মধ্যে সামাজিক উপাদান একটি অন্যতম উপাদান। সামাজিক উপাদানসমূহ মূলত মানুষের সৃষ্টি ও তাদের কাজের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। এটি ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতিকে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকের মি. জামিলের কাজটি হলো আত্মকর্মসংস্থান।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ হলো নিজস্ব শ্রম, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও স্বল্প পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করার অন্যতম মাধ্যম। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করা যায়। আত্মকর্মসংস্থান একটি স্বাধীন, সম্মানজনক ও লাভজনক পেশা।

উদ্দীপকের জামিল চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছায় গ্রামে চলে যান। আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতাকে পুঁজি করে তিনি ছাগলের খামার শুরু করেন। এজন্য তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নিজের চিন্তা, জ্ঞান ও

দক্ষতাই তার আত্মকর্মসংস্থানের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে। ঝুঁকি আছে জেনেও তিনি লাভের আশায় কাজ করে গেছেন এবং সফলতা অর্জন করেছেন। সুতরাং জামিলের কাজটিকে আত্মকর্মসংস্থান বলা যায়।

ঘ জামিলের কর্মসংস্থান বেকার যুবকদের উৎসাহিত করবে।– উক্তিটি যথার্থ।

জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান একটি জনপ্রিয় পেশা। এটি একটি স্বাধীন পেশা। এ পেশায় আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা অসীম। তাই দেশের যুব সমাজের কাছে এ ধরনের পেশা অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

জনাব জামিল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে স্বল্প বেতনে চাকরি করতেন। স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছায় চাকরি ছেড়ে গ্রামে চলে আসেন। আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ছাগলের খামার শুরু করেন। তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি সচ্ছল। তিনি দুইজন শ্রমিক তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিয়েছেন।

জামিল একজন স্বাধীনচেতা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি। তাই অন্যের অধীনে কাজ না করে সে আত্মকর্মসংস্থান নামক স্বাধীন পেশাকে বেছে নিয়েছে এবং নিজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে সফলতা অর্জন করেছে। জামিলের এরূপ সাফল্য অন্যান্য বেকার যুবকদের অনুপ্রেরণা দিবে। তাছাড়া আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এক্ষেত্রে আয়ের সম্ভাবনাও অসীম। আত্মকর্মসংস্থান একদিকে যেমন সম্মানজনক পেশা অন্যদিকে এটি বেকারত্ব দূর করে স্বাবলম্বী হতেও বেশ সহায়ক। তাই আমি মনে করি, জামিলের কর্মসংস্থান বেকার যুবকদের উৎসাহিত করবে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব কামরুল ময়মনসিংহে একটি মাছের খামার প্রতিষ্ঠা করেন। আগে থেকে মাছ চাষ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় প্রথমদিকে লোকসান হলেও মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নতুন উদ্যমে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে তিনি দুইটি খামারের মালিক। তিনি নিয়মিত বিদেশে মাছ রপ্তানি করেন।

ক. BRDB এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ব্যবসায় সম্প্রসারণে জনাব কামরুলের মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সাহসী উদ্যোগই জনাব কামরুলকে ব্যবসায়ে সফলতা এনে দিয়েছে"– উদ্দীপকের আলোকে বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRDB এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Rural Development Board.

খ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রয়োজন।

কোনো নির্দিষ্ট কাজে যোগ্য ও পারদর্শী মানুষকেই দক্ষ মানবসম্পদ বলে। একটি প্রতিষ্ঠানের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দক্ষতা, যোগ্যতা, সামর্থ্য ও প্রতিভা– এ সকল গুণের অধিকারী হতে হয়। কেননা দক্ষ মানবসম্পদ প্রতিষ্ঠানের একটি অপরিহার্য উপাদান। কারণ এটিই অন্যান্য সব উপাদানকে কার্যকর করে তোলে। ফলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয় ও সফলতা আসে।

গ ব্যবসায় সম্প্রসারণে জনাব কামরুলের মধ্যে উদ্যোক্তার 'ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার মানসিকতা' গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্যোগ নিলে সবসময় সফলতা আসবে এমন নয়। এক্ষেত্রে ব্যর্থতাও আসতে পারে। তাই একজন উদ্যোক্তা ব্যর্থ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেন। পরবর্তীতে সফল হওয়ার জন্য আগের ভুলগুলো সংশোধন করে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। আর এটিই হলো ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার মানসিকতা।

উদ্দীপকের জনাব কামরুল কোনোরূপ ধারণা ছাড়া ময়মনসিংহে একটি মাছের খামার প্রতিষ্ঠা করেন। যার ফলাফলস্বরূপ সে লোকসানের সম্মুখীন হন। পরবর্তীতে তিনি মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যার ফলে সে প্রথমদিকে তার লোকসান হওয়ার কারণ অর্থাৎ ভুলগুলো অনুসন্ধান করতে পারে এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করে সংশোধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে সফলতা অর্জন করেন। জনাব কামরুল মূলত তার ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই এই সফলতা অর্জনে পুনরায় কাজ শুরু করেন।

তাই বলা যায়, ব্যবসায় সম্প্রসারণে জনাব কামরুলের মধ্যে ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মানসিকতার গুণটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ "সাহসী উদ্যোগই জনাব কামরুলকে ব্যবসায়ে সফলতা এনে দিয়েছে"– বক্তব্যটি যথার্থ।

উদ্যোক্তার একটি বড় গুণ হলো তার সাহস। এটি উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ করে। একজন উদ্যোক্তা কখনো ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হয়ে পিছু ফিরে আসে না; বরং ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে তিনি নতুনভাবে পুনরায় তার কাজ শুরু করেন, তাই যে উদ্যোক্তার মধ্যে 'সাহস' নেই সে কখনো সফলতা অর্জন করতে পারে না।

উদ্দীপকের জনাব কামরুল একটি মাছের খামার প্রতিষ্ঠা করেন। মাছ চাষ সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ধারণা না থাকায় প্রথমদিকে তিনি লোকসানের সম্মুখীন হন। পরবর্তীতে মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিনি নতুন উদ্যমে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে তিনি দুইটি খামারের মালিক এবং তিনি নিয়মিত বিদেশে মাছ রপ্তানি করেন।

জনাব কামরুল লোকসানকে ভয় না পেয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি পরবর্তীতে হাতে-কলমে শিক্ষা নেওয়া অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেন। ফলে তিনি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পেরেছেন। অতীতের করা ভুলগুলোকে সংশোধন করে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে বর্তমানে বিদেশে মাছ রপ্তানি করে তিনি বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছেন। লোকসানের ভয়ে খামার বন্ধ না করে দিয়ে হাতেকলমে শিক্ষা নিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করার মাধ্যমে তিনি তার সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আর এই সাহসিকতার কারণেই তিনি তার কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। তাই বলা যায়, জনাব কামরুলের ব্যবসায়ে সফলতা আনয়নে তার সাহসী উদ্যোগই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জনাব আনোয়ার অন্যের অধীনে চাকরি করা পছন্দ না করায় স্বল্প পুঁজি নিয়ে একটি কাপড়ের দোকান শুরু করেন। ক্রেতাদের ব্যাপক চাহিদার কথা ভেবে তিনি ব্যবসাটিকে বড়ো করতে চাইলেন। এজন্য তিনি তার এক বন্ধুকে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায়ে সংযুক্ত করলেন।

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কত সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়? ১
খ. "চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আনোয়ারের প্রথম ব্যবসায়টি মালিকানা ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আনোয়ারের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপটি মূল্যায়ন কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারি ব্যবসায় **১৯৩২** সালের অংশীদারি আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তিবন্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত হয় অংশীদারি ব্যবসায়। যোগ্য কমপক্ষে দুইজন ব্যক্তি চুক্তিবন্ধ হয়ে এরূপ ব্যবসায় শুরু করতে পারে। চুক্তি লিখিত বা মৌখিক এবং নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত হতে পারে। তবে অংশীদারদের মধ্যে ভবিষ্যতে ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য, বিরোধ এবং মামলা এড়ানোর জন্য চুক্তি লিখিত ও নিবন্ধিত হওয়া যৌক্তিক। তাই চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি।

গ জনাব আনোয়ারের প্রথম ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে এক মালিকানা ব্যবসায়।

মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন জোগাড় করে কোনো ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করে, তখন তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একমালিকানা ব্যবসায় গঠন অত্যন্ত সহজ।

উদ্দীপকের জনাব আনোয়ার অন্যের অধীনে চাকরি করা পছন্দ করেন না। তাই স্বল্প পুঁজি নিয়ে তিনি একটি কাপড়ের দোকান শুরু করেন। কাপড়ের দোকানটি তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও মূলত তার নিজের। যে-কোনো ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে স্বল্প অর্থ নিয়ে এ জাতীয় কারবার শুরু করতে পারেন। সাধারণত এ জাতীয় ব্যবসায়ের আয়তন ছোট হয়। তবে প্রয়োজনে মালিক একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন এবং অধিক অর্থও বিনিয়োগ করতে পারেন। আর এসকল বৈশিষ্ট্যসমূহ একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব আনোয়ারের প্রথম ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়।

ঘ জনাব আনোয়ারের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপটি যথার্থ। একমালিকানা ব্যবসায় ও অংশীদারি ব্যবসায় উভয়ই প্রাচীন ব্যবসায় সংগঠন। মূলত একমালিকানা ব্যবসায়ের কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করার প্রয়োজনে অংশীদারি ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। একক মালিকের মূলধনের স্বল্পতা, অসীম দায়, ব্যবসায়ের ক্ষুদ্র আওতা ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যই অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

উদ্দীপকের জনাব আনোয়ার অন্যের অধীনে চাকরি করা পছন্দ করেন না, তাই তিনি একক মালিকানায় একটি কাপড়ের দোকান শুরু করেন। ক্রেতাদের ব্যাপক চাহিদার কথা ভেবে তিনি ব্যবসায়টিকে বড়ো করতে চাইলেন। এজন্য তিনি তার এক বন্ধুকে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায়ে সংযুক্ত করলেন। অর্থাৎ তিনি তার ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় থেকে অংশীদারি ব্যবসায়ে পরিণত করেছেন।

উদ্দীপকের জনাব আনোয়ার প্রথমে একাই ব্যবসায় পরিচালনা করতেন। ফলে ব্যবসায়ের সকল বিষয় যথা– দায়-দায়িত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, লাভ-লোকসান ইত্যাদি তাকে একাই বহন করতে হতো। যেহেতু একমালিকানা ব্যবসায়ের পরিধি স্বল্প হয়ে থাকে তাই তাকে ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য তার এক বন্ধুকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে। আর এ অংশীদার চুক্তিবন্ধ সম্পর্কে আবদ্ধ। তাই তাকে ব্যবসায়ের সকল কার্যক্রম চুক্তি অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে হবে। অংশীদার থাকায় জনাব আনোয়ারের ব্যবসায়ে মূলধন সংগ্রহও কোনো জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়াবে না। ফলে তার ব্যবসায়ের কার্যক্রম সচল রাখা সহজ হবে। এছাড়া ব্যবসায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুইজন ব্যক্তি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে। কিন্তু একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক প্রায়শই মূলধন সংগ্রহে বাধাপ্রাপ্ত হয় যেহেতু তিনি একাই মূলধনের যোগানদাতা। আবার তার একার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণও অনেক জটিল হয়।

তাই বলা যায়, জনাব আনোয়ারের ব্যবসায়ের সম্প্রসারণে একমালিকানা ব্যবসায় হতে অংশীদারি ব্যবসায় রূপান্তর পদক্ষেপটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ তারেক, রিফাত ও সাজু তিন বন্ধু চুক্তিবন্ধ সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালনা, মূলধন সরবরাহ ও লাভ-লোকসান বণ্টন করেন। ব্যবসায় শুরু হওয়ার চার বছরের মধ্যেই রিফাতের মৃত্যু হলে তার পনেরো বছরের সন্তান রাজুকে চুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ব্যবসায়টি বিগত কয়েক বছর যাবৎ লোকসানের সম্মুখীন হয়।

ক. মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠন কত প্রকার? ১
খ. অসীম দায় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাজু কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্যবসায়টি কীভাবে বিলোপসাধন হতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠন পাঁচ প্রকার।

খ অসীম দায় বলতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাইরে দায় সৃষ্টি হওয়াকে বোঝায়।

সাধারণভাবে একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক এবং ব্যবসায়ের সত্তাকে কখনো পৃথক করে দেখা হয় না। তাই এ ধরনের ব্যবসায়ে যখন দায়ের অবস্থা তৈরি হয় তখন তা মালিককে এককভাবে বহন করতে হয়। ব্যবসায়ের সম্পদ দ্বারা দেনা পরিশোধ সম্ভব না হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা পরিবারিক সম্পত্তি এক্ষেত্রে পাওনাদারদের দেনা পরিশোধে ব্যবহার করতে হয়। এরূপ দায় ব্যক্তিকে দেউলিয়া করতে পারে। অসীম দায়ের কারণে অনেক সামর্থ্যবান ব্যক্তিরাও ব্যবসায় সংগঠনে উৎসাহী হয় না।

গ রাজু একজন সীমিত অংশীদার।
চুক্তি অনুযায়ী কোনো অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ হলে বা আইন অনুযায়ী সকল অংশীদারের সম্মতিতে কোনো নাবালককে সুবিধা প্রদানের জন্য অংশীদার করা হলে তাকে সীমিত অংশীদার বলা হয়। বিনিয়োজিত মূলধনের অতিরিক্ত দায় তারা বহন করেন না। আর সীমিত অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না।
উদ্দীপকের জনাব তারেক, রিফাত ও সাজু চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন। ব্যবসায় শুরু হওয়ার চার বছরের মধ্যে রিফাতের মৃত্যু হলে তার পনেরো বছরের সন্তান রাজুকে চুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়। এক্ষেত্রে রাজু আঠারো বছর না হওয়ায় রাজু নাবালক বলে বিবেচিত হবে। এ কারণে সে ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারবে না। তবে চুক্তি অনুযায়ী সে ব্যবসায়ের মুনাফা পাবে। তবে তার দায় ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে সীমিত অংশীদারের মিল রয়েছে। তাই রাজুকে সীমিত অংশীদার বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের ব্যবসায়টি আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন হতে পারে।
অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারায় আদালতের মাধ্যমে বিলোপসাধনের বিষয়ে উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটলে, দায়িত্ব পালনে চিরতরে অসমর্থ হলে, ব্যবসায়ের ক্রমাগত লোকসান হতে থাকলে ব্যবসায়ের বিলোপ হয়।
উদ্দীপকের তারেক, রিফাত ও সবুজ তিন বন্ধু চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালনা, মূলধন সরবরাহ ও লাভ-লোকসান বণ্টন করেন। ব্যবসায় শুরুর কয়েক বছরের মধ্যেই রিফাতের মৃত্যু হওয়ায় তার ১৬ বছরের ছেলে রাজুকে ব্যবসায়ের আওতায় আনা হয়। কিন্তু বর্তমানে তাদের ব্যবসায়টি বিগত কয়েক বছর যাবৎ লোকসানের সম্মুখীন হয়।
অংশীদারি ব্যবসায় ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ আইনের ৪৪ ধারা মোতাবেক উদ্দীপকের অংশীদারি ব্যবসায়টি আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন হবে। কেননা ব্যবসায়টি বিগত কয়েক বছর যাবৎ লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। আর ব্যবসায়ে ক্রমাগত লোকসান হতে থাকলে এবং লোকসান ছাড়া ব্যবসায় পরিচালনা অসম্ভব হলে উক্ত ব্যবসায়ের আদালতের নির্দেশে বিলোপ ঘটে। তাই বলা যায়, তারেক, রিফাত ও সাজুর পুত্র রাজুর ব্যবসায় সংগঠনটি আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মি. রায়হান একজন শিল্পপতি। নারায়ণগঞ্জ এলাকায় নিজস্ব জমিতে তার একটি টেক্সটাইল মিল রয়েছে। তার মিলের শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য তিনি ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর নিকট আট কোটি টাকা মূল্যে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। সম্প্রতি তার মিলটি ভূমিকম্পে ধসে পড়লে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করেন, কিন্তু বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। রায়হান সাহেব এ প্রেক্ষিতে আদালতের শরণাপন্ন হন।

ক. ট্রেড লাইসেন্স কী? ১
খ. বিএসটিআই কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. রায়হান কী ধরনের বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমাদাবি পরিশোধ না করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নেওয়া লিখিত অনুমোদন-পত্র-ই হলো ট্রেড লাইসেন্স।

খ বাংলাদেশের পণ্যের মান নির্ধারণ, পণ্য মান পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করার জন্য যে সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে তা হলো বিএসটিআই । বিএসটিআই সাধারণত পণ্য ও সেবার বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে দেশি মান নির্ধারণ করে। দৈর্ঘ্য, ওজন, ভর, আয়তন এবং শক্তির পরিমাপ বিষয়েও বাংলাদেশি পণ্যের মান প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়া পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য উৎপাদিত পণ্য, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং কার্যপদ্ধতির গুণ ও দক্ষতা পরীক্ষা ও পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রদান করে।

গ মি. রায়হান জীবন বিমা চুক্তি সম্পদান করেছেন। এ ধরনের বিমার বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের জীবন। এ বিমায় বিমাকারী প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা গ্রহীতাকে বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে বিমাকৃত অর্থ ফেরত দেয়। বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বা দুর্ঘটনায় উত্তরাধিকারীর আর্থিক সংকট কাটানোর জন্য জীবন বিমা করা হয়।
উদ্দীপকের মি. রায়হান একজন শিল্পপতি। নারায়ণগঞ্জ এলাকায় নিজস্ব জমিতে তার একটি টেক্সটাইল মিল রয়েছে। তার মিলের শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য তিনি ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর নিকট আট কোটি টাকা মূল্যে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। এক্ষেত্রে মি. রায়হান মূলত তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার স্বার্থে জীবন বিমা করেছেন। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় কোনো দুর্ঘটনার কারণে যদি শ্রমিকদের জীবনহানি ঘটে সেক্ষেত্রে এই বিমাকৃত অর্থের টাকা শ্রমিকের মনোনীত ব্যক্তি লাভ করে থাকবেন। তবে এক্ষেত্রে বিমার প্রিমিয়ামের টাকা মিলের মালিক মি. রায়হান প্রদান করে থাকেন। তার এ বিমার ফলে শ্রমিকের পরিবার শ্রমিকের অবর্তমানেও আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করবে। তাই বলা যায়, মি. রায়হান জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

ঘ বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা দাবি পরিশোধ না করা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।
যে চুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পাদিত সম্পর্কিত কোনো ঘটনাজনিত ক্ষতির বা ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বিমা চুক্তি বলে। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাকৃত ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো ঝুঁকি উল্লেখপূর্বক নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এই চুক্তি সম্পাদন করে থাকেন।
উদ্দীপকের মি. রায়হান একটি টেক্সটাইল মিলের মালিক। তার মিলের শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য তিনি ফারইস্ট লাইফ ইন্সুরেন্স লিঃ এর নিকট আট কোটি টাকা মূল্যের বিমা চুক্তি করেন। সম্প্রতি তার মিলটি ভূমিকম্পে ধসে পড়লে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করেন, কিন্তু বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। বিমা চুক্তিতে উল্লিখিত বিসয়বস্তুর সাথে বাস্তবে সংগঠিত বিষয়বস্তুর মিল না থাকলে বিমা কোম্পানি বিমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে না।

মি. রায়হান তার মিলে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য জীবন বিমা চুক্তি করেছিলেন। এক্ষেত্রে তার মিলে কর্মরত শ্রমিকরা কোনো দুর্ঘটনাবশত বা অনিবার্য কোনো কারণে যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে বিমা কোম্পানি বিমা চুক্তি অনুযায়ী অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকতো। কিন্তু এখানে তার মিলটি ভূমিকম্পে ধসে পড়ে। এতে তার ব্যবসায়িক বা আর্থিক ক্ষতি হলেও শ্রমিকদের কোনো ক্ষতি হয়নি। অর্থাৎ তার করা বিমা চুক্তির যে বিষয় ছিল তার সাথে বাস্তবে হওয়া ঘটনার কোনো মিল নেই। ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মিলের ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো শর্ত বিমা চুক্তিতে উল্লিখিত ছিল না বলেই বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। যেহেতু বিমা চুক্তি বহির্ভূত কোনো বিষয় বা কোনো কারণের জন্য বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকে না। তাই উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা দাবি পরিশোধ না করা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ০৮ মি. জাকির একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। নিজস্ব মতামত ও ধ্যান-ধারণার বাহিরে অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া তিনি পছন্দ করেন না। কর্মচারীদের তিনি কথা বলার সুযোগ দেন না। সবসময় চাপের মধ্যে রাখেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন। ফলে কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। অন্যদিকে রাকিব ট্রেডার্সের মালিক মি. আফজাল কর্মচারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

ক. ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১
খ. কর্মীদের প্রেষণা দেওয়া হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. জাকিরের নেতৃত্বের ধরন কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয় নেতৃত্বের মধ্যে বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত কার্যাবলিকে ব্যবস্থাপনা বলে।

খ কর্মীদের পূর্ণ কার্যক্ষমতা ব্যবহারের লক্ষ্যে তাদেরকে কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করার জন্য প্রেষণা দেওয়া হয়।

মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার আগ্রহ তৈরি করা প্রেষণার উদ্দেশ্য। এটি কর্মীদের মানসিক অবস্থাকে প্রতিষ্ঠান ও কাজের প্রতি ইতিবাচক করে তোলে। এতে কাজের প্রতি কর্মীর মনোবল বাড়ে। এজন্য কর্মীদের প্রেষণা দেওয়া হয়।

গ মি. জাকিরের নেতৃত্বের ধরনটি হলো স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব।

যে নেতৃত্বে নেতা সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাখেন এবং কাজ আদায়ে কর্মীদের মতামত ও পরামর্শের গুরুত্ব দেন না তাকে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। এ ধরনের নেতৃত্বে কর্মীরা কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। দীর্ঘমেয়াদে এ নেতৃত্ব চালু থাকলে কর্মীদের প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

উদ্দীপকের মি. জাকির একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। তিনি নিজস্ব মতামত ও ধ্যান-ধারণার বাইরে অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া পছন্দ করেন না। কর্মচারীদের তিনি কথা বলার সুযোগ দেন না। তাদের সবসময় চাপের মুখে রাখেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য মূলত স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের নেতা তার প্রতিষ্ঠানের সব ক্ষমতা নিজের কাছে কেন্দ্রীভূত রাখেন। সব সিদ্ধান্ত এককভাবে নেন। কর্মীদের কাছ থেকে জোর করে কাজ আদায়ের চেষ্টা করেন। সবসময় চাপের মুখে থাকার কারণে কর্মীরা মনোযোগ সহকারে কাজ করতে পারে না। তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাই বলা যায়, মি. জাকির স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের অনুসরণ করেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. জাকির এর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব এবং রাকিব ট্রেডার্স-এর মালিক মি. আফজালের প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বিদ্যমান।

যে নেতৃত্বে নেতা সকল সিদ্ধান্ত নিজে নেন, কর্মীদের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখেন না, পরামর্শ গ্রহণ করেন না, নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে তাকে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের ফলে প্রতিষ্ঠানে অসন্তোষ দেখা দেয়। আর যে নেতৃত্বে নেতা অধস্তনদের সাথে আলাপ-আলোচনা, পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। এ নেতৃত্বে কর্মীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. জাকির তার নিজস্ব মতামত ও ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। কর্মচারীদের তিনি কথা বলার সুযোগ দেন না। সবসময় চাপের মুখে রাখেন। নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন। এটি স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ। অপরদিকে মি. আফজাল কর্মচারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন অর্থাৎ তিনি তার প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করেন।

মি. জাকিরের স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বে কর্মীরা সবসময় অসন্তুষ্ট থাকে। ফলে একসময় তাদের মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে যাবে। তাই এরূপ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে না। অন্যদিকে মি. আফজালের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে কর্মীরা সবসময় সন্তুষ্ট থাকে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে তাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং নেতা জবাবদিহি করে বিধায় তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন। তারা কাজের প্রতি আগ্রহী হয়। এতে কাজের মান ভালো হয়। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য তথা সফলতা অর্জনে এ ধরনের নেতৃত্ব অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোই হলো স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মধ্যে প্রধান বৈসাদৃশ্যসমূহ।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জনাব শরীফ সিলেটে বন্দরবাজার এলাকায় একটি মুদির দোকান দিয়েছেন। তিনি কালিঘাট থেকে মাল ক্রয় করে এনে দোকানে বিক্রি করেন। এ কাজে সহায়তার জন্য তিনি একজন অভিজ্ঞ বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা করার কারণে মাত্র কয়েক বছরেই বেশ উন্নতি করেছেন।

ক. গুদামজাতকরণ কাকে বলে? ১
খ. 'ভোক্তা বিশ্লেষণ' কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বণ্টন প্রণালিতে জনাব শরীফের অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. একজন মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব শরীফের দৈনন্দিন কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পণ্যসামগ্রী নিরাপদ স্থানে সঠিক অবস্থায় সংরক্ষণের প্রক্রিয়াকে গুদামজাতকরণ বলে।

খ ভোক্তার চাহিদা, রুচি, পছন্দ প্রভৃতি যাচাই-বাছাই করা হলো ভোক্তা বিশ্লেষণ। ভোক্তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রেতা ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে রুচি, চাহিদা, বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। কারণ যথাযথভাবে ভোক্তা বিশ্লেষণের কাজটি করতে না পারলে ব্যবসায়িক ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং ব্যবসায়ের প্রসার ব্যাহত হয়।

গ জনাব শরীফ বণ্টন প্রণালিতে খুচরা ব্যবসায়ী হিসেবে অবস্থান করছেন।

যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পাইকার বা অন্য কোনো উৎস হতে পণ্য সংগ্রহ করে তা চূড়ান্ত ভোক্তা বা ব্যবহারকারীদের নিকট বিক্রয় করে তাকে খুচরা ব্যবসায় বলে। আর যেব্যক্তি এ ধরনের ব্যবসায়ে যুক্ত থাকে তাকে খুচরা ব্যবসায়ী বলে। বণ্টন প্রণালিতে খুচরা ব্যবসায়ীরা হলেন মধ্যম ব্যবসায়ী।

উদ্দীপকের জনাব শরীফ সিলেট বন্দরবাজার এলাকায় একটি মুদির দোকান দিয়েছেন। তিনি কালিঘাট থেকে মাল ক্রয় করে এনে দোকানে বিক্রি করেন। এক্ষেত্রে জনাব শরীফ উৎপাদক বা পাইকারের নিকট থেকে পণ্য কিনে পরবর্তীতে ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী তা সরবরাহ করেন। তার এ কাজের মাধ্যমে তিনি উৎপাদক বা পাইকারদের সাথে স্থানীয় ক্রেতাদের যোগসূত্র তৈরি করেছেন। বণ্টন প্রণালিতে জনাব শরীফের অবস্থান নিম্নরূপ –

উৎপাদনকারী	→	পাইকার	→	খুচরা ব্যবসায়ী জনাব শরীফ	→	ভোক্তা

ঘ একজন মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব শরীফ বিপণনের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করেন, যার মাধ্যমে তিনি উৎপাদক ও ভোক্তার মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করেন। খুচরা ব্যবসায়ীরা বণ্টন প্রণালিতে উৎপাদক ও ভোক্তার মাঝে অবস্থান করেন। তারা পণ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে পণ্য ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সকল কাজ করে থাকেন। তারা উৎপাদকের নিকট পণ্যের চাহিদা ও পণ্যসংক্রান্ত সকল তথ্য সরবরাহ করেন। ফলে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা রাখা সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের জনাব শরীফ একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি কালিঘাট থেকে মাল ক্রয় করে এনে তার মুদি দোকানে বিক্রি করেন। তার কাজে সহায়তার জন্য তিনি অভিজ্ঞ একজন বিক্রয়কর্মীও নিয়োগ দিয়েছেন। সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা করার কারণে মাত্র কয়েক বছরে তিনি বেশ উন্নতি করেছেন। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে বিপণনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাই তার এ সফলতার অন্যতম কারণ। জনাব শরীফকে প্রথমে বিপণনের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করতে হয়। আর এ কাজের ওপর ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জন অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার তার ক্রয়কৃত পণ্যসমূহ দোকানে আনতে তার পরিবহণের প্রয়োজন হয়। অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে তিনি ক্রেতাদের নিকট পণ্যসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। এতে ক্রেতারা পণ্য কেনায় উৎসাহিত হয়। ফলে বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ জনাব শরীফকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহণ, তথ্য সংগ্রহ, ঝুঁকি নেওয়া– এ সকল কাজ দৈনন্দিন করতে হয়।

তাই বলা যায়, একজন মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব শরীফ উপরিল্লিখিত কার্যাবলি দৈনন্দিন করে থাকেন।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব শামীম একজন ভোজ্য তেল ব্যবসায়ী। মাঝে মধ্যে তিনি সরকারের কর ফাঁকি দেন। সম্প্রতি তিনি অধিক লাভের আশায় প্রচুর ভোজ্যতেল মজুদ করেন। তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতনভাতা সময়মতো পরিশোধ করেন। কর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন। হঠাৎ ভোজ্যতেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় মজুদকৃত তেল বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় প্রশাসনিক লোক এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

ক. নৈতিকতা কী? ১
খ. সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কোন ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে জনাব শামীম কর্মীদের পাশে ছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনাব শামীমের করণীয় বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৈতিকতা হলো মানুষের ভালোমন্দের বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিকটি গ্রহণ করা।

খ সমাজের জন্য কিছু মঙ্গালময় ও কল্যাণমূলক কাজ করাকে সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে।

পূর্বে মুনাফা অর্জনকে ব্যবসায়ের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করা হলেও বর্তমানে এ ধারণা পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ব্যবসায় শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই, এটি সামাজিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়জগতে ব্যবসায়ীকে নিজের মুনাফা বৃদ্ধির চিন্তা করলেই হয় না, মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি অনেক পক্ষের প্রতি দায়িত্বও পালন করতে হয়। এ সকল দায়িত্বগুলোকে সামাজিক দায়বদ্ধতা বলা হয়।

গ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতাভুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে জনাব শামীম কর্মীদের পাশে ছিলেন।

একজন ব্যবসায়ীকে তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি বেশকিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন– উপযুক্ত পারিশ্রমিক, আর্থিক সুবিধা দান, চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকের জনাব শামীম একজন ভোজ্যতেল ব্যবসায়ী। তার প্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েকজন কর্মী রয়েছে। তিনি সময়মতো তাদের বেতন ভাতা পরিশোধ করেন। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারেও তিনি খোঁজ খবর নেন। এতে করে কর্মীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়। এভাবে কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা শ্রমিক কর্মীদের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, শ্রমিক-কর্মচারীদের সময়মতো আর্থিক সুবিধা প্রদান, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা বা খোঁজ নেওয়ার মধ্য দিয়ে জনাব শামীমের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনাব শামীমের উচিত রাষ্ট্র, সমাজ ও ক্রেতার প্রতি দায়বদ্ধতাসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলা।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে ব্যবসায়ীকে নিজের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য অর্জনের পাশাপাশি অনেক পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন

করতে হয়, যা তার সামাজিক দায়িত্বের আওতাভুক্ত। এ সকল পক্ষগুলো হলো– রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা ও কর্মচারী।

উদ্দীপকের জনাব শামীম একজন ভোজ্যতেল ব্যবসায়ী। মাঝেমধ্যে তিনি সরকারের কর ফাঁকি দেন। সম্প্রতি তিনি অধিক লাভের আশায় প্রচুর ভোজ্যতেল মজুদ করেন। তবে তিনি তার কর্মীদের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। সময়মতো বেতনভাতা দেওয়া, কর্মীদের থাকা-খাওয়ার নিয়মিত খোঁজ তিনি রাখেন। হঠাৎ ভোজ্যতেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় তিনি তার মজুদকৃত তেল বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় প্রশাসনিক লোক এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে জনাব শামীম শ্রমিক-কর্মচারীর প্রতি তার দায়বদ্ধতা যথাযথভাবে পালন করলেও অন্যান্য পক্ষের প্রতি তা করেননি, যা তার এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

জনাব শামীম কর ফাঁকি দিয়ে রাষ্ট্রের নিয়ম অমান্য করে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রের প্রতি তার যে দায়িত্ব তা পালন করেননি। তাছাড়া তিনি সমাজের প্রয়োজনমাফিক পণ্য সরবরাহ না করেও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন থেকে বিরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে পণ্যের বাজার অস্থিশীল করেছেন। সেগুলো ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতি অবজ্ঞা হিসেবে গণ্য। রাষ্ট্র, সমাজ ও ক্রেতা বা ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেননি বিধায় তাকে এমন নেতিবাচক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। তাই উদ্ভূত এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য জনাব শামীমের উচিত তার সকল ভুলগুলোকে সংশোধন করে নিয়মিত কর দেওয়া, পণ্যের মজুতদারি না করা ও পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা। এতে করে তিনি সকল পক্ষের প্রতি তার দায়বদ্ধতা যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারবে এবং নিজেকে সমাজ ও দেশের জন্য একজন আদর্শ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিণত করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব আলম ঢাকার কাওরান বাজার থেকে আম ক্রয় করে নিউমার্কেটের সামনে বিক্রয় করেন। তিনি ক্রয়কৃত আমগুলোকে কাঁচা ও পাকা শ্রেণিতে ভাগ করে বিক্রয় করেন। ফলে ক্রেতারা তাদের পছন্দমতো আম ক্রয় করতে পারে। কিন্তু তিনি আমগুলোকে আকার অনুযায়ী ছোটো-বড়ো ভাগ না করে বিক্রি করায় ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করতে পারছেন না।

ক. বিপণন কাকে বলে? ১

খ. পণ্যের বিজ্ঞাপন কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আলম বিপণনের কোন কাজটি করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব আলমের ব্যবসায়ে সফলতা না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৩]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যদ্রব্য বা সেবাসামগ্রী উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার যাবতীয় কার্যাবলিকে বিপণন বলে।

খ পণ্য বা সেবাসামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের উপায় বা কৌশলকে বিজ্ঞাপন বলা হয়।

পণ্যের বিজ্ঞাপন পণ্যকে ক্রেতা সাধারণের নিকট পরিচিতি করিয়ে দেয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে খুব সহজেই ক্রেতা সাধারণকে পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করা যায়। পণ্যের প্রচারে গতিশীলতা আনে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের মান, মূল্য, ব্যবহারবিধি প্রভৃতি ক্রেতা সাধারণের নিকট তুলে ধরা হয়। ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়।

গ জনাব আলম বিপণনের পর্যায়িতকরণ কাজটি করেছিলেন।

মান অনুযায়ী পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করাকে পর্যায়িতকরণ বলে। সাধারণত ওজন, আকার ও গুণাগুণ অনুযায়ী পর্যায়িতকরণ করা হয়। ফলে বিক্রয় সহজ হয়। এছাড়া পর্যায়িতকরণ বিপণনের গতিশীলতা নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকের জনাব আলম ঢাকার কাওরান বাজার থেকে আম ক্রয় করে নিউমার্কেটের সামনে বিক্রয় করেন। ক্রয়কৃত আমগুলোকে তিনি প্রথমে কাঁচা ও পাকা শ্রেণিতে ভাগ করেন, তারপর তা ভোক্তা বা ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করেন।

আমগুলোকে কাঁচা ও পাকা শ্রেণিতে ভাগ করে বিক্রিয়ের ফলে ক্রেতা সহজেই তাদের পছন্দমতো শ্রেণি নির্ধারণ করতে পারেন। ফলে জনাব আলমের আম দ্রুত বিক্রি হচ্ছে। এসব বৈশিষ্ট্য পর্যায়িতকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব আলম বিপণনের পর্যায়িতকরণ কাজটি সম্পাদন করেছেন।

ঘ জনাব আলম প্রমিতকরণ না করায় ব্যবসায়ে সফলতা পাননি।

পণ্যের মান নির্দিষ্টকরণকে প্রমিতকরণ বলা হয়। প্রমিতকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ, আকার, রং, স্বাদ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে পণ্য মূল্য স্থির করা হয়। ফলে পণ্যের বিপণন প্রক্রিয়া সহজ হয় এবং বিক্রয় কার্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের জনাব আলম ঢাকার কাওরান বাজার থেকে আম ক্রয় করে নিউমার্কেটের সামনে বিক্রয় করেন। ক্রয়কৃত আমগুলোকে তিনি কাঁচা ও পাকা শ্রেণিতে বিভক্ত করে বিক্রয় করলেও তিনি আমগুলোকে আকার অনুযায়ী ছোটো-বড়ো ভাগ করেন না। এভাবে আমগুলোকে বিক্রি করায় তিনি আমের সঠিক মূল্য নির্ধারণে ব্যর্থ হবেন। ফলস্বরূপ ব্যবসায়ে তিনি সফলতা লাভ করতে পারবেন না।

জনাব আলম তার ক্রয়কৃত আমগুলোকে ছোটো-বড়ো আকারের ভিত্তিতে বিভক্ত করে প্রমিতকরণের কাজটি করতে পারতেন। এতে পণ্য বিক্রিয় মূল্য নির্ধারণ সহজ ও বিক্রি গতিশীল হতো। তিনি আমগুলোকে কাঁচা ও পাকা শ্রেণি অনুযায়ী বিভক্ত করে বিক্রি করায় ক্রেতারা সহজে ক্রয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু ছোটো-বড়ো আকারে বিক্রি না করায় তার লোকসান হচ্ছে। তিনি মূলত কাঁচা ও পাকা শ্রেণি অনুযায়ী বিক্রয় করায় বিভিন্ন আকারের আম একসাথে মিশে গিয়েছে। তার উচিত ছিল কাঁচা পাকা বিভক্তকরণের পাশাপাশি আমগুলোকে তাদের আকার অনুযায়ী ছোটো-বড়ো আকারে বিভক্ত করা। যেহেতু একেক আকারের আমের মূল্য একেক রকম হবে, তাই সব আকারের আম একসাথে মিশে যাওয়ায় তিনি আম বিক্রির সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন না। আর পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে না পারলে ব্যবসায়ে লোকসান হবে। তাই বলা যায়, প্রমিতকরণের অভাবেই জনাব আলমের পক্ষ ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।

যশোর বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 143

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. লিমার সমুদ্র থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করে গহনা তৈরির কাজটি কোন ধরনের?
ক ব্যবসায় উদ্যোগ খ উদ্যোগ
গ আত্মকর্মসংস্থান ঘ কর্মপ্রচেষ্টা

২. ব্যবসায়ের সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত কোনটি?
ক সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন খ সঠিক প্রকল্প প্রণয়ন
গ সঠিক পণ্য নির্বাচন ঘ সঠিক পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ

৩. অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র হতে পারে–
i. মৌখিক ii. লিখিত iii. অনিবন্ধিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. কোন কোন দেশে প্রায় ৮০% ব্যবসায় একমালিকানাভিত্তিক?
ক ইউরোপ ও আফ্রিকা খ ইউরোপ ও আমেরিকা
গ আমেরিকা ও এশিয়া ঘ ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাশেদ পড়াশুনা শেষ করে চাকরির চেষ্টা না করে প্রশিক্ষণ নিয়ে তার বাড়ির দুইটি পুকুর ও আরও কিছু পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন।

৫. রাশেদ এর কাজটি কোন ধরনের কাজ?
ক ব্যবসায় খ প্রত্যক্ষ সেবা গ কৃষিকাজ ঘ আত্মকর্মসংস্থান

৬. রাশেদ এর কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন–
i. প্রশিক্ষণ ii. আত্মবিশ্বাস iii. দুটি কর্মঠ হাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজীব ও তার তিন বন্ধু মিলে রাজশাহী থেকে আম সংগ্রহ করে বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করেন। উক্ত ব্যবসায়ে কোন ধরনের বিলোপসাধন ঘটে?
ক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন খ সকলের একমত হয়ে বিলোপসাধন
গ বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে বিলোপসাধন ঘ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপসাধন

৮. পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমোদন নিতে হয়?
ক BSTI খ BITAC গ BCIC ঘ BSIC

৯. ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজ কী?
ক পরিকল্পনা প্রণয়ন খ সংগঠিতকরণ
গ প্রকল্প প্রণয়ন ঘ নির্দেশনাদান

১০. কোন ধরনের ব্যবসায় আইনি জটিলতামুক্ত ও কর্ম ঝুঁকিপূর্ণ?
ক একমালিকানা খ অংশীদারি
গ যৌথ মীলধনি ঘ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১ ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব শিমুল প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রমকে, কখন, কীভাবে করবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করেন। বর্তমানে তিনি তার ব্যবসায় সুনামের সাথে পরিচালনা করছেন।

১১. জনাব শিমুলের কাজটি কীসের অন্তর্ভুক্ত?
ক সংগঠন খ পরিকল্পনা গ কর্মীসংস্থান ঘ নিয়ন্ত্রণ

১২. জনাব শিমুলের কাজটি পরিচালিত হয়–
i. এলোমেলোভাবে ii. ধারাবাহিকভাবে iii. সুশৃঙ্খলভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. 'আত্মবিশ্বাস' বিক্রয়কর্মীর কোন ধরনের গুণাবলি?
ক শারীরিক খ নৈতিক গ মানসিক ঘ অন্যান্য

১৪. নৈতিকতা শব্দটি উদ্ভব হয়েছে কোন শব্দ থেকে?
ক গ্রিক শব্দ খ ফরাসি শব্দ গ ল্যাটিন শব্দ ঘ জার্মান শব্দ

১৫. কোন ধরনের নেতৃত্বে সর্বদায় নিয়মমাফিক দায়িত্ব পালন করতে হয়?
ক মুক্ত নেতৃত্ব খ আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব
গ গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঘ স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব

১৬. কীসের প্রভাবে বাজার সম্প্রসারিত হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে?
ক বিক্রয়ের খ বিপণনের গ বিজ্ঞাপনের ঘ বিক্রয়িতকরণ

১৭. ব্যবসায় জগতে আমাদের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য কোনটি প্রয়োজন?
ক সঠিক দায়িত্ব খ নৈতিক মূল্যবোধ
গ সঠিক মানব আচরণ ঘ নৈতিক শৃঙ্খলা

১৮. দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য কোন ব্যাংক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকেন?
ক ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স লিঃ
খ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ
গ বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ কৃষি ব্যাংক

১৯. কখন থেকে ফ্রানসাইজার আয় করতে থাকে?
ক ফি প্রাপ্তির পর থেকেই খ ফি প্রাপ্তির আগে থেকেই
গ ফি প্রাপ্তির দিন থেকে ঘ ফি প্রাপ্তির কিছুদিন পর থেকে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০ ও ২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিঃ হানিফ বেশি মুনাফা লাভের আশায় পণ্যদ্রব্য মজুদ রাখেন। ফলে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে চড়াদামে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লাভ করেন।

২০. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব হানিফের কার্যক্রমটি কোন ধরনের?
ক মূল্যবোধবর্জিত খ নৈতিকতাবর্জিত
গ আদর্শবর্জিত ঘ ভ্রান্তিমূলক

২১. মিঃ হানিফ নীতি-নৈতিকতা রক্ষা করতে পারেন–
i. অতিরিক্ত মজুদ বন্ধের মাধ্যমে ii. ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় করার মাধ্যমে
iii. কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. কাগজি মুদ্রা প্রচলন হয়েছিল কোন যুগে?
ক প্রাচীন যুগে খ মধ্যযুগে গ অতি প্রাচীন যুগে ঘ আধুনিক যুগে

২৩. কোনটিকে পণ্য বা সেবাসামগ্রী বণ্টনকারী শাখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়?
ক বাণিজ্য খ অডিট ফার্ম গ শিল্প ঘ প্রত্যক্ষ সেবা

২৪. বিজ্ঞাপন পণ্যের গতিশীলতা আনে ফলে পণ্যের–
i. চাহিদা বৃদ্ধি পায় ii. বিক্রয় বৃদ্ধি পায় iii. গুণগত মান বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কোন দেশের?
ক আমেরিকার খ জাপানের গ ইংল্যান্ডের ঘ ইতালির

২৬. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কোনটি?
ক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খ ব্যবসায়
গ আত্মকর্মসংস্থান ঘ মজুরি বা বেতনভিত্তিক চাকরি

২৭. নট্রামস কোন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত?
ক তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় খ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘ মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাজারে হঠাৎ করে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনাব শফিক তার উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। পূর্ববর্তী বছরেও তিনি প্রত্যাশিত মুনাফা লাভে ব্যর্থ হন।

২৮. জনাব শফিকের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার আশঙ্কাকে কী বলে?
ক অনিশ্চয়তা খ ব্যবসায়িক ঝুঁকি
গ পরিমিত ঝুঁকি ঘ ক্ষতি

২৯. জনাব শফিকের প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জিত না হওয়াকে কী বলে?
i. ক্ষতি ii. ব্যবসায়িক ঝুঁকি iii. আর্থিক ঝুঁকি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৩০. কীসের মাধ্যমে পরনির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস করা যায়?
ক ব্যবসায় উদ্যোগ খ উদ্যোগ গ আত্মকর্মসংস্থান ঘ চাকুরি

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (সৃজনশীল) বিষয় কোড 143

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। গাজীপুরের জনাব সুলতান আহমেদ নিজস্ব তাঁতের শাড়ি তৈরি করেন এবং একটি পিকআপ ভ্যানের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করেন। পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে তিনি আরও কয়েকটি জেলায় পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি ব্যাংক ঋণের আবেদন করেন এবং লিজিং কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু স্বল্পসময়ের কারণে ব্যাংক ঋণদানে অপারগতা প্রকাশ করে। লিজিং কোম্পানিও পহেলা বৈশাখের আগে ট্রাক লিজ দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দেন। পুঁজির অভাবে দক্ষ কর্মী নিয়োগ করতে না পারায় তিনি মাত্র তিনটি জেলায় পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেন।

ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১
খ. কোন শিল্পের পণ্য পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টির জন্য জনাব সুলতান আহমেদ লিজিং কোম্পানির দ্বারস্থ হয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব সুলতান আহমেদ এর কার্যক্রমে ব্যবসায়িক পরিবেশের কোন কোন উপাদানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

২। মি. সাদ একজন আলু উৎপাদনকারী। আলুর মৌসুমে তিনি অধিক পরিমাণে আলু উৎপাদন করেন এবং এমন এক ব্যবস্থা নেন যাতে জনগণ সারা বছর তা ভোগ করতে পারে। অপরদিকে তাঁর বন্ধু নাবিল একজন পোশাক বিক্রেতা। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে তার দোকানটি গলির ভেতরে অবস্থিত হওয়ায় তিনি আশানুরূপ পোশাক বিক্রয় করতে পারেন না। ফলে তিনি কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হন।

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১
খ. মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মূল উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বিপণনের ক্ষেত্রে মি. সাদ এর কাজের ধরন কোনটি? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. নাবিলের ব্যবসায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে কোন কোন বিবেচ্য বিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। পরিবেশ দূষণ কমাতে জনাব নিজামুল পরিত্যক্ত প্লাস্টিক সামগ্রীকে পুনঃব্যবহারযোগ্য করার উপায় খুঁজতে থাকেন। সে চিন্তা থেকে তিনি রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত প্লাস্টিক হতে শিশুদের বিভিন্ন খেলনা তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। তার কারখানায় কর্মচারী হিসেবে পনের জন বেকার যুবককে নিয়োগ দিয়েছেন। তাই উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে রপ্তানি করছেন। তিনি অল্প সময়ে একজন সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন এবং তার কর্ম-কাণ্ডের ফলে অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কী? ১
খ. দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব নিজামুলের প্লাস্টিক থেকে খেলনা তৈরি উদ্যোক্তার কোন গুণের সাথে সাদৃশ্য? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনাব নিজামুল এর মতো উদ্যোক্তার ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৪। প্রিতম, শুভ ও সিফাত সমঝোতার ভিত্তিতে রহিম গার্মেন্টস নামে একটি তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপন করেন। সিফাত মূলধন বিনিয়োগ না করলেও ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট সুনাম ছড়িয়ে রয়েছে। অপরদিকে প্রিতমের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. "অংশীদারি সম্পর্ক সৃষ্টি হয় চুক্তি থেকে, মর্যাদা থেকে নয়"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে সিফাত কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রহিম গার্মেন্টস বন্ধ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। জনাব মামুন বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ময়দা ও চিনি আমদানি করার পর ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির আশায় মজুদ করে রাখেন। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অভিযোগে ভ্রাম্যমান আদালত তাকে ২,০০,০০০ টাকা জরিমানা করেন। এর ফলে তিনি মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে তার বন্ধু সোহান আমদানিকৃত ও দেশের অভ্যন্তরে সংগৃহীত খাদ্যজাত পণ্য সুলভে নিয়মিত সরবরাহ করেন। এছাড়াও তিনি বিক্রয়কর্মীদের নির্ধারিত শ্রমের মূল্য ও যথাযথ পাওনাদি পরিশোধ করেন।

ক. নৈতিকতা কী? ১
খ. মুনাফা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব মামুন কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয়েছেন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সোহানের কার্যক্রম উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৬। জনাব হাবিবুর রহমান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ ও বাবার কাছে থেকে অর্থ নিয়ে পোলট্রি খামার স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে ১০০টি মুরগি নিয়ে খামার শুরু করলেও এক বছরের মধ্যে তার খামারের মুরগির সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০টি। তার সাফল্য দেখে গ্রামের বেকার যুবকরা পোলট্রি খামার তৈরি করতে আগ্রহী হচ্ছে। জনাব হাবিবুর রহমান আগ্রহী বেকার যুবকদের পোলট্রি খামার তৈরি করতে বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

ক. নট্রামস কী? ১
খ. ব্যবসায়ে আর্থিক ঝুঁকি কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব হাবিবুর রহমানের কর্মসংস্থানের ধরন বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কর্মসংস্থান তৈরিতে জনাব হাবিবুর রহমানের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৭। মারুফ ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর চাকরি না পেয়ে স্থানীয় বাজারে একটি মুদির দোকান দেন। অত্যধিক খাটুনি, দক্ষ সেবা ও সততার জন্য তার ব্যবসায়ে সুনাম বাড়তে থাকে। এখন ব্যবসায়টি শহরে স্থানান্তরের চিন্তা করছেন। কিন্তু প্রচার কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় তিনি ব্যবসায় উন্নয়নে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১
খ. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে কোনটির কারণে মারুফ ব্যবসায় উন্নয়নে বাধার সম্মুখীন হন? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্যোক্তা হিসেবে মারুফের গুণাবলি আলোচনা করো। ৪

৮। জনাব সুমন একজন উদ্ভাবক। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি সৌরশক্তি চালিত পানি সেচের যন্ত্র আবিষ্কার করেন যেটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচ যন্ত্র থেকে আলাদা। জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে এটি প্রথম স্থান অধিকার করে। তিনি এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে নিজের নাম ছাড়াই বাজারজাত করেন এবং ব্যাপক সাড়া পান। কিছুদিনের মধ্যেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার এ যন্ত্র নকল করে অন্য নাম ব্যবহার করে বাজারজাত করে। কিন্তু তিনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। ফলে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

ক. ফ্রানসাইজিং কী? ১
খ. লাইসেন্স বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব সুমনের পানি সেচ যন্ত্রটি কোন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জনাব সুমন কোনো আইনি সহায়তা না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব রইছুল ইসলাম তার কারখানার জন্য কিছু অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ দেন। এছাড়াও কিছু নতুন ব্যক্তির নিয়োগদানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেন। কিছুদিন পরে সুজিত নামে একজন কর্মীকে দুর্নীতির দায়ে চাকরি হতে অপসারণ করেন। তিনি নারী পুরুষের কাজের ভেদাভেদ না করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন এবং যারা ভালো কাজ করেন তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। মাঝে মাঝে তিনি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হাতে নিয়ে দক্ষতার সাথে সম্পূর্ণ করে অধিক মুনাফা অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠানে একজন আদর্শ নেতা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন।

ক. ব্যবস্থাপনা কী? ১
খ. জেন্ডার সচেতনতা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব রইছুল ইসলামের ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজটির ধরন কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রইছুল ইসলামের আদর্শ নেতার গুণাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। মি. হাবিব নিউ মার্কেটে একটি নতুন শাড়ির দোকান দেন এবং সবাইকে অবহিত করার জন্য আকর্ষণীয় লিফলেট তৈরি করে এলাকায় বিতরণ করেন। বাহারি শাড়ির অপূর্ব সমাহার উল্লেখ করে পোস্টার ও ব্যানার লাগান। এতে তার দোকান সম্পর্কে সবাই জানতে পারে। পরে তিনি বিশেষভাবে জোর দেন বিক্রয়কর্মীর দক্ষতা বাড়ানো ও তাদের আচরণের উন্নয়ন সাধনে। এতে তিনি সফল হন।

ক. প্রমিতকরণ কী? ১
খ. বিক্রয়িকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. হাবিব প্রথমে বিপণন প্রসারে কোন কৌশল প্রয়োগ করেন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. হাবিবের গুণাবলি ব্যাখ্যা করো। ৪

১১। মি. কবির বি.কম পাস করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি বাড়িতে ফিরে নিজেদের অব্যবহৃত দুই বিঘা আয়তনের পুকুরটি সংস্কার করেন এবং তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তরভিত্তিক মাছ চাষ শুরু করেন। এতে তিনি স্তরভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল মাছ ব্যবসায়ী। তাঁর এই কার্যক্রম এমন অনেকেই অনুসরণ করছে।

ক. মেধা সম্পদ কী? ১
খ. ব্যবসায় পরিবেশের কোন উপাদানটি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. কবিরের কার্যক্রম কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে মি. কবিরের ব্যবসায়ের ভূমিকা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	গ	২	গ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	গ	৮	ক	৯	ক	১০	ক	১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	খ
১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	খ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ক	২৭	গ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ গাজীপুরের জনাব সুলতান আহমেদ নিজস্ব তাঁতের শাড়ি তৈরি করেন এবং একটি পিকআপ ভ্যানের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করেন। পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে তিনি আরও কয়েকটি জেলায় পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি ব্যাংক ঋণের আবেদন করেন এবং লিজিং কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু স্বল্পসময়ের কারণে ব্যাংক ঋণদানে অপারগতা প্রকাশ করে। লিজিং কোম্পানিও পহেলা বৈশাখের আগে ট্রাক লিজ দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দেন। পুঁজির অভাবে দক্ষকর্মী নিয়োগ করতে না পারায় তিনি মাত্র তিনটি জেলায় পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেন।

ক. প্রত্যক্ষ সেবা কী? ১

খ. কোন শিল্পের পণ্য পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টির জন্য জনাব সুলতান আহমেদ লিজিং কোম্পানির দ্বারস্থ হয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সুলতান আহমেদ এর কার্যক্রমে ব্যবসায়িক পরিবেশের কোন কোন উপাদানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থ-উপার্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী প্রমুখ পেশাজীবীরা অর্থের বিনিময়ে যে সেবাকর্ম বা বৃত্তি প্রদান করে থাকেন, তাই হলো প্রত্যক্ষ সেবা।

খ প্রজনন শিল্পে পণ্য পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়।

যে শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন– নার্সারি, হ্যাচারি ইত্যাদি। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ লালন পালন করে সেগুলোকে উদ্ভিদ ও প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়। পোলট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, মৎস্য উৎপাদন, উদ্ভিদের চারা উৎপাদন ইত্যাদি প্রজনন শিল্পের উদাহরণ।

গ স্থানগত উপযোগ সৃষ্টির জন্য জনাব সুলতান আহমেদ লিজিং কোম্পানির দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

একস্থান থেকে দ্রব্যসামগ্রী অন্য স্থানে স্থানান্তর করার ফলে যে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি হয় তাকে স্থানগত উপযোগ বলে। পরিবহণের মাধ্যমে মূলত স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব সুলতান আহমেদ নিজস্ব তাঁতের শাড়ি তৈরি করেন এবং একটি পিকআপ ভ্যানের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয় করেন। পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে তিনি আরও কয়েকটি জেলায় পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি লিজিং কোম্পানির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পিকআপ ভ্যান লিজিং পদ্ধতিতে ভাড়া নিয়ে পরিবহণের মাধ্যমে তার ব্যবসায়ের পণ্য ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই মূলত তিনি লিজিং নিতে চেয়েছিলেন। কারণ ভোক্তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকেন। পরিবহণের মাধ্যমে পণ্য সব স্থানের ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়া যায়। ফলে ভোক্তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই উৎপাদকের পণ্য ক্রয় ও ব্যবহারের সুযোগ পায়। আর এভাবে পণ্য পরিবহণের মাধ্যমে এর স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, স্থানগত উপযোগ সৃষ্টির জন্য জনাব সুলতান আহমেদ লিজিং কোম্পানির দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

ঘ জনাব সুলতান আহমেদের কার্যক্রমে ব্যবসায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ব্যবসায়ের ওপর পরিবেশ অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় প্রভাব পড়ে। কোনো স্থানের ব্যবসায়ের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে ব্যবসায়িক পরিবেশের ওপর। তাই পরিবেশের উপাদান বিবেচনা করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব সুলতান আহমেদ নিজস্ব তাঁতের শাড়ি তৈরি করেন এবং পিকআপ ভ্যানের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয় করেন। পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে তিনি কয়েকটি জেলায় পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারেননি এবং লিজিং কোম্পানি থেকে পিকআপ ভ্যানও সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

জনাব সুলতান আহমেদ তার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁতের শাড়ি মানুষের কাছে জনপ্রিয়। তিনি বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ উৎসবকে সামনে রেখে তার পণ্যকে বিভিন্ন জেলায় পৌঁছে দিতে চান। অর্থাৎ তার ব্যবসায়ে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। কেননা ঐতিহ্য সামাজিক পরিবেশের উপাদান। অন্যদিকে ব্যবসায়ে মূলধনের প্রয়োজনে তিনি ব্যাংক ঋণের জন্য ব্যাংক স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ প্রদানে অপারগতা জানায়, যা তার ব্যবসায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ব্যাংক ঋণ অর্থনৈতিক পরিবেশের একটি অন্যতম উপাদান। তাই বলা যায়, জনাব সুলতান আহমেদের কার্যক্রমে ব্যবসায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ মি. সাদ একজন আলু উৎপাদনকারী। আলুর মৌসুমে তিনি অধিক পরিমাণে আলু উৎপাদন করেন এবং এমন এক ব্যবস্থা নেন যাতে জনগণ সারা বছর তা ভোগ করতে পারে। অপরদিকে তাঁর

বন্ধু নাবিল একজন পোশাক বিক্রেতা। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে তার দোকানটি গলির ভেতরে অবস্থিত হওয়ায় তিনি আশানুরূপ পোশাক বিক্রয় করতে পারেন না। ফলে তিনি কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হন।

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মূল উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিপণনের ক্ষেত্রে মি. সাদ এর কাজের ধরন কোনটি? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. নাবিলের ব্যবসায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে কোন কোন বিবেচ্য বিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্ম প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা হলো আত্মকর্মসংস্থান।

খ মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামের দুস্থ, শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মহিলাদেরকে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া।

মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় হলো শুধু মহিলাদের কর্মসংস্থানের নিমিত্তে পরিচালিত একটি সরকারি সংস্থা। মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় মূলত মহিলাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এ সংস্থাটি উদ্যোগী মহিলাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

গ বিপণনের ক্ষেত্রে মি. সাদ এর কাজের ধরনটি হলো গুদামজাতকরণ।

গুদামজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়। এমন অনেক পণ্য আছে যা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয় কিন্তু ব্যবহার হয় সারা বছর। বছরব্যাপী চাহিদা মেটানোর জন্য সেসকল পণ্য গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।

উদ্দীপকের মি. সাদ একজন আলু উৎপাদনকারী। আলুর মৌসুমে তিনি অধিক পরিমাণে আলু উৎপাদন করেন এবং এমন এক ব্যবস্থা করেন যেন জনগণ সারা বছর তা ভোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে মি. সাদ তার কাজের মাধ্যমে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করেছেন। এতে ভোক্তা বা ক্রেতারা এক মৌসুমে উৎপাদিত পণ্য দ্বারা অন্য মৌসুমে অর্থাৎ সারা বছর তাদের চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ করতে পারবেন। আর এক মৌসুমে উৎপাদিত পণ্য দ্বারা সারা বছর ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য একজন ব্যবসায়ী বিপণনের গুদামজাতকরণ কাজটি করে থাকেন। তাই বলা যায়, বিপণনের ক্ষেত্রে মি. সাদ গুদামজাতকরণের কাজটি সম্পাদন করেছেন।

ঘ নাবিলের ব্যবসায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে পর্যাপ্ত প্রাথমিক মূলধন ও উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এর অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ব্যবসায় সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য স্থায়ী ও চলতি মূলধন পর্যাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনীয় মূলধন নির্ধারণ ও সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে ব্যবসায়ের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এছাড়া সঠিক স্থান নির্বাচন একটি ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতার পেছনে প্রভাব ফেলে। তাই ব্যবসায়ে স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবিধ বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

উদ্দীপকের নাবিল একজন পোশাক বিক্রেতা। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে তিনি একটি গলির ভেতর দোকান দেন। এ কারণে তিনি আশানুরূপ পোশাক বিক্রয় করতে পারেন না। ফলে তিনি কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হন। এখানে নাবিল মূলত আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় প্রাথমিক মূলধন ও ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচন– এ দুটিকে প্রাধান্য দেননি।

নাবিল তার ব্যবসায়ে প্রাথমিক মূলধনের সংকটে ছিলেন। পর্যাপ্ত মূলধন না নিয়ে একটি গলির মধ্যে তিনি অল্প পুঁজিতে তার দোকানটি দেন। যে-কোনো ব্যবসায় সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পর্যাপ্ত মূলধন ব্যবসায়ের পূর্ণক্ষমতা ব্যবহারে সাহায্য করে। আবার গলির মধ্যে দোকান স্থাপন করায় নাবিল তার ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে ব্যর্থ হয়েছেন। যে-কোনো ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাঁচামালের সহজলভ্যতা, বাজারজাতকরণের সুবিধা, অবকাঠামোগত সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত, যা নাবিল করেননি। এতে করে তিনি তার দোকানে পণ্য আনতে, তা বাজারজাত করতে সমস্যায় পড়বেন। গলির মধ্যে হওয়ায় সেখানে ক্রেতা সমাগমও কম হবে। যা তার কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করবে। তাই বলা যায়, নাবিলের ব্যবসায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে প্রাথমিক মূলধন/পুঁজি ও উপযুক্ত স্থানের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৩ পরিবেশদূষণ কমাতে জনাব নিজামুল পরিত্যক্ত প্লাস্টিক সামগ্রীকে পুনঃব্যবহারযোগ্য করার উপায় খুঁজতে থাকেন। সে চিন্তা থেকে তিনি রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত প্লাস্টিক হতে শিশুদের বিভিন্ন খেলনা তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। তার কারখানায় কর্মচারী হিসেবে পনেরো জন বেকার যুবককে নিয়োগ দিয়েছেন। তাই উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে রপ্তানি করছেন। তিনি অল্প সময়ে একজন সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন এবং তার কর্মকাণ্ডের ফলে অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কী? ১

খ. দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব নিজামুলের প্লাস্টিক থেকে খেলনা তৈরি উদ্যোক্তার কোন গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনাব নিজামুল এর মতো উদ্যোক্তার ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যে-কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন জোগাড় করে কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করে, তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

খ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হলো 'রাজনৈতিক অস্থিরতা'।

রাজনৈতিক অস্থিরতা যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় যেমন দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয় তেমনি ব্যবসায় কর্মকাণ্ড চরমভাবে ব্যাহত হয়। এতে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাগণ নতুন কিছু করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে দেশে নতুন কোনো উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায় না। এমনকি দেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি বা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সঠিকভাবে হয় না।

তাই বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম বাধা 'রাজনৈতিক অস্থিরতা'।

গ জনাব নিজামুলের প্লাস্টিক থেকে খেলনা তৈরি উদ্যোক্তার সৃজনশীলতার গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

একজন উদ্যোক্তা নানারকম গুণের অধিকারী হয়ে থাকে। তন্মধ্যে সৃজনশীলতার গুণটি অন্যতম। সৃজনশীল ব্যক্তি তার মেধা ও মনন দিয়ে নতুন নতুন জিনিস তৈরি করেন। এ সৃজনশীলতা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। আর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা হলো নতুন নতুন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এবং সম্ভাবনা সৃষ্টি।

উদ্দীপকের জনাব নিজামুল পরিবেশদূষণ কমাতে পরিত্যক্ত প্লাস্টিক সামগ্রীকে পুনঃব্যবহারযোগ্য করার উপায় খুঁজতে থাকেন। সে চিন্তা থেকে তিনি রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত প্লাস্টিক হতে শিশুদের বিভিন্ন খেলনা তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। এখানে নিজামুলের মধ্যে নতুন সৃষ্টিশীল কিছু করার ক্ষমতা ফুটে উঠেছে। পরিত্যক্ত প্লাস্টিক হতে খেলনা সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে অর্থনীতিতে নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আর এ বিষয়টি মূলত সৃজনশীলতার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। আর 'সৃজনশীলতা' উদ্যোক্তার গুণাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, নিজামুলের প্লাস্টিক থেকে খেলনা তৈরি উদ্যোক্তার সৃজনশীলতার গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনাব নিজামুল এর মতো উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্যোক্তাগণ উদ্যোগমূলক কাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করেন। তারা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসাধারণ অবদান রাখেন। উদ্যোক্তারা তাদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে নতুন নতুন চাহিদাসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকেন।

উদ্দীপকের জনাব নিজামুল তার সৃজনশীলতাগুণকে কাজে লাগিয়ে পরিত্যক্ত প্লাস্টিককে পুনঃব্যবহার করে শিশুদের খেলনা তৈরির একটি কারখানা স্থাপন করেন। তার কারখানায় কর্মচারী হিসেবে তিনি পনেরো জন বেকার যুবককে নিয়োগ দিয়েছেন। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি তার কারখানায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করছেন। অল্প সময়ে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন এবং তার কর্ম-কাণ্ডের ফলে অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। তার এসকল কাজ দেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। জনাব নিজামুল ব্যবসায় উদ্যোগ নিয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন, পাশাপাশি তিনি আরও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। তার এ উদ্যোগ দেশের অন্যান্য বেকারদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ফলে তারা লেখাপড়া শিখে চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যের কর্মসংস্থান তৈরিতেও সচেষ্ট হবে। এতে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর বেকার সমস্যা সমাধান হবে। এতে দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জনাব নিজামুল বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করবে, যা দেশের জাতীয় আয়কে বৃদ্ধি করবে। তাছাড়া প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশকে দূষিত করবে। তাই প্লাস্টিককে পুনরায় ব্যবহার করে খেলনা তৈরি করায় পরিবেশদূষণ কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। আর পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার তার এই প্রয়াস তার মতো আরো অনেককে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই বলা যায়, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনাব নিজামুলের মতো উদ্যোক্তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

প্রশ্ন ▸ ০৪ প্রিতম, শুভ ও সিফাত সমঝোতার ভিত্তিতে রহিম গার্মেন্টস নামে একটি তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপন করেন। সিফাত মূলধন বিনিয়োগ না করলেও ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট সুনাম ছড়িয়ে রয়েছে। অপরদিকে প্রিতমের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. "অংশীদারি সম্পর্ক সৃষ্টি হয় চুক্তি থেকে, মর্যাদা থেকে নয়"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সিফাত কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রহিম গার্মেন্টস বন্ধ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি এড়ানোর জন্য চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা এককালীন বা নিয়মিত কিস্তিতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিমাকারীকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন ও চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়। চুক্তিই হলো এ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি।

চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারদের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক বলে। এরূপ সম্পর্কের মাধ্যমেই এ ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। অংশীদারদের মধ্যে অন্য সম্পর্কও থাকতে পারে, তবে ব্যবসায় পরিচালনায় সেই সম্পর্ক মুখ্য বিবেচিত হয় না, চুক্তির বিষয়বস্তুই মুখ্য বিবেচিত হয়। আর এ কারণেই বলা হয়, অংশীদারি সম্পর্ক সৃষ্টি হয় চুক্তি থেকে, মর্যাদা থেকে নয়।

গ উদ্দীপকে সিফাত নামমাত্র অংশীদার।

যেসকল অংশীদারগণ ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ করে না এবং ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না, তবে চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ বা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নিজের সুনাম ব্যবহারের অনুমতি দেয় তাকে নামমাত্র অংশীদার বলে।

উদ্দীপকের প্রিতম, শুভ ও সিফাত সমঝোতার ভিত্তিতে রহিম গার্মেন্টস নামে একটি তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপন করেন। সিফাত মূলধন বিনিয়োগ না করলেও ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট সুনাম ছড়িয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে সিফাতের তার সুনাম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায় 'রহিম গার্মেন্টস' সেই সুনাম বা খ্যাতি ব্যবহার করে ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করতে পারবে। তবে তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো অংশ নিতে পারবে না এবং তার দায় অন্যান্য সাধারণ অংশীদারদের মতো অসীম নয়। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ নামমাত্র অংশীদারদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সিফাত একজন নামমাত্র অংশীদার।

ঘ উদ্দীপকে রহিম গার্মেন্টস বন্ধ হওয়ার কারণ হলো অংশীদারের মৃত্যুতে বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে বিলোপসাধন।

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪২ ধারায় বলা হয়েছে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোনো ঘটনার উদ্ভব হয়ে থাকলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে বিলোপসাধন করা যায়। এ ঘটনাগুলো হলো ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে, নির্দিষ্ট কাজ শেষ হলে, কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে অথবা কোনো অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে।

উদ্দীপকের 'রহিম গার্মেন্টস' একটি অংশীদারি ব্যবসায়। প্রিতম, শুভ ও সিফাত সমঝোতার ভিত্তিতে এই ব্যবসায়টি শুরু করেছেন। সিফাত মূলধনের পরিবর্তে তার সুনাম ব্যবসায়টিতে বিনিয়োগ করে। অপরদিকে প্রিতমের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কেননা অংশীদারি আইন অনুযায়ী কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে বিলোপসাধন ঘটবে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি হলো চুক্তিপত্র। এই চুক্তি অনুযায়ীই অংশীদারি ব্যবসায়টি পরিচালিত হয়। রহিম গার্মেন্টস যেহেতু একটি অংশীদারি ব্যবসায় তাই এটিও চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই ব্যবসায়ের একজন অংশীদার হলেন প্রিতম, যার মৃত্যুর কারণে সে আর ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নিতে পারবে না। এছাড়া ব্যবসায়টিতে প্রিতমসহ আর একজন অংশীদার মূলধন বিনিয়োগ করেন তাই প্রিতমের মৃত্যুতে ব্যবসায়টিতে মূলধনজনিত জটিলতা দেখা দিবে। যেহেতু ব্যবসায়টির চুক্তিপত্র তিনজন অংশীদার নিয়ে সাজানো হয়েছে, তাই একজন অংশীদারের মৃত্যুতে চুক্তিপত্রটি অকার্যকর হয়ে পড়বে। তাই অংশীদারি আইনের ৪২ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে বিলোপসাধন ঘটবে। তাই বলা যায়, রহিম গার্মেন্টস বন্ধের কারণটি হলো বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে এর বিলোপসাধন।

প্রশ্ন ▸ ০৫ জনাব মামুন বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ময়দা ও চিনি আমদানি করার পর ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির আশায় মজুদ করে রাখেন। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ২,০০,০০০ টাকা জরিমানা করেন। এর ফলে তিনি মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে তার বন্ধু সোহান আমদানিকৃত ও দেশের অভ্যন্তরে সংগৃহীত খাদ্যজাত পণ্য সুলভে নিয়মিত সরবরাহ করেন। এছাড়াও তিনি বিক্রয়কর্মীদের নির্ধারিত শ্রমের মূল্য ও যথাযথ পাওনাদি পরিশোধ করেন।

ক. নৈতিকতা কী? ১

খ. মুনাফা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব মামুন কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সোহানের কার্যক্রম উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৈতিকতা বলতে মানুষের ভালো-মন্দের বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক গ্রহণ করাকে বোঝায়।

খ মুনাফা বলতে একটি কোম্পানি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় পরিশোধ করার পর যে অবশিষ্ট মূল্য থাকে তাকে বোঝায়।

যে-কোনো ব্যবসায় শুরু করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। বিনিয়োগকৃত এ অর্থ দ্বারাই ব্যবসায়ের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। এ অর্থ বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ব্যবসায় যা আয় করে তা থেকে ব্যবসায়ের মোট ব্যয় বাদ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই মুনাফা হিসেবে বিবেচ্য। এই মুনাফা অর্জনকে উদ্দেশ্য করেই প্রত্যেকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত ও পরিচালিত হয়।

গ জনাব মামুন সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

সমাজ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেই ব্যবসায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। তাই ব্যবসায়ীদেরও সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পণ্যের মজুতদারি না করা প্রভৃতি সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের দায়বদ্ধতার অন্তর্গত।

উদ্দীপকের জনাব মামুন বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ময়দা ও চিনি আমদানি করে ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির আশায় মজুদ করে রাখেন। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ২,০০,০০০ টাকা জরিমানা করেন। সাধারণত মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে, পরবর্তীতে চাহিদা বাড়লে তা অতিরিক্ত দামে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে তারা মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনা না করেই নিজেদের মনগড়া পণ্যমূল্য নির্ধারণ করেন। এভাবে পণ্য মজুত করে মানুষের ক্ষতিসাধন করা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনের পরিপন্থি। তাই বলা যায়, জনাব মামুন ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেননি।

ঘ সোহান তার কার্যক্রম দ্বারা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজের কিছু মঙ্গলময় বা কল্যাণমূলক কাজ করাকে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে। সমাজ থেকে ব্যবসায়ীর যেমন কিছু পাওয়ার রয়েছে তেমনি তারও সমাজকে কিছু দেওয়ার রয়েছে। এ লক্ষ্যেই একজন ব্যবসায়ী সমাজের বিভিন্ন পক্ষ যথা– রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা ও ভোক্তা, শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকের সোহান আমদানিকৃত ও দেশের অভ্যন্তরে সংগৃহীত খাদ্যজাত পণ্য সুলভে নিয়মিত সরবরাহ করেন। এছাড়াও তিনি বিক্রয়কর্মীদের নির্ধারিত শ্রমের মূল্য ও পাওনাদি যথাযথ পরিশোধ

করেন। অর্থাৎ একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি তার ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতাও পালন করে থাকেন।

সোহান তার সংগৃহীত খাদ্যজাত পণ্য সুলভ মূল্যে বিক্রি করেন। এতে ক্রেতারা তাদের কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি সহজে পেয়ে থাকেন। তাছাড়া নিয়মিত বাজারে পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে তিনি পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করেন। তার এসকল কাজ ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি তার দায়বদ্ধতাকে নির্দেশ করে। তাছাড়া বিক্রয় কর্মীদের ন্যায্য শ্রমের মূল্য ও যথাযথ পাওনা পরিশোধের মাধ্যমে তিনি শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেছেন। অর্থাৎ সোহান ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি দায়বদ্ধতা ও শ্রমিক-কর্মচারীর প্রতি দায়বদ্ধতা যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাই বলা যায়, সোহান সামাজিক দায়বদ্ধতা মেনে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জনাব হাবিবুর রহমান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ ও বাবার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে পোলট্রি খামার স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে ১০০টি মুরগি নিয়ে খামার শুরু করলেও একবছরের মধ্যে তার খামারের মুরগির সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০০টি। তার সাফল্য দেখে গ্রামের বেকার যুবকরা পোলট্রি খামার তৈরি করতে আগ্রহী হচ্ছে। জনাব হাবিবুর রহমান আগ্রহী বেকার যুবকদের পোলট্রি খামার তৈরি করতে বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

ক. নট্রামস কী? ১
খ. ব্যবসায়ে আর্থিক ঝুঁকি কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব হাবিবুর রহমানের কর্মসংস্থানের ধরন বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কর্মসংস্থান তৈরিতে জনাব হাবিবুর রহমানের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক নট্রামস হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনার প্রশিক্ষণ প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান।

খ ব্যবসায় থেকে বছরে উদ্যোক্তার কাঙ্ক্ষিত মুনাফা থেকে বাস্তবে অর্জিত মুনাফা কম হলে যে ঝুঁকির সৃষ্টি হয় তাকে আর্থিক ঝুঁকি বলে। আর্থিক ঝুঁকি প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ভবিষ্যৎ আয়ের অনিশ্চয়তা থেকে সৃষ্টি হয়। একটি নির্দিষ্ট অর্থ বছরে একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসা হতে যে পরিমাণ মুনাফা প্রাপ্তির আশা করেন বাস্তবে সে পরিমাণ মুনাফা নাও হতে পারে। এরূপ ব্যবসায়ে প্রত্যাশিত মুনাফা ও অর্জিত মুনাফার পার্থক্যের ফলেই আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

গ জনাব হাবিবুর রহমানের কর্মসংস্থানের ধরন হলো আত্মকর্মসংস্থান।

নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়। আত্মকর্মসংস্থান একটি স্বাধীন ও সম্মানজনক পেশা।

উদ্দীপকের জনাব হাবিবুর রহমান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ ও বাবার নিকট হতে অর্থ নিয়ে পোল্ট্রি খামার স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে ১০০টি মুরগি নিয়ে খামার শুরু করলেও এক বছরের মধ্যে তার খামারের মুরগির সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০০টি। তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামের বেকার যুবকরা পোল্ট্রি খামার স্থাপনে আগ্রহী হচ্ছে। যেহেতু জনাব হাবিবুর রহমান নিজ দক্ষতা ও সামান্য পুঁজি নিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি খামার স্থাপন করেন সেহেতু তার কর্মসংস্থানের ধরন হলো আত্মকর্মসংস্থান।

ঘ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্দীপকের জনাব হাবিবুর রহমান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কর্মসংস্থানের একটি অন্যতম উপায় হলো আত্মকর্মসংস্থান। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার কর্মসংস্থান করে বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। এছাড়া একজন আত্মকর্মসংস্থানকারীকে দেখে বেকার যুবসমাজ আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয়, যা দেশের বেকারত্ব হ্রাসে সহায়ক।

উদ্দীপকের জনাব হাবিবুর রহমান নিজস্ব পুঁজি, জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে পোল্ট্রি খামার স্থাপনের মাধ্যমে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। নিজের দক্ষতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি সফলতা অর্জন করেন। তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামের বেকার যুবকেরাও খামার স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বেকার যুবকদের বেকারত্ব লাঘবে আত্মকর্মসংস্থান অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি তার সফলতা দ্বারা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। তাছাড়া তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি বেকার যুবকদের পরামর্শ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এতে বেকার যুবকরা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেরাও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ফলে দেশে বেকার সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পায়। উদ্দীপকের জনাব হাবিবুর রহমানও ঠিক একইভাবে বেকার যুবকদের পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মারুফ ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর চাকরি না পেয়ে স্থানীয় বাজারে একটি মুদির দোকান দেন। অত্যধিক খাটুনি, দক্ষ সেবা ও সততার জন্য তার ব্যবসায়ে সুনাম বাড়তে থাকে। এখন ব্যবসায়টি শহরে স্থানান্তরের চিন্তা করছেন। কিন্তু প্রচার কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় তিনি ব্যবসায় উন্নয়নে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১
খ. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে কোনটির কারণে মারুফ ব্যবসায় উন্নয়নে বাধার সম্মুখীন হন? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্যোক্তা হিসেবে মারুফের গুণাবলি আলোচনা করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

<u>৭নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

খ কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি।

বাংলাদেশে চাকরি একটি জনপ্রিয় পেশা। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত-অশিক্ষিত যুব সমাজের একমাত্র লক্ষ্য থাকে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি। নির্দিষ্ট আয়ের সুযোগ, সামাজিক সম্মান, আয়ের নিরাপত্তা, ঝুঁকি কম, পদোন্নতির সুযোগ ইত্যাদি কারণে এ পেশাটি দেশের যুবসমাজের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। এছাড়া দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও চাকরির প্রতি উৎসাহিত করে। মূলত এসকল সুযোগ সুবিধার কারণেই চাকরি কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত।

গ ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের কারণে মারুফ ব্যবসায় উন্নয়নে বাধার সম্মুখীন হন।

যে-কোনো ব্যবসায়ের মূল চালিকাশক্তি হলো অর্থ। ব্যবসায় স্থাপন থেকে শুরু করে এর পরিচালনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হয়। পর্যাপ্ত অর্থের যোগান যেমন ব্যবসায়ের সকল কার্যক্রমকে সচল রাখে তেমনি এই অর্থের অভাব ব্যবসায়কে বাধাগ্রস্ত করে। তাই ব্যবসায়ের সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থসংস্থানের প্রয়োজন হয়।

উদ্দীপকের মারুফ ব্যবসায় শিক্ষা থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ডিগ্রি অর্জনের পর চাকরি না পেয়ে তিনি স্থানীয় বাজারে একটি মুদির দোকান দেন। ব্যবসায়টি সফল হবার পর তিনি তা শহরে স্থানান্তরের চিন্তা করছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় তিনি ব্যবসায় উন্নয়নে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। ব্যবসায় উন্নয়নে অর্থের অপর্যাপ্ততা একটি অন্যতম বাধা। অর্থের অভাবে একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় সচল রাখতে, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হন। নিরবচ্ছিন্ন অর্থের সংস্থান একটি ব্যবসায়ের সফলতার দ্বার উন্মোচন করে। তাই বলা যায়, প্রয়োজনীয় অর্থ-সংস্থানের অভাবে জনাব মারুফের ব্যবসায় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

ঘ উদ্যোক্তা হিসেবে মারুফের মধ্যে সাহস, কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, নমনীয়তা প্রভৃতি গুণাবলি ফুটে উঠেছে।

যেব্যক্তি দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে ফলাফল অনিশ্চিত জেনেও ব্যবসায় স্থাপন করেন ও সফলভাবে পরিচালনা করেন, তাকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলা হয়। জন্মসূত্রেই একজন উদ্যোক্তা বহু ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী হন। আত্মবিশ্বাস, উদ্যম, সাহস, নমনীয়তা, কঠোর পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা প্রভৃতি উদ্যোক্তার গুণাবলির আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকের মারুফ চাকরি না পেয়ে বাজারে একটি মুদির দোকান দেন। অত্যধিক খাটুনি, দক্ষ সেবা ও সততার জন্য তার ব্যবসায়ের সুনাম বাড়তে থাকে। ব্যবসায় সম্প্রসারণে তিনি ব্যবসায়টি শহরে স্থানান্তরের চিন্তা করেন। কিন্তু প্রচার কাজে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তিনি ব্যবসায় উন্নয়নে বাধাগ্রস্ত। এক্ষেত্রে মারুফ অর্থের অভাবে ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হলেও তার মধ্যে একজন সফল উদ্যোক্তার বিবিধ গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে। আর এ সকল গুণাবলিই তাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ব্যবসায় একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এতে যেমন রয়েছে অসীম লাভের সম্ভাবনা তেমনি রয়েছে লোকসানের ভয়। মারুফ ব্যবসায় স্থাপন করে লাভ-লোকসানের অনিশ্চয়তা থেকে যে ঝুঁকিটি নিয়েছেন তাতে বোঝা যায়, তার মধ্যে উদ্যোক্তার অন্যতম গুণ সাহস ও ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। তিনি তার ব্যবসায়ে অত্যধিক পরিশ্রম করেন, আবার তিনি তার গ্রাহকদের দক্ষ সেবাও প্রদান করে থাকেন, যা তার কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ও দক্ষতা-এ গুণ দুটিকে নির্দেশ করে। এর পাশাপাশি তিনি সততার সাথে তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন। আর সততা প্রত্যেক উদ্যোক্তার একটি অবশ্য পালনীয় বিষয়। আবার ব্যবসায় স্থানান্তরের মাধ্যমে তিনি তার মধ্যে যে নমনীয়তার গুণটি রয়েছে তা প্রকাশ করেছেন। তাই বলা যায়, মারুফের মধ্যে একজন উদ্যোক্তার উপর্যুক্ত গুণগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ জনাব সুমন একজন উদ্ভাবক। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি সৌরশক্তিচালিত পানি সেচের যন্ত্র আবিষ্কার করেন যেটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচ যন্ত্র থেকে আলাদা। জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে এটি প্রথম স্থান অধিকার করে। তিনি এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে নিজের নাম ছাড়াই বাজারজাত করেন এবং ব্যাপক সাড়া পান। কিছুদিনের মধ্যেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার এ যন্ত্র নকল করে অন্য নাম ব্যবহার করে বাজারজাত করে। কিন্তু তিনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। ফলে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

ক. ফ্রানসাইজিং কী? ১

খ. লাইসেন্স বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব সুমনের পানি সেচ যন্ত্রটি কোন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব সুমন কোনো আইনি সহায়তা না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

<u>৮নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক কোনো খ্যাতনামা কোম্পানির নাম ব্যবহার এবং এর পণ্য তৈরি, বিক্রি বা বিতরণ করার অধিকারকে ফ্রানসাইজিং বলে।

খ লাইসেন্স বলতে ব্যবসায় শুরু করার অনুমতিপত্রকে বোঝায়।

যে-কোনো ব্যবসায় শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয় বা নিবন্ধন করতে হয়। আর এই অনুমোদনই হলো লাইসেন্স। অনুমোদন বা নিবন্ধন করার পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের। একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যদি এর অবস্থান পৌর এলাকার ভিতরে হয় তাহলে পৌর কর্তৃপক্ষের এবং পৌর এলাকার বাইরে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে।

গ উদ্দীপকের জনাব সুমনের পানিসেচ যন্ত্রটি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

মনন ও মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজই মেধাসম্পদ। শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোক্তার মেধাসম্পদ বলতে ঐসব মূল্যবান সম্পদকে বোঝায় যা সে দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে উদ্ভাবন করেছে। ব্যবসায়, শিল্পে বা বাণিজ্যে প্রয়োগ উপযোগী আবিষ্কার, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম, নকশা, প্রতীক, নাম

ইত্যাদি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের জনাব সুমন একজন উদ্ভাবক। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি সৌরশক্তিচালিত পানিসেচের যন্ত্র আবিষ্কার করেন যেটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচযন্ত্র থেকে আলাদা। এখানে জনাব সুমন দীর্ঘ সময় ও মেধা ব্যয় করে নিজের উদ্ভাবন শক্তি ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে সেচযন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন যা সর্বজনস্বীকৃত এবং জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে এটি প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তাই বলা যায়, জনাব সুমনের আবিষ্কৃত যন্ত্রটি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের জনাব সুমন পেটেন্ট চুক্তি না থাকায় তিনি কোনো আইনি সহায়তা পাননি।

পেটেন্ট হলো এক ধরনের মেধাসম্পদ। পেটেন্টের মাধ্যমে আবিষ্কারের জন্য আবিষ্কারককে তার স্বীকৃতিস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একচেটিয়া মালিকানা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক ও সরকারের মধ্যে চুক্তি হয়। আবিষ্কারককে পেটেন্টটি প্রদানের অর্থ হলো এই নির্দিষ্ট সময়ে অন্য কেউ এটি তৈরি, ব্যবহার এবং বিক্রয় করতে পারবে না।

উদ্দীপকের জনাব সুমন একজন উদ্ভাবক। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি সৌরশক্তিচালিত পানিসেচের যন্ত্র আবিষ্কার করেন যেটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচযন্ত্র থেকে আলাদা। তিনি এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে বাজারে ছাড়েন এবং ব্যাপক সাড়া পান। তবে কিছুদিনের মধ্যেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার এ যন্ত্র নকল করে বাজারজাত করে। কিন্তু তিনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি।

উদ্দীপকের জনাব সুমন তার উদ্ভাবিত সেচযন্ত্রটির জন্য কোনো পেটেন্ট চুক্তি গ্রহণ করেননি। শিল্পোদ্যোক্তার পরিশ্রমলব্ধ উদ্ভাবন নকল বা অন্য কোনো উপায়ে তৈরি বা বিক্রি করে যাতে আর্থিক সুবিধা অর্জন না করতে পারে তাই তার ব্যবস্থাস্বরূপ একজন শিল্পোদ্যোক্তা পেটেন্ট করে থাকেন। পেটেন্টকৃত কোনো পণ্য কেউ নকল করে বাজারজাত করলে সহজেই এর আইনি প্রতিকার পাওয়া যায় এবং আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। তাই বলা যায়, জনাব সুমনের আইনি সহায়তা না পাওয়ার মূল কারণ হলো তার আবিষ্কৃত যন্ত্রটির পেটেন্ট করা ছিল না।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব রইছুল ইসলাম তার কারখানার জন্য কিছু অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ দেন। এছাড়াও কিছু নতুন ব্যক্তির নিয়োগদানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেন। কিছুদিন পরে সুজিত নামে একজন কর্মীকে দুর্নীতির দায়ে চাকরি হতে অপসারণ করেন। তিনি নারী-পুরুষের কাজের ভেদাভেদ না করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন এবং যারা ভালো কাজ করেন তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। মাঝে মাঝে তিনি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হাতে নিয়ে দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে অধিক মুনাফা অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠানে একজন আদর্শ নেতা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন।

ক. ব্যবস্থাপনা কী? ১

খ. জেন্ডার সচেতননা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রইছুল ইসলামের ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজটির ধরন কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রইছুল ইসলামের আদর্শ নেতার গুণাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে দক্ষতার সাথে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশলই হলো ব্যবস্থাপনা।

খ নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকাকে জেন্ডার সচেতনতা বলে।

আর জেন্ডার সচেতনতা হলো নারী কিংবা পুরুষের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন থেকে তাদের উভয়ের ন্যায্য অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখা। একজন ব্যক্তি তথা নেতা তিনি নারী বা পুরুষ যেই হোন না কেন তাকে অবশ্যই তার সহকর্মী নারী-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করাই মূলত জেন্ডার সচেতনতার মূল বিষয়।

গ জনাব রইছুল ইসলামের ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজটি হলো কর্মীসংস্থান। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উপাদান হচ্ছে তার কর্মীবাহিনী। একে ব্যবসায়ের অন্যতম মানবিক সম্পদ বিবেচনা করা হয়। কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, পদোন্নতি, বদলি, ছাঁটাই প্রভৃতি কাজ কর্মীসংস্থানের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের জনাব রইছুল ইসলাম তার কারখানার জন্য কিছু অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ দেন। এছাড়াও কিছু নতুন ব্যক্তির নিয়োগদানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেন। কিছুদনি পর তার কারখানাতে কর্মরত সুজিত নামক এক কর্মীকে দুর্নীতির দায়ে চাকরি হতে অপসারণ করেন। এ সকল কার্যক্রম মূলত ব্যবস্থাপনার একটি কার্যক্রম কর্মীসংস্থানের সাথে জড়িত। যেহেতু জনাব রইছুল কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন ও নিয়োগ করেন এবং দুর্নীতির দায়ে একজন কর্মীকে ছাঁটাইও করেন সেহেতু তিনি একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মীসংস্থানের কাজটি প্রথমে সম্পাদন করেন। তাই বলা যায়, জনাব রইছুলের প্রথম কাজটি হলো কর্মীসংস্থান।

ঘ জনাব রইছুল ইসলামের মধ্যে আদর্শ নেতার সাহসী সাংগঠনিক ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও জেন্ডার সচেতনতা-এ সকল গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে।

যিনি নেতৃত্ব দেন তাকেই নেতা বলা হয়। নেতার কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উৎসাহিত ও পরিচালিত করা। নেতৃত্বদানের কঠিন দায়িত্বশীল কাজটি সম্পাদনের জন্য একজন নেতার বহুবিধ গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। কেননা উপযুক্ত নেতৃত্ব যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে, তেমনি নেতার অযোগ্যতা প্রতিষ্ঠানকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

উদ্দীপকের জনাব রইছুল একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ের জন্য কতিপয় কিছু অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ দেন। অসততার জন্য তিনি এক কর্মীকে চাকরিচ্যুত করেন। তিনি নারী-পুরুষের কাজের কোনো ভেদাভেদ না করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন এবং যারা

ভালো কাজ করেন তাদের পুরস্কৃত করেন। মাঝে মাঝে তিনি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ অনেক দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে অধিক মুনাফা অর্জন করেন। জনাব রইছুলের মধ্যে আদর্শ নেতার বিবিধ গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে, যা তাকে একজন আদর্শ নেতা হিসেবে মর্যাদা দান করেছে।

জনাব রইছুল তার কারখানায় অভিজ্ঞ লোক নিয়োগদান করেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা দ্বারা এই কর্মী নিয়োগ করেন এবং কোন দায়িত্বের জন্য কে উপযুক্ত তা বাছাই করেন, যা একজন নেতার সাংগঠনিক দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ। প্রতিষ্ঠানের অসৎ ব্যক্তিকে অপসারণ করার মাধ্যমে তিনি একটি যথপোযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যথাসময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। এক্ষেত্রে তিনি তার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা থেকে প্রতিষ্ঠানে একজন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মী থাকার নেতিবাচক দিকসমূহ বিবেচনা করে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। এছাড়া কর্মীদের ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করে তিনি অধঃস্তনদের আস্থা ও মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে জেন্ডার সচেতনতার গুণটি বিদ্যমান থাকায় তিনি তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী-পুরুষদের সমান চোখে দেখেন এবং তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন। এছাড়া তার মধ্যে সাহস থাকায় তিনি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং কাজে হাত দিয়ে দক্ষতার সাথে কাজটি সম্পাদন করে অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হন। তাই বলা যায়, জনাব রইছুল ইসলামের মধ্যে আদর্শ নেতার বিবিধ গুণ বিদ্যমান থাকায় সে নিজেকে একজন আদর্শ নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি. হাবিব নিউ মার্কেটে একটি নতুন শাড়ির দোকান দেন এবং সবাইকে অবহিত করার জন্য আকর্ষণীয় লিফলেট তৈরি করে এলাকায় বিতরণ করেন। বাহারি শাড়ির অপূর্ব সমাহার উল্লেখ করে পোস্টার ও ব্যানার লাগান। এতে তার দোকান সম্পর্কে সবাই জানতে পারে। পরে তিনি বিশেষভাবে জোর দেন বিক্রয়কর্মীর দক্ষতা বাড়ানো ও তাদের আচরণের উন্নয়ন সাধনে। এতে তিনি সফল হন।

ক. প্রমিতকরণ কী? ১

খ. বিক্রয়িকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. হাবিব প্রথমে বিপণন প্রসারে কোন কৌশল প্রয়োগ করেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. হাবিবের গুণাবলি ব্যাখ্যা করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যের ওজন, গুণাগুণ, রং ও আকার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পণ্যের মান নির্ধারণ করাকে প্রমিতকরণ বলে।

খ ক্রেতা আকর্ষণ করার কৌশল বা দক্ষতাকে বিক্রয়িকতা বলে।

এর মাধ্যমে একজন বিক্রয়কর্মী তার দক্ষতা ও কৌশলকে কাজে লাগিয়ে সে সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট পণ্য বা সেবাসামগ্রী বিক্রয় করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও তিনি তার নিজ গুণে ব্যবসায় ও পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করে তাদেরকে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করে থাকে।

গ মি. হাবিব প্রথমে বিপণন প্রসারে বিজ্ঞাপন কৌশল প্রয়োগ করেন।

বিজ্ঞাপন হচ্ছে পণ্য বা সেবাসামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি উপায় বা কৌশল। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে খুব সহজেই ক্রেতাসাধারণকে পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করা যায়। টিভি, রেডিও, পত্রিকা, লিফলেট, ম্যাগাজিন, পরিবহণ, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, ইন্টারনেট বিজ্ঞাপনের অন্যতম কিছু মাধ্যম।

উদ্দীপকের মি. হাবিব নিউ মার্কেটে একটি নতুন শাড়ির দোকান দেন এবং সবাইকে অবহিত করার জন্য আকর্ষণীয় লিফলেট তৈরি করে এলাকায় বিতরণ করেন। লিফলেটের পাশাপাশি প্রচারকার্যে তিনি পোস্টার ও ব্যানারও লাগান। তার এই প্রচারকার্যের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণ তার দোকানের শাড়ির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য ও মূল্য সম্পর্কে জানতে পারবে। ফলে তার পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ হবে এবং তথ্যগত বাধা দূর হবে। এতে তার দোকানের বিক্রি ও সুনাম বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ বিজ্ঞাপণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. হাবিব বিপণন প্রসারে বিজ্ঞাপন কৌশলটি প্রয়োগ করেছেন।

ঘ মি. হাবিবের মধ্যে বিক্রয়কর্মীর মানসিক, নৈতিক ও অন্যান্য গুণাবলিসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসার ও সফলতা অর্জনে একজন বিক্রয়কর্মীর ভূমিকা অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা একজন বিক্রয়কর্মীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই তাকে বিবিধ গুণের অধিকার হতে হয়।

উদ্দীপকের মি. হাবিব নিউ মার্কেটে একটি শাড়ির দোকান দেন। দোকানটির প্রচারে তিনি আকর্ষণীয় লিফলেট তৈরি করেন এবং তা এলাকায় বিতরণ করেন। বাহারি শাড়ির অপূর্ব সমাহার উল্লেখ করে তিনি পোস্টার ও ব্যানারও লাগান। এতে তার দোকান সম্পর্কে সবাই জানতে পারেন। পরে তিনি বিশেষভাবে জোর দেন বিক্রয়কর্মীর দক্ষতা বাড়ানো ও তাদের আচরণের উন্নয়নসাধনে। এতে তিনি সফল হন।

মি. হাবিব দোকানের মালিক হিসেবে বিপণনের সকল কার্য সম্পাদন করে থাকেন। আর এ কাজগুলো তখনই সে যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারবে যখন তার বিপণন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকবে। এই জ্ঞানের কারণেই তিনি তার দোকানের জন্য পণ্য নির্বাচন, পণ্য সংগ্রহ, মূল্যনির্ধারণ, পর্যায়িতকরণ, প্যাকিং ইত্যাদি কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারবে। এছাড়া তিনি বিক্রয়কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের আচরণ উন্নয়নে জোর দেন অর্থাৎ তিনি তার দোকানে বিক্রয় বৃদ্ধিতে বিক্রয়কর্মীর আচার-আচরণকে প্রাধান্য দেন। তাই একজন বিক্রয়কর্মী হিসেবে তিনি ক্রেতাদের প্রতি আন্তরিক ব্যবহার করবে, যা তার দোকানের সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তার ভদ্র, নম্র, অমায়িক ব্যবহারে ক্রেতারা তার পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ হবে। একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মী হিসেবে সে ক্রেতাদের সকল বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে। আর এ সকল গুণাবলির সমন্বিত প্রয়োগেই মি. হাবিব সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে। তাই বলা যায়, দোকানের বিক্রয়কর্মী হিসেবে মি. হাবিবের মধ্যে বিক্রয়কর্মীর মানসিক, নৈতিক ও অন্যান্য গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▸ ১১ মি. কবির বি,কম পাশ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি বাড়িতে ফিরে নিজেদের অব্যবহৃত দুই বিঘা আয়তনের পুকুরটি সংস্কার করেন এবং তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তরভিত্তিক মাছ চাষ শুরু করেন। এতে তিনি স্তর ভিত্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল মাছ ব্যবসায়ী। তাঁর এই কার্যক্রম এখন অনেকেই অনুসরণ করছে।

ক. মেধাসম্পদ কী? ১

খ. ব্যবসায় পরিবেশের কোন উপাদানটি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. কবিরের কার্যক্রম কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে মি. কবিরের ব্যবসায়ের ভূমিকা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[য. বো. ২০২৩]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনন ও মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজকে মেধাসম্পদ বলে।

খ ব্যবসায় পরিবেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উপাদানটি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।

শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিতে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণত দেখা যায়, যেসকল দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশে উন্নত তারা ব্যবসা বাণিজ্যেও উন্নত। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করা। ফলে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মি. কবিরের কার্যক্রম প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

যে শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন- নার্সারি, হ্যাচারি ইত্যাদি। এ ধরনের শিল্পে মূলত প্রজনন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়।

উদ্দীপকের মি. কবির বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তরভিত্তিক মাছ চাষ শুরু করেন। এতে তিনি স্তরভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করেন। তার চাষকৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছগুলো যখন বড় হবে তখন সেগুলো থেকে আবার মাছের রেণু বা পোনা উৎপাদন হবে। এভাবে চাষকৃত মাছকে পুনরায় মাছের রেণু বা পোনা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় মূলত প্রজনন শিল্পে। এ ধরনের শিল্প প্রক্রিয়া ব্যবহার করেই মৎস্য চাষের পাশাপাশি বীজ থেকে চারা উৎপাদন, গাছপালা ও প্রাণীর বংশ বৃদ্ধি করাসহ প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করা হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মি. কবিরের কার্যক্রম প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নে মি. কবিরের ব্যবসায়ের ভূমিকা অপরিসীম।

যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায় বা শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পখাতে উন্নয়ন ছাড়া দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। যে-কোনো দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজ বিস্তৃত হয় শিল্পের প্রসার দ্বারা।

উদ্দীপকের মি. কবির বি. কম পাশ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে নিজ বাড়ির অব্যবহৃত দুই বিঘা আয়তনের পুকুরটি সংস্কার করেন এবং তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তরভিত্তিক মাছ চাষ শুরু করেন। এতে তিনি স্তরভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। তার এই কার্যক্রম এখন অনেকেই অনুসরণ করছেন। তার এই ব্যবসায় যেমন তার উন্নয়ন ঘটাবে ঠিক তেমনি অর্থনীতিতেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

মি. কবিরের ব্যবসায় স্থাপনের মাধ্যমে সে নিজের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। তার ব্যবসায়ের সফলতা দেখে অনেক বেকার যুবক-যুবতি চাকরির আশায় বসে না থেকে নিজ উদ্যোগে এরূপ ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী হবে এবং নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া মি. কবিরের ব্যবসায়ে আরও মানুষের প্রয়োজন হবে। এতে করে তার ব্যবসায়ের দ্বারা আরো লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে দেশে বেকারত্বের সংখ্যা হ্রাস পাবে। মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। তাছাড়া তার চাষকৃত মাছ বিদেশে রপ্তানি করে তিনি বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে পারবে। মি. কবির তার মাছ চাষ দ্বারা নিজের উন্নয়নের পাশাপাশি তার মতো আরো অনেক বেকার যুবক-যুবতিদের উন্নয়নের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। কোনো দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে সে দেশের জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়। আর দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে সে দেশের অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে মি. কবিরের ব্যবসা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বলে আমি মনে করি।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)　　　　বিষয় কোড 1 4 3

সময় : ৩০ মিনিট　　[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]　　পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন–
i. সঠিক মূল্যে পণ্য সরবরাহ　ii. অতিরিক্ত পণ্য সংরক্ষণ
iii. পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রেখে ব্যবসায় পরিচালনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii　ⓚ i ও iii　ⓖ ii ও iii　ⓘ i, ii ও iii

২. জনাব আলী জেলা সদরে চেম্বার খুলে ওকালতি শুরু করেন। জনাব আলীর কাজটিকে কী বলে?
ⓚ প্রত্যক্ষ সেবা　ⓚ আর্থিক সেবা
ⓖ সামাজিক সেবা　ⓘ পারিবারিক সেবা

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফারহান ও রিফাত সমঝোতার ভিত্তিতে উপজেলা সদরে "বন্ধু ট্রেডার্স" নামক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তারা দুজনই সমপরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করেন। কিন্তু ফারহান ঢাকায় অবস্থান করায় ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেন না।

৩. 'বন্ধু ট্রেডার্স' নামক ব্যবসায়ে ফারহান কোন ধরনের অংশীদার?
ⓚ সাধারণ　ⓚ সীমিত　ⓖ নামমাত্র　ⓘ ঘুমন্ত

৪. ফারহানের অংশীদারের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. মূলধন বিনিয়োগ করেন না　ii. চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পায়
iii. দায় সসীম
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii　ⓚ i ও iii　ⓖ ii ও iii　ⓘ i, ii ও iii

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব হাসান 'আমি ডিপার্টমেন্টাল' স্টোরে কাজ করে। তার কাজের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা আকর্ষণ ও ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করে। বিক্রয়ের সময় নারী-পুরুষ ভেদাভেদ না করে উভয়ের সাথে ভালো আচরণ, আন্তরিকতা ও ধৈর্যশীলতার মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধি করেন।

৫. সামগ্রিকভাবে জনাব হাসান এর গৃহীত কাজটিকে কী বলে?
ⓚ বিপণন　ⓚ বিক্রয়িকতা　ⓖ বিজ্ঞাপন　ⓘ ভোক্তা বিশ্লেষণ

৬. বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জনাব হাসানের গুণাবলি হলো–
i. শারীরিক　ii. মানসিক　iii. নৈতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii　ⓚ ii ও iii　ⓖ i ও iii　ⓘ i, ii ও iii

৭. অর্থনৈতিক বিবেচনায় বাংলাদেশ কোন ধরনের দেশ?
ⓚ নিম্ন আয়ের　ⓚ মধ্যম আয়ের　ⓖ উন্নয়নশীল　ⓘ উন্নত

৮. অংশীদারি ব্যবসায় কত প্রকার?
ⓚ ৫　ⓚ ৬　ⓖ ৭　ⓘ ৮

৯. আমাদের দেশে টিভি, ফ্রিজ কোন পদ্ধতিতে বিপণন হয়ে থাকে?
ⓚ উৎপাদক → ভোক্তা　ⓚ উৎপাদক → খুচরা বিক্রেতা → ভোক্তা
ⓖ উৎপাদক → এজেন্ট → ভোক্তা
ⓘ উৎপাদক → পাইকার → খুচরা বিক্রেতা → ভোক্তা

১০. কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য হলো–
i. উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন
ii. পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা　iii. মুনাফা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii　ⓚ i ও iii　ⓖ ii ও iii　ⓘ i, ii ও iii

১১. ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা কোনটি?
ⓚ রাস্তাঘাট নির্মাণ　ⓚ সুদবিহীন মূলধন সরবরাহ
ⓖ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি　ⓘ নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

১২. ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজ কী?
ⓚ পরিকল্পনা　ⓚ সমন্বয়সাধন　ⓖ নিয়ন্ত্রণ　ⓘ প্রেষণাদান

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব আয়ন একজন ব্যবসায়ী। তিনি উক্ত ব্যবসায় থেকে ২০২০ সালে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জনের আশা করেছিল। কিন্তু মহামারি করোনার কারণে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়নি।

১৩. জনাব আয়নের প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জিত না হওয়াকে কী বলে?
ⓚ ঝুঁকি　ⓚ সম্ভাবনা　ⓖ অনিশ্চয়তা　ⓘ লোকসান

১৪. জনাব আয়ন কীভাবে ব্যবসায় সফল হবেন–
i. ঝুঁকি পূর্বে নিরূপণ করে　ii. ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা করে
iii. পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii　ⓚ i ও iii　ⓖ ii ও iii　ⓘ i, ii ও iii

১৫. প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আরেফিন তার এলাকায় বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করেন। ব্যবসায়ী হিসেবে এটা কোন ধরনের দায়িত্ব?
ⓚ সামাজিক　ⓚ ব্যবসায়িক　ⓖ জাতীয়　ⓘ মানবিক

১৬. BSTI এর কাজ হলো–
i. পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা　ii. পণ্যের ঝুঁকি কমানো　iii. প্রতীক রেজিস্ট্রেশন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii　ⓚ i ও iii　ⓖ ii ও iii　ⓘ i, ii ও iii

১৭. রহমত তার কর্মীদের কাজের প্রতি উৎসাহী করার জন্য প্রতিদিন সকাল ১১ টায় চা-নাশতার ব্যবস্থা করেন। রহমতের কাজটি হলো–
ⓚ প্রেষণাদান　ⓚ সংগঠিতকরণ　ⓖ সমন্বয়সাধন　ⓘ নিয়ন্ত্রণ

১৮. সাধারণ অর্থে যে-কোনো কাজের কর্ম প্রচেষ্টাই হচ্ছে–
ⓚ আত্মকর্মসংস্থান　ⓚ ব্যবসায়　ⓖ ব্যবসায় উদ্যোগ　ⓘ উদ্যোগ

১৯. ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ে কয়টি পক্ষ থাকে?
ⓚ দুইটি　ⓚ তিনটি　ⓖ চারটি　ⓘ পাঁচটি

২০. প্রতীকের আওতাবহির্ভূত কোনটি?
ⓚ স্বাক্ষর　ⓚ লেবেল　ⓖ নাম　ⓘ মোড়ক

২১. নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার মনোভাব একজন উদ্যোক্তার কী?
ⓚ বৈশিষ্ট্য　ⓚ গুণাবলি　ⓖ প্রয়োজনীয়তা　ⓘ উদ্দেশ্য

২২. "নেতা কর্মীদের সবসময় চাপের মুখে রাখেন" এটা কোন ধরনের নেতৃত্ব?
ⓚ গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব　ⓚ মুক্ত নেতৃত্ব
ⓖ আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব　ⓘ স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব

২৩. ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের ধারায় আধুনিক যুগে সংঘটিত হয় কোনটি?
ⓚ শিল্প বিপ্লব　ⓚ কৃষিকাজ　ⓖ বাজার সৃষ্টি　ⓘ দ্রব্য বিনিময়

২৪. একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক হলো–
i. পরিচালক　ii. অর্থের যোগানদাতা　iii. সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii　ⓚ i ও iii　ⓖ ii ও iii　ⓘ i, ii ও iii

২৫. কোন উপাদানটি প্রাকৃতিক পরিবেশের বহির্ভূত?
ⓚ নদ-নদী　ⓚ প্রাকৃতিক গ্যাস　ⓖ মৃত্তিকা　ⓘ ঐতিহ্য

২৬. আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন কোনটি?
ⓚ উদ্যোগ　ⓚ নিজের দক্ষতা　ⓖ মনোবল　ⓘ সাহসিকতা

২৭. প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?

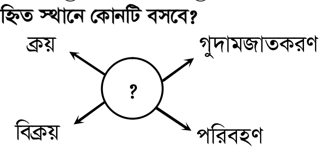

ⓚ উৎপাদন　ⓚ অর্থায়ন　ⓖ বিপণন　ⓘ ভোক্তা

২৮. মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠন কত প্রকার?
ⓚ ৩　ⓚ ৪　ⓖ ৫　ⓘ ৬

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আজাদ চাকরি না পেয়ে সামান্য পুঁজি নিয়ে বাড়ির সামনে একটি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। নিজ দক্ষতায় এক বছরের মধ্যেই লাভের উপর সম্ভাবনা দেখে তিনি স্থানীয় আরও ৮টি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ ও পোনা উৎপাদন শুরু করেছেন। বর্তমানে ২১ জন শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

২৯. পারিবারিক পুকুরে মাছ চাষ দ্বারা আজাদ এর কার্যক্রমটি কী হবে?
ⓚ উদ্যোগ　ⓚ ব্যবসায় উদ্যোগ
ⓖ আত্মকর্মসংস্থান　ⓘ বাণিজ্য

৩০. আজাদের কাজের মাধ্যমে সমাজের–
i. আমিষের অভাব পূরণ হয়েছে　ii. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে
iii. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii　ⓚ i ও iii　ⓖ ii ও iii　ⓘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (সৃজনশীল) বিষয় কোড 143

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব মাহদি একজন বালি ব্যবসায়ী। বর্ষা মৌসুমে পরিবেশ প্রতিকূল থাকার কারণে তিনি ব্যবসার পাশাপাশি নতুন কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পর পরিবেশ বাদী ও ভোক্তা আইনে লোকজন আপত্তি জানাল। বিভিন্ন সমস্যার কারণে বেশ কিছু শ্রমিক কাজের প্রতি অনীহা ও অসন্তোষ প্রকাশ করল। ফলে তিনি বালি উত্তোলন না করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
ক. কীভাবে স্থানগত বাধা দূর করা হয়? ১
খ. ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. জনাব মাহদির বালি উত্তোলন কোন শিল্পের অন্তর্গত তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব মাহদির ব্যবসায় চালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ের কোন পরিবেশের উপাদানটি বিবেচনায় আনা উচিত ছিল? এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। মোস্তাফিজুর সাহেব একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তার ব্যাংক বাসা থেকে অনেক দূরে বিধায় তিনি গাড়িতে যাতায়াত করেন। তিনি ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এক ধরনের বিমা করেছেন। তিনি সময়মতো নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদান করেন এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী ক্ষতিপূরণের টাকা পাবেন। তিনি জীবিত থাকলেও মেয়াদান্তে বোনাসসহ সম্পূর্ণ টাকা পাবেন।
ক. কপিরাইট কী? ১
খ. বিমা প্রিমিয়াম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মোস্তাফিজুর সাহেবের বিমা চুক্তিটি কোন ধরনের বিমা? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিমা চুক্তিটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের ভূমিকা পালন করে তা মূল্যায়ন কর। ৪

৩। জোবায়ের সাহেব উন্নত কাপড়ের তৈরি পোশাক বিক্রি করেন। গুণগত মান ভালো হওয়ায় তার ব্যবসায়ে বিক্রি ও সুনাম দিন দিন বেড়েই চলেছে। সংগত কারণে তিনি আলাদা বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপক ও কর্মচারী স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে কাপড় সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করে দিলেন। এতে তাঁর ব্যবসায় পরিচালনার কাজ সহজ হয় এবং সম্পদের ব্যবহার যথাযথ হয়।
ক. নেতৃত্ব কী? ১
খ. ব্যবসায়ের অর্থ সংগ্রহের প্রধান উৎসটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জোবায়েরের কার্যাবলি উদ্দীপকের আলোকে আলাদা বিভাগ খোলার জন্য ব্যবস্থাপনার কোন ধরনের কার্যাবলি– বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের কার্যাবলির আলোকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়– ব্যাখ্যা কর। ৪

৪। সুমন, রাজন এবং মোহন তিন বন্ধু মিলে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করেন। তাদের ব্যবসায়টি প্রচুর মুনাফা অর্জন করা সত্ত্বেও রাজনের সমস্যার কারণে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়টি বিলোপসাধন করেন। কিন্তু সুমন এবং মোহন ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক এবং তাঁরা ব্যবসায়টি নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত নেন।
ক. ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১
খ. ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুমন, রাজন, মোহন কোন ধরনের সংগঠন পরিচালনা করছিলেন– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুমন ও মোহন ভবিষ্যতে তাদের ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে পারবে কিনা তা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৫। জনাব হাফিজুল সুন্দরবনের গহীন জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করেন। শ্রমিক ও মেশিনের সাহায্যে মধুগুলো বোতল ও প্যাকেটজাত করেন। অর্থসংকট হলে স্থানীয় ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করেন।
ক. ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ে সদস্য সংখ্যা কত? ১
খ. ঝুঁকি কমানোর জন্য বিমাকরণ একটি উত্তম উপায়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব হাফিজুলের মধু সংগ্রহ ও প্যাকেটজাত করণের কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাণিজ্যের কোন কোন উপাদানের কথা বলা হয়েছে– আলোচনা কর। ৪

৬। জনাব বায়েজিদ টিস্যু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। করোনাকালীন সময়ে লাভ কমে যাওয়ায় তিনি মাস্ক উৎপাদনের চিন্তা করছেন। তিনি গতানুগতিক মাস্ক উৎপাদন শুরু করেন যা সব ধরনের মানুষকে খুব আকর্ষণ করে। ফলে অধিকাংশ মানুষ এ মাস্ক ব্যবহার শুরু করেন। তিনি ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করায় অনেকেই এ কাজে উৎসাহিত হচ্ছেন।
ক. সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসায় সংগঠন কোনটি? ১
খ. "গুদামজাতকরণ সময়গত বাধা দূর করে"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব বায়েজিদের মাস্ক উৎপাদনের কার্যক্রমে উদ্যোক্তার কোন গুণাবলি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের জনাব বায়েজিদের উদ্যোগ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে"– মূল্যায়ন কর। ৪

৭। সুমন ডিগ্রি পাস করে চাকুরী লাভে ব্যর্থ হয়ে স্থানীয় যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর নিজের সঞ্চিত টাকা এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বড় আকারের মৎস্য ও হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুললেন। তিনি এ কাজে কিছু বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। সুমনের মতো প্রবল আত্মবিশ্বাস, মনোবল আর বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ নিয়ে যে কোনো কাজে অগ্রসর হলে সাফল্য অনিবার্য।
ক. আত্ম-কর্মসংস্থান কী? ১
খ. সুষ্ঠু ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন ধারণা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুমনের হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষের কার্যক্রমটি কর্মসংস্থানের কোন দিকটি নির্দেশ করে– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আমাদের দেশের যুব সমাজের নিকট আত্ম-কর্মসংস্থানের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৮। মি. বকুল সিএনজি কোম্পানির মালিক। তিনি সিএনজি তৈরির উপকরণ সমূহ জাপান থেকে আমদানি করেন। তাঁর শো রুমে তিনি বেশ কয়েকজন বিক্রয়কর্মীকে নিয়োগদেন। বিক্রয়কর্মীগণ প্রত্যেকেই সৎ, ভদ্র, আকর্ষণীয় ব্যবহারে সমৃদ্ধ।
ক. বিজ্ঞাপন কী? ১
খ. কে পাইকার ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. বকুলের জাপান থেকে পণ্য আনয়নে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. বকুলের নিয়োগকৃত বিক্রয়কর্মী ব্যবসায়ের জন্য যথোপোযুক্ত কিনা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৯। লিটন একটি কোম্পানির মালিক। তাঁর কোম্পানি মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করে পুরো দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সরকারের একটি বিশেষ সংস্থার সাথে লিটনের কোম্পানিটি এমন একটি চুক্তি করেছে যার ফলে বছরের পর বছর একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারছে। তাঁর পণ্য সহজেই চেনার উপায় হিসেবে প্রতিটি পণ্যের মোড়কের গায়ে বড় করে 'ম' অক্ষর ব্যবহার করা হয়।
ক. BSTI কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা? ১
খ. নৌ বিমা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির ফলে লিটনের কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. লিটনের কোম্পানির 'ম' অক্ষর দ্বারা ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষা হয়– যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

১০। মি. হেলাল বেশ কয়েকজন কর্মী নিয়ে সিরামিকের ব্যবসা করেন। তিনি কর্মীদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। কর্মীরা বিনয়ের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে কর্মীরা কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। হেলাল বিষয়টি বুঝতে পেরে তাদের বেতন বাড়িয়ে দেন এবং দুই ঈদে বোনাসের ব্যবস্থা করেন। ফলে কর্মীরা বর্তমানে আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে।
ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ের অর্থ সংগ্রহের প্রধান উৎস– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. হেলালের কার্যক্রমে কোন ধরনের নেতৃত্ব প্রকাশ পায়– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. হেলালের কোন ধরনের পদক্ষেপের ফলে কর্মীরা আগ্রহসহ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। আসিফ একজন ব্যবসায়ী। নিউ মার্কেটে তার একটি কসমেটিকস এর শো রুম আছে। প্রথমেই তিনি নিম্নমানের পণ্য বেশি দামে বিক্রির মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন। ক্রেতাগণ তা বুঝতে পেরে তার দোকানে আর ভিড় করে না। ক্রেতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করছেন।
ক. নৈতিকতা কী? ১
খ. বিক্রয়িকতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আসিফ কোন ধরনের দায়বদ্ধতাকে মেনে চলেন নি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আসিফ কীভাবে একজন যথার্থ ব্যবসায়ি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	খ	২	ক	৩	ঘ	৪	গ	৫	খ	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	গ	১০	ঘ	১১	খ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ক
১৬	খ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব মাহদি একজন বালি ব্যবসায়ী। বর্ষা মৌসুমে পরিবেশ প্রতিকূল থাকার কারণে তিনি ব্যবসার পাশাপাশি নতুন কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পর পরিবেশবাদী ও ভোক্তা আইনে লোকজন আপত্তি জানাল। বিভিন্ন সমস্যার কারণে বেশ কিছু শ্রমিক কাজের প্রতি অনীহা ও অসন্তোষ প্রকাশ করল। ফলে তিনি বালি উত্তোলন না করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ক. কীভাবে স্থানগত বাধা দূর করা হয়? ১

খ. ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. জনাব মাহদির বালি উত্তোলন কোন শিল্পের অন্তর্গত তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব মাহদির ব্যবসায় চালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ের কোন পরিবেশের উপাদানটি বিবেচনায় আনা উচিত ছিল? এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবহণের মাধ্যমে স্থানগত বাধা দূর করা হয়।

খ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচলিত বিভিন্ন আইনের সমন্বয়ে সৃষ্ট পরিবেশ হলো আইনগত পরিবেশ।

বাণিজ্য ও শিল্প আইন, শ্রম আইন, আমদানি রপ্তানি নীতি প্রভৃতি আইনগত পরিবেশের উপাদান। ব্যবসায়সংক্রান্ত আইন অনুকূল হলে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তারা ব্যবসায়ে উৎসাহিত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভোক্তা আইনের কঠোর প্রয়োগ, শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব আইন তৈরি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধে আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা যায়।

গ জনাব মাহদির বালি উত্তোলন নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত।

যে শিল্প প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু হতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয়, তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। যেমন– খনি থেকে তেল ও গ্যাস উত্তোলন, নদ-নদী ও সাগর হতে মৎস্য আহরণ, বন হতে কাঠ আহরণ প্রভৃতি নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত।

উদ্দীপকের জনাব মাহদি বালি ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তিনি ভূগর্ভ বা মাটি খনন করে সেখান থেকে মেশিনের সাহায্যে বালি উত্তোলন করে থাকেন। ভূগর্ভস্থ এ বালি হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নাগালের বাইরের বস্তু। জনাব মাহদি এটি সংগ্রহ করে মানুষের ব্যবহারের আওতায় আনেন। এছাড়া তিনি এ সম্পদ আহরণ করে এর উপযোগিতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করেন। এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ মূলত নিষ্কাশন শিল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব মাহদির বালি উত্তোলন নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ জনাব মাহদির ব্যবসায় চালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশের উপাদানটি বিবেচনায় আনা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচলিত বিভিন্ন আইনের সমন্বয়ে সৃষ্ট পরিবেশ হলো আইনগত পরিবেশ। বাণিজ্য ও শিল্প আইন, শ্রম আইন, আমদানি-রপ্তানি নীতি প্রভৃতি আইনগত পরিবেশের উপাদান। ব্যবসায় সংক্রান্ত আইন অনুকূল হলে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তারা ব্যবসায়ে উৎসাহিত হয়।

উদ্দীপকের জনাব মাহদি একজন বালি ব্যবসায়ী। বর্ষা মৌসুমে পরিবেশ প্রতিকূল থাকার কারণে তিনি ব্যবসার পাশাপাশি নতুন কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পর পরিবেশবাদী ও ভোক্তা আইনে লোকজন আপত্তি জানায়। বিভিন্ন সমস্যার কারণে তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কিছু শ্রমিক কাজের প্রতি অনীহা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। ফলশ্রুতিতে সে বালি উত্তোলন না করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

উদ্দীপকের মাহদি পরিবেশ আইন মেনে ব্যবসায় পরিচালনা করলে পরিবেশবাদীদের আপত্তি আইনত তার কোনো ক্ষতি করতে পারতো না। বালি একটি ভূগর্ভস্থ সম্পদ। কোনোরূপ বাধা নিষেধ বা আইন না মেনে বালি উত্তোলন মোটেও পরিবেশবান্ধব কোনো কাজ নয়। সরকারি নির্দেশনা বা ব্যবস্থাপনার বাইরে বালি উত্তোলন করলে পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। যত্রতত্র বালি উত্তোলনের ফলে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারায়। তাই যত্রতত্র বালি উত্তোলনের ব্যাপারে আইনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আর এই আইন বাস্তবায়নে প্রতিনিয়ত কিছু পরিবেশবাদী সংগঠন কাজ করে যাচ্ছেন। জনাব মাহদির উচিত ছিল ব্যবসায়ের আইনগত উপাদানটি বিবেচনা করে ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা। যেহেতু সে এ বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে তার ব্যবসায়টি পরিচালনা করেছেন, তাই তার বালি উত্তোলন কাজটি অবশেষে বন্ধ করে দেওয়ার পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০২ মোস্তাফিজুর সাহেব একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তার ব্যাংক বাসা থেকে অনেক দূরে বিধায় তিনি গাড়িতে যাতায়াত করেন। তিনি ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এক ধরনের বিমা করেছেন। তিনি সময়মতো নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদান করেন এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী ক্ষতিপূরণের টাকা পাবেন। তিনি জীবিত থাকলেও মেয়াদান্তে বোনাসসহ সম্পূর্ণ টাকা পাবেন।

ক. কপিরাইট কী? ১

খ. বিমা প্রিমিয়াম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মোস্তাফিজুর সাহেবের বিমা চুক্তিটি কোন ধরনের বিমা? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিমা চুক্তিটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের ভূমিকা পালন করে তা মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্ট কর্মের ওপর একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারই কপিরাইট।

খ প্রিমিয়াম বলতে এককালীন বা নিয়মিত কিস্তিতে চুক্তি অনুযায়ী যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে প্রদান করে তাকে বোঝায়।
পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে বহুবিধ ঝুঁকি বিদ্যমান। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে-কোনো মুহূর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাকৃত ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিতে উল্লিখিত প্রদত্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। সুতরাং চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা এককালীন বা নিয়মিত কিস্তিতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিমাকারীকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলা হয়।

গ মোস্তাফিজুর সাহেবের বিমা চুক্তিটি হলো জীবনবিমা।
যে বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমা কিস্তির বিনিময়ে বিমা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বা তার নির্বাচিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে বা বিমা গ্রহীতার মৃত্যুতে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করে থাকে সে বিমা চুক্তিকে জীবনবিমা বলে। জীবনবিমার বিষয়বস্তুই হলো মানুষের জীবন।
উদ্দীপকের মোস্তাফিজুর সাহেব একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। বাসা থেকে ব্যাংকের দূরত্ব বেশি হওয়ায় সে গাড়িতে যাতায়াত করেন। তাই ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি এমন একটি বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছেন যেখানে তার অবর্তমানে তার স্ত্রী ক্ষতিপূরণের টাকা পাবেন। এই লক্ষ্যে তিনি সময়মতো নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামও প্রদান করেন। তার গ্রহীত এই বিমার বিষয়বস্তু ছিল তার নিজের জীবন তিনি মূলত নিজের নিরাপত্তা এবং তার অবর্তমানে তার স্ত্রীর আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের স্বার্থে চুক্তিটি করেছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি মোস্তাফিজুর সাহেবকে নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর অথবা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিমা দাবি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। আর এসকল বৈশিষ্ট্য জীবনবিমার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মোস্তাফিজুর সাহেব জীবনবিমা চুক্তিটি সম্পাদন করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বিমা চুক্তিটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
বিমা কোম্পানি সঞ্চিত প্রিমিয়াম লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। বিমা কোম্পানি ব্যক্তি ও সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে। ফলে নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।
উদ্দীপকের মোস্তাফিজুর রহমান ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে জীবনবিমা করেন। তিনি সময়মতো নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদান করেন। বিমাচুক্তি অনুযায়ী তার অবর্তমানে তার স্ত্রী ক্ষতি পূরণের টাকা পাবেন। আর তিনি জীবিত থাকলে মেয়াদ শেষে বোনাসসহ সম্পূর্ণ টাকা পাবেন। তার এই বিমা দ্বারা কেবল যে তার ও তার স্ত্রী লাভবান হবেন এমন নয়, বরং তার এই বিমাচুক্তি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।
মোস্তাফিজুর রহমান বিমা কোম্পানিকে যে প্রিমিয়াম প্রদান করেন, তা দ্বারা বিমা কোম্পানি একটি মূলধন গঠন করেন। সে মূলধন কোম্পানি লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিমাচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বিমা কোম্পানি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে। বিমা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেওয়ার মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে তোলে। প্রিমিয়াম বাবদ নগদ অর্থ বিমা কোম্পানি বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। অতিরিক্ত বিনিয়োগের কারণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং দেশের বেকারত্ব হ্রাস পায়। অর্থাৎ মোস্তাফিজুর রহমানের প্রদত্ত প্রিমিয়ামের টাকা কাজে লাগিয়ে বিমা কোম্পানি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিমা চুক্তিটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জোবায়ের সাহেব উন্নত কাপড়ের তৈরি পোশাক বিক্রি করেন। গুণগত মান ভালো হওয়ায় তার ব্যবসায়ে বিক্রি ও সুনাম দিন দিন বেড়েই চলেছে। সংগত কারণে তিনি আলাদা বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপক ও কর্মচারী স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে কাপড় সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করে দিলেন। এতে তাঁর ব্যবসায় পরিচালনার কাজ সহজ হয় এবং সম্পদের ব্যবহার যথাযথ হয়।

ক. নেতৃত্ব কী? ১
খ. ব্যবসায়ের অর্থ সংগ্রহের প্রধান উৎসটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জোবায়েরের কার্যাবলি উদ্দীপকের আলোকে আলাদা বিভাগ খোলার জন্য ব্যবস্থাপনার কোন ধরনের কার্যাবলি– বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের কার্যাবলির আলোকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়– ব্যাখ্যা কর। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব বলতে উদ্দেশ্য অর্জনকে সামনে রেখে কাজ সম্পাদনে কর্মীদের উৎসাহিত করার গুণ ও কৌশলকে বোঝায়।

খ অর্থ সংগ্রহের প্রধান উৎস হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।
বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত হিসেবে সংগ্রহীত অর্থকে বিভিন্ন ধরনের ঋণ পণ্যে পরিণত করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তা বিতরণ করেন। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংকসহ সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে নগদ অর্থ ধার দিয়ে থাকে।

গ জনাব জোবায়েরের কার্যাবলি উদ্দীপকের আলোকে আলাদা বিভাগ খোলার জন্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, কর্মীসংস্থান সংগঠিতকরণ ও সমন্বয়সাধন কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।
ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজ হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন। এর মাধ্যমে ব্যবসায় সংগঠনের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। কর্ম সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, পদোন্নতি, বদলি, ছাঁটাইসংক্রান্ত কাজ হলো কর্মীসংস্থান। আর সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার প্রক্রিয়া হলো সমন্বয়সাধন।
উদ্দীপকের জোবায়ের সাহেব একজন কাপড় ব্যবসায়ী। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি তার ব্যবসায়টি ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা প্রথমেই ঠিক করে রাখেন এবং সে অনুযায়ীই ব্যবসায়ের সকল কর্ম সম্পাদন করে থাকেন, যা তার ব্যবসায়ে বিক্রি ও সুনাম বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। ব্যবসায়ের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় তিনি আলাদা বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার এ সকল কাজ মূলত ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজকে নির্দেশ করে। ব্যবসায় পরিচালনার জন্য তিনি ব্যবস্থাপক ও কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার কর্মীসংস্থান কাজটি করে থাকেন। ব্যবসায়ে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের

দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টনের মাধ্যমে তিনি ব্যবস্থাপনার সংগঠিতকরণ কাজটি সম্পাদন করেন। পরিকল্পনামাফিক আলাদা বিভাগ করার পর তাকে প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, আর এ কাজটি ব্যবস্থাপনার সমন্বয়সাধন কার্যাবলির অন্তর্গত। তাই বলা যায়, জনাব জোবায়ের আলাদা বিভাগ খোলার জন্য ব্যবস্থাপনার উপর্যুক্ত কাজগুলো সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ উদ্দীপকের কার্যাবলির আলোকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়– উক্তিটি যথাযথ।

ব্যবস্থাপনা হচ্ছে অন্য লোকদের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়ার দক্ষতা ও কৌশল। ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার মানবিক ও অন্যান্য উপাদানকে দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়। একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি দক্ষতার সাথে সম্পাদন করার মাধ্যমে সংগঠনের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকের জোবায়ের সাহেব উন্নত কাপড়ের তৈরি পোশাক বিক্রি করেন। গুণগত মান ভালো হওয়ায় তার ব্যবসায়ের বিক্রি ও সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই তিনি আলাদা বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক ও কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে কর্মীসংস্থান করেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে কাপড় সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করে তিনি সংগঠিতকরণের কাজটি করেন। এতে তার ব্যবসায় পরিচালনার কাজ সহজ হয় এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয়।

জোবায়ের সাহেব একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে ব্যবস্থাপনার সকল কার্য যথা– পরিকল্পনা, সমন্বয়সাধন, কর্মীসংস্থান, সংগঠিতকরণ, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করে থাকেন। তিনি তার ব্যবসায়ের মানবীয় ও বস্তুগত সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং সম্পদ সংগ্রহ ও সমন্বিত করে সেগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করে দেন। এরূপ সংগঠিতকরণের ফলে তার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়। প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সহজ হয়। নিজেদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সদৃঢ় হওয়ার কারণে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। যথাযথ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান থাকার কারণেই জোবায়ের সাহেব তার ব্যবসায় কর্মরত কর্মীদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব কর্তব্য ভাগ করে দিতে পেরেছেন। এতে কর্মীরা নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে। ফলস্বরূপ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে। তাই বলা যায়, জোবায়ের সাহেবের কার্যাবলির আলোকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৪ সুমন, রাজন এবং মোহন তিন বন্ধু মিলে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করেন। তাদের ব্যবসায়টি প্রচুর মুনাফা অর্জন করা সত্ত্বেও রাজনের সমস্যার কারণে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়টি বিলোপসাধন করেন। কিন্তু সুমন এবং মোহন ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক এবং তাঁরা ব্যবসায়টি নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত নেন।

ক. ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১

খ. ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুমন, রাজন, মোহন কোন ধরনের সংগঠন পরিচালনা করছিলেন– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুমন ও মোহন ভবিষ্যতে তাদের ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে পারবে কি না তা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

খ ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো– কাঁচামালের সহজলভ্যতা, বাজারজাতকরণের সুবিধা, অবকাঠামোগত সুবিধা প্রভৃতি।

ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের সময় কিছু কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। এক্ষেত্রে একজন ব্যবসায়ীকে এমন একটি স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে সহজেই তার পণ্যের কাঁচামাল সহজলভ্য হবে, এতে তার ব্যবসায়ের উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকবে। উৎপাদিত পণ্য যেন সহজেই বাজারজাত করা যায় আর প্রয়োজনীয় বাজারজাতকরণ সুবিধা আছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। সেই সাথে অবকাঠামোগত সুবিধা যেমন– বিদ্যুৎ, গ্যাস ও যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত কি না তাও বিবেচনা করতে হবে।

গ সুমন, রাজন, মোহন অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন পরিচালনা করছিলেন।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে যে বৈধ ব্যবসায় পরিচালনা করে, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন বলে। এর গঠন সহজ, চুক্তি সম্পাদনের জন্য যোগ্য কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে এরূপ ব্যবসায় শুরু করতে পারেন।

উদ্দীপকের সুমন, রাজন এবং মোহন তিন বন্ধু মিলে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করেন। আর এ চুক্তি তাদের ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। চুক্তির ভিত্তিতেই সুমন, রাজন এবং মোহন তাদের ব্যবসায়ের সকল কর্মকাণ্ড যেমন– ব্যবসায়ের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, মূলধন সরবরাহ, লাভ-লোকসান বণ্টন প্রভৃতি পরিচালিত হয়। আর তাদের ব্যবসায়ের এ সকল বৈশিষ্ট্য অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সুজন, রাজন ও মোহন অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন পরিচালনা করেন।

ঘ সুমন ও মোহন ভবিষ্যতে তাদের ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে পারবে বলে আমি মনে করি।

অংশীদারি ব্যবসায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। এই চুক্তির ওপর ভিত্তি করেই অংশীদারি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারি সম্পর্কের অবসান ঘটলেও অংশীদারদের ইচ্ছানুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায়টি সচল রাখা যায়।

উদ্দীপকের সুমন, রাজন ও মোহন তিন বন্ধু চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করেন। তাদের ব্যবসায়টি প্রচুর মুনাফা অর্জন করা সত্ত্বেও রাজনের সমস্যার কারণে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়টি বিলোপসাধন করেন। কিন্তু সুমন এবং মোহন ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক এবং তারা ব্যবসায়টি নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে তারা রাজনের পাওনাসমূহ পরিশোধ করে ও ব্যবসায়টি নিবন্ধনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে পারবে।

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধান বা পরিসমাপ্তি বলতে সকল অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারি সম্পর্কের অবসান বোঝায় এবং তার পরিণতিস্বরূপ ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটে। অর্থাৎ উদ্দীপকের সুমন, রাজন এবং মোহনের অংশীদারি ব্যবসায়টির রাজনের সমস্যার কারণে বিলোপসাধন ঘটলে এক্ষেত্রে কেবল তাদের অংশীদারি সম্পর্কের অবসান ঘটেছে। আর অংশীদারি সম্পর্ক বিলুপ্ত হলেই যে ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যাবে এমন নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদারগণ চুক্তি বজায় রেখে ব্যবসায়

চালাতে পারেন। তাই সুমন ও মোহন এবং রাজনের সাথে চুক্তিবন্ধ সম্পর্কের অবসান হলেও তাদের ব্যবসায়টি বন্ধ না করে এর কার্যক্রম চালিয়ে যান এবং ব্যবসায়টি নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত নেন। যার ফলে তারা ভবিষ্যতে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আইনগত সুবিধা পাবে। তাই বলা যায়, সুমন ও মোহন ভবিষ্যতে তাদের ব্যবসায়টি চালিয়ে যেতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জনাব হাফিজুল সুন্দরবনের গহীন জঙ্গাল থেকে মধু সংগ্রহ করেন। শ্রমিক ও মেশিনের সাহায্যে মধুগুলো বোতল ও প্যাকেটজাত করেন। অর্থসংকট হলে স্থানীয় ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করেন।

ক. ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ে সদস্য সংখ্যা কত? ১
খ. ঝুঁকি কমানোর জন্য বিমাকরণ একটি উত্তম উপায়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব হাফিজুলের মধু সংগ্রহ ও প্যাকেটজাতকরণের কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাণিজ্যের কোন কোন উপাদানের কথা বলা হয়েছে– আলোচনা কর। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায় সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ১০ এর বেশি হবে না।

খ ঝুঁকি কমানোর জন্য বিমাকরণ একটি উত্তম উপায়– উক্তিটি সঠিক।
মানবজীবন ও সম্পদের ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হলো বিমা। মূলত ঝুঁকি থেকেই বিমার সৃষ্টি। বিমার সাথে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে, যথা– বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী। বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতার জীবন বা অন্যান্য সম্পত্তির আংশিক বা নির্দিষ্ট কিছু ঝুঁকির দায়ভার গ্রহণ করে থাকে। আর এই শর্তানুযায়ী বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে। তাই ঝুঁকি কমানের জন্য বিমাকে একটি উত্তম উপায় বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব হাফিজুলের মধু সংগ্রহ ও প্যাকেট জাতকরণের কাজটি উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত।
যে শিল্প প্রক্রিয়ায় শ্রম ও যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করা হয়, তাকে উৎপাদন শিল্প বলা হয়। এ ধরনের শিল্পে কাঁচামাল ও অর্ধপ্রস্তুত পণ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করা হয়।
উদ্দীপকের জনাব হাফিজুল সুন্দরবনের গহীন জঙ্গাল থেকে মধু সংগ্রহ করে। সংগৃহীত এই মধুকে তিনি শ্রমিক ও মেশিনের সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করে বোতল ও প্যাকেটজাত করে চূড়ান্ত ভোক্তা বা ক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে জনাব হাফিজুল শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত মধুকে ভোক্তাদের ভোগের উপযোগী করে তা প্যাকেজিং করে বিক্রয় করেন। আর তার শিল্পের এ সকল বৈশিষ্ট্য উৎপাদন শিল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব হাফিজুলের সম্পাদিত কাজগুলো উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে বাণিজ্যের গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং ও পরিবহণের কথা বলা হয়েছে।
ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌঁছানো কিংবা উৎপাদিত পণ্য বা সেবাসামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানের সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে। পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কার্য যথার্থভাবে সমাধানে বাণিজ্য পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং, বিমা, বিপণন ও বিজ্ঞাপন– এ সকল উপাদানের সহযোগিতা নিয়ে থাকে।
উদ্দীপকের জনাব হাফিজুল সুন্দরবনের গহীন জঙ্গাল থেকে মধু সংগ্রহ করেন। শ্রমিক ও মেশিনের সাহায্যে মধুগুলো বোতল ও প্যাকেজাত করেন। তার ব্যবসায়ে অর্থের সংকট হলে তিনি স্থানীয় ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে মধু সংগ্রহ থেকে শুরু করে ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত জনাব হাফিজুলকে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করতে হয়। আর এ বাধাগুলোকে দূরীকরণে তিনি বাণিজ্যের বিভিন্ন উপাদানের সাহায্য নেন।
জনাব হাফিজুল তার সংগৃহীত মধুগুলোকে প্রথমে বোতল ও প্যাকেটজাত করেন। এর ফলে মধুগুলো তিনি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করে যেতে পারবেন। আর এ বিষয়টি বাণিজ্যের গুদামজাতকরণ উপাদানকে নির্দেশ করে। অর্থ সংকটে স্থানীয় ঋণ প্রদানকারী সংস্থা হতে অর্থ সংগ্রহ করার মাধ্যমে তিনি বাণিজ্যের ব্যাংকিং উপাদানটিকে কাজে লাগিয়েছেন। এ উপাদানের মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের অর্থগত সকল বাধা দূর করতে পারেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাকে মধু সরবরাহ করতে হচ্ছে। এর ফলে তার ব্যবসায়ে স্থানগত বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। আর এ ধরনের বাধা দূরীকরণে বাণিজ্যের পরিবহণ উপাদানটি কাজ করে থাকে, যা ব্যবহার করে হাফিজুল ও তার পণ্যটিকে ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাণিজ্যের গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং ও পরিবহণ– এ উপাদানগুলোর কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জনাব বায়েজিদ টিস্যু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। করোনাকালীন সময়ে লাভ কমে যাওয়ায় তিনি মাস্ক উৎপাদনের চিন্তা করছেন। তিনি গতানুগতিক মাস্ক উৎপাদন শুরু করেন যা সব ধরনের মানুষকে খুব আকর্ষণ করে। ফলে অধিকাংশ মানুষ এ মাস্ক ব্যবহার শুরু করেন। তিনি ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করায় অনেকেই এ কাজে উৎসাহিত হচ্ছেন।

ক. সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসায় সংগঠন কোনটি? ১
খ. "গুদামজাতকরণ সময়গত বাধা দূর করে"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব বায়েজিদের মাস্ক উৎপাদনের কার্যক্রমে উদ্যোক্তার কোন গুণাবলি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের জনাব বায়েজিদের উদ্যোগ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে"– মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসায় সংগঠন হলো একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন।

খ গুদামজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যের সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়।
বাজারজাতকরণের সকল পর্যায়ে পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। অনেক পণ্য আছে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয় কিন্তু ব্যবহার হয় সারাবছর। বছরব্যাপী চাহিদা মেটানোর জন্য সেসব পণ্য গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হয়। যেমন শীতকালে উৎপাদিত গোল আলু ও টমেটো সারা বছর আমরা গুদামজাতকরণের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। আর পণ্য সংরক্ষণের ফলে সারা বছর তা ব্যবহার বা বিক্রি করা যায়। এভাবে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা পণ্যের সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

গ জনাব বায়েজিদের মাস্ক উৎপাদনের কার্যক্রমে উদ্যোক্তার নমনীয়তা ও সৃজনশীলতা গুণটি ফুটে উঠেছে।

একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে বিবিধ গুণের অধিকারী হতে হয়। এসব গুণাবলিই উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় স্থাপন ও তা সফলতার সাথে পরিচালনা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। আত্মবিশ্বাস, উদ্যম, সাহস, অধ্যবসায়, নমনীয়তা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতি হলো উদ্যোক্তার অসাধারণ কিছু গুণাবলি।

উদ্দীপকের বায়েজিদ টিস্যু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। করোনাকালীন সময়ে লাভ কমে যাওয়ায় তিনি মাস্ক উৎপাদনের কথা চিন্তা করেছেন। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপখাওয়ানোর মতো যোগ্যতা তার আছে। আর তাই সে নিজের ব্যবসায়ের পণ্যের ধরনে পরিবর্তন আনেন। যা একজন উদ্যোক্তার নমনীয়তার গুণটিকে প্রকাশ করে। আবার তিনি গতানুগতিক মাস্ক উৎপাদন না করে বিজ্ঞানসম্মত, কারুকাজখচিত, রুচিসম্মত ও বাহারি রঙের মাস্ক উৎপাদন করেন। অর্থাৎ তিনি তার সৃজনশীল বা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান এবং দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে গতানুগতিক মাস্কের পরিবর্তে নতুন ধারার মাস্ক উৎপাদন করেন। আর এ বিষয়টি তার সৃজনশীলতার গুণটির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তাই বলা যায়, বায়েজিদের মধ্যে নমনীয়তা ও সৃজনশীলতার গুণটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব বায়েজিদের উদ্যোগ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে বলে আমি মনে করি।

সাধারণ অর্থে যে-কোনো কাজের কর্মপ্রচেষ্টাই উদ্যোগ। আর ব্যবসায় উদ্যোগ হলো লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করা। একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

উদ্দীপকের জনাব বায়েজিদ প্রথমে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে টিস্যু উৎপাদন করেন। পরবর্তীতে করোনার সময়ে লাভ কমে যাওয়ায় তিনি টিস্যুর পরিবর্তে মাস্ক উৎপাদনের চিন্তা করেছেন। তিনি গতানুগতিক মাস্ক উৎপাদন না করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জনগণকে আকর্ষিত করে এমন মাস্ক উৎপাদন করেন। ফলে অধিকাংশ মানুষ এ মাস্ক ব্যবহার শুরু করেন। তিনি ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করায় অনেকেই এ কাজে উৎসাহিত হচ্ছেন।

জনাব বায়েজিদ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিজের বেকারত্ব দূর করে স্বাবলম্বী হয়েছেন, যা দেশের বেকার জনগোষ্ঠীকে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তার মতো অনেক বেকার যুবক-যুবতিরাও উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হতে পারে। এছাড়া বায়েজিদের এ উদ্যোগ থেকে অন্যরা আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারেন। কীভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপখাইয়ে ও সৃজনশীল চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায় সে বিষয়েও শিক্ষা নিতে পারেন। তাছাড়া দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে দেশের আয় বৃদ্ধি পায়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করে। তাই বলা যায়, জনাব বায়েজিদের ব্যবসায় উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্যরাও ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারে, তাই তার এই উদ্যোগ অন্যদের জন্য অবশ্যই অনুকরণীয়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ সুমন ডিগ্রি পাশ করে চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে স্থানীয় যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর নিজের সঞ্চিত টাকা এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বড়ো আকারের মৎস্য ও হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুললেন। তিনি এ কাজে কিছু বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। সুমনের মতো প্রবল আত্মবিশ্বাস, মনোবল আর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়ে যে-কোনো কাজে অগ্রসর হলে সাফল্য অনিবার্য।

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. সুষ্ঠু ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন ধারণা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুমনের হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষের কার্যক্রমটি কর্মসংস্থানের কোন দিকটি নির্দেশ করে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আমাদের দেশের যুব সমাজের নিকট আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্ম প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ সুষ্ঠু ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন ধারণা হলো কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা।

কোনো ব্যবসায় সংগঠনের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কী কাজ, কে, কীভাবে, কখন করবে তা পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। সঠিক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা উদ্দেশ্য অর্জনকে সহজ করে। পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকল উপকরণ ও সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ববোধ সঠিকভাবে বণ্টন করা যায়। ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পথকে সুগম করে।

গ সুমনের হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষের কার্যক্রমটি কর্মসংস্থানের একটি দিক আত্মকর্মসংস্থানকে নির্দেশ করে।

নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান একটি জনপ্রিয় পেশা।

উদ্দীপকের সুমন ডিগ্রি পাশ করে চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে স্থানীয় যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে মৎস্য চাষ ও হাঁস-মরুগি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে নিজের সঞ্চিত টাকা এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি বড়ো আকারের মৎস্য ও হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুললেন। এক্ষেত্রে সুমন নিজের কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত মূলধন নিয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। আর তার এ কার্যক্রম আত্মকর্মসংস্থানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সুমনের হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষ আত্মকর্মসংস্থানকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে আমাদের দেশের যুব সমাজের নিকট আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান একটি জনপ্রিয় পেশা। আত্মকর্মসংস্থানের অনুপ্রেরণায় নিজ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় চালিত যে-কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত থেকে যেমন সম্মানজনক জীবিকা অর্জন করা যায়, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রাখা যায়।

উদ্দীপকের সুমন স্থানীয় যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর ব্যাংক থেকে

ঋণ ও নিজের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা বড়ো আকারের মৎস্য ও হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুললেন। তার কাছে সহায়তার জন্য তিনি কিছু বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। প্রবল আত্মবিশ্বাস মনোবল আর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করার ফলেই তিনি তার কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। সুমন চাকরি না পেয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তার এই কর্মক্ষেত্রে তার পাশাপাশি আরও অনেক বেকার যুবক-যুবতির কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া তার এই সাফল্যময় উদ্যোগ দেখে অনেক বেকার যুবক-যুবতি চাকরির আশায় বসে না থেকে নিজেরাও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হবে। এতে দেশের বেকারত্বের হার হ্রাস পাবে। জনসংখ্যার দ্রুত হারে বৃদ্ধির প্রবণতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও চাহিদার তুলনায় কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগের জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। দেশের মোট শ্রম শক্তির এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে যুবক-যুবতি। বিশাল কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে কেবল চাকরির মাধ্যমে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন আত্মকর্মসংস্থান। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের কর্মের ব্যবস্থা করে বেকার যুব সমাজ তাদের আয়ের পথ প্রশস্ত করতে পারে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই বলা যায়, আমাদের দেশের যুব সমাজের নিকট আত্মকর্মসংস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ মি. বকুল সিএনজি কোম্পানির মালিক। তিনি সিএনজি তৈরির উপকরণসমূহ জাপান থেকে আমদানি করেন। তাঁর শো-রুমে তিনি বেশ কয়েকজন বিক্রয়কর্মীকে নিয়োগ দেন। বিক্রয়কর্মীগণ প্রত্যেকেই সৎ, ভদ্র, আকর্ষণীয় ব্যবহারে সমৃদ্ধ।

ক. বিজ্ঞাপন কী? ১

খ. কে পাইকার ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. বকুলের জাপান থেকে পণ্য আনয়নে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. বকুলের নিয়োগকৃত বিক্রয়কর্মী ব্যবসায়ের জন্য যথোপযুক্ত কি না উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিজ্ঞাপন হলো পণ্য বা সেবাসামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের একটি অন্যতম উপায়।

খ খুচরা বিক্রেতা পাইকার ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করেন।
যে পদ্ধতিতে উৎপাদনকারী তার উৎপাদিত পণ্য পাইকারের নিকট বিক্রয় করে এবং খুচরা ব্যবসায়ী সে পণ্য পাইকারের নিকট থেকে ক্রয় করে ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে, এক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতা পাইকার ও ভোক্তার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে তাদের মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপন করেন। সাধারণত কৃষিজাত পণ্য যথা– ধান, পাট, সরিষা, আম, কলা ইত্যাদি ও শিল্পজাত পণ্য যথা– কাগজ, কলম ইত্যাদি উৎপাদকের নিকট থেকে পাইকার সংগ্রহ করে তা খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে ভোক্তার নিকট বিক্রি করেন।

গ মি. বকুলের জাপান থেকে পণ্য আনয়নে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেছে।
পণ্যদ্রব্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে যে উপযোগের সৃষ্টি হয়,তাকে স্থানগত উপযোগ বলে। পরিবহণের মাধ্যমে পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে এক স্থানের উৎপাদিত পণ্য অন্য স্থানের মানুষ ব্যবহার করতে পারে।
উদ্দীপকের মি. বকুল একটি সিএনজি কোম্পানির মালিক। তিনি সিএনজি তৈরির উপকরণসমূহ জাপান থেকে আমদানি করেন। এরূপ জাপান থেকে পণ্য নিজ দেশে আনতে তার পরিবহণের প্রয়োজন পড়েছে। পরিবহণের মাধ্যমেই পণ্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যায়। আর পরিবহণের মাধ্যমে সৃষ্ট উপযোগটি হলো স্থানগত উপযোগ। তাই বলা যায়, মি. বকুলের জাপান থেকে পণ্য আনয়নে স্থানগত উপযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ মি. বকুলের নিয়োগকৃত বিক্রয়কর্মী ব্যবসায়ের জন্য যথোপযুক্ত বলে আমি মনে করি।
আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসার ও সফলতা অর্জনে বিক্রয়কর্মীর ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে সফলতা ও ব্যর্থতা একজন বিক্রয়কর্মী দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই একজন বিক্রয়কর্মীকে বিবিধ গুণের অধিকারী হতে হয়।
উদ্দীপকের মি. বকুল তার কোম্পানির সিএনজি তৈরির উপকরণ পরিবহণের মাধ্যমে জাপান থেকে আমদানি করেন। তার শো-রুমে তিনি বেশ কয়েকজন বিক্রয়কর্মীকে নিয়োগ দেন। তার নিয়োগকৃত বিক্রয়কর্মীগণের মধ্যে সকলেই সৎ, ভদ্র ও আকর্ষণীয় ব্যবহারে সমৃদ্ধ। তাদের এই গুণাবলি মি. বকুলের কোম্পানির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক বলে আমি মনে করি।
মি. বকুলের নিয়োগকৃত বিক্রয়কর্মীর আকর্ষণীয় ব্যবহার ক্রেতাদের পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ ও ক্রেতাদের প্রতি তাদের আন্তরিকতা ও নিজ পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ মি. বকুলের ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি করবে। তার নিয়োগকৃত বিক্রয়কর্মীদের সততা তাদের ক্রেতাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবে। সততা ও বিশ্বাস্ততা ক্রেতাদেরকে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করবে। তারা সহজেই ক্রেতাদের সাথে মিশে তাদের আপন করে নিতে পারবে। তারা সকল ক্রেতাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে। ক্রেতা বা গ্রাহকগণ কোনো পণ্যের মান ও মূল্য সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করলেও তাকে হাসিমুখে প্রভাবিত করবে। এসকল গুণাবলি থাকলে একজন বিক্রয়কর্মী সহজেই ক্রেতাকে পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে পণ্যটি ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ও সুনাম বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি তাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, মি. বকুলের নিয়োগকৃত বিক্রয়কর্মী ব্যবসায়ের জন্য যথোপযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ লিটন একটি কোম্পানির মালিক। তাঁর কোম্পানি মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করে পুরো দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সরকারের একটি বিশেষ সংস্থার সাথে লিটনের কোম্পানিটি এমন একটি চুক্তি করেছে যার ফলে বছরের পর বছর একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারছে। তাঁর পণ্য সহজেই চেনার উপায় হিসেবে প্রতিটি পণ্যের মোড়কের গায়ে বড় করে 'ম' অক্ষর ব্যবহার করা হয়।

ক. BSTI কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা? ১

খ. নৌ-বিমা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির ফলে লিটনের কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. লিটনের কোম্পানির 'ম' অক্ষর দ্বারা ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষা হয়– যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক BSTI শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা।

খ যে বিমায় নদী ও সামুদ্রিক যাত্রা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাকে নৌ-বিমা বলা হয়।
নদী বা সমুদ্র পথে সৃষ্ট ঝুঁকি থেকে নৌ-বিমার উৎপত্তি হয়। সারা পৃথিবীর ব্যবসায় বাণিজ্যের অধিকাংশ পণ্যই নৌপথে পরিবাহিত হয়। তাই নৌপথে বিরাজমান ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঢেউ, সুনামি, যুদ্ধ বিগ্রহসহ সকল প্রকার ঝুঁকি এড়াতে নৌ-বিমা করা হয়।

গ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) এর সাথে চুক্তির ফলে লিটনের কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা করছে।
কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করতে চাইলে বা সেই বিশেষ পণ্যটিকে বাজারে প্রচলিত অনুরূপ অন্যান্য পণ্য থেকে আলাদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে প্রয়োজনবোধে সেই পণ্যের প্রতীক রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধিকরণ করতে হয়। এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বিএসটিআই। এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংস্থা।
উদ্দীপকের লিটন একটি কোম্পানির মালিক, তাঁর কোম্পানি মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করে পুরো দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সরকারের একটি বিশেষ সংস্থার সাথে লিটনের কোম্পানিটি এমন একটি চুক্তি করেছে যার ফলে বছরের পর বছর একচেটিয়া ব্যবসায় করতে পারছে। সরকারের এ বিশেষ সংস্থাটি লিটনের ব্যবসায়ের উৎপাদিত পণ্যের মান নির্ধারণ, পণ্যমান পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করে একটি সনদপত্র প্রদান করে থাকে। সর্বোচ্চ মানসম্মত পণ্য হওয়ায় তার পণ্যটি ভোক্তাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্যতা পায়। উদ্দীপকের এ সংস্থাটির কার্যক্রমের সাথে বিএসটিআই-এর সাদৃশ্য রয়েছে। তাই বলা যায়, বিএসটিআই-এর সাথে চুক্তির ফলে লিটনের কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা করছে।

ঘ লিটনের কোম্পানির 'ম' অক্ষর দ্বারা ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষা হয়– উক্তিটি যথার্থ।
ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো পণ্যকে অন্যের অনুরূপ বা অভিন্ন পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীককে ট্রেডমার্ক বলে। স্বাতন্ত্র্যতা এই মার্কের মূল বিষয়। ডিভাইস, ব্রান্ড, শিরোনাম, লেবেল, টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, অক্ষর, প্রতীক, সংস্থা যুক্ত উপাদান, রঙের সমন্বয় বা এগুলোর যে-কোনো রূপ সমন্বয় প্রতীক বা ট্রেডমার্কের অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকের লিটন একটি কোম্পানির মালিক। সরকারের একটি বিশেষ সংস্থা বিএসটিআই-এর সাথে তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। যার ফলে বছরের পর বছর তার পণ্যটি একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারছে। তাঁর পণ্য সহজেই চেনার উপায় হিসেবে প্রতিটি পণ্যের মোড়কের গায়ে বড় করে 'ম' অক্ষর ব্যবহার করা হয়, যা পণ্যের ট্রেডমার্ককে নির্দেশ করে। লিটন তার পণ্যের গায়ে 'ম' অক্ষর অর্থাৎ ট্রেডমার্ক দ্বারা তার কোম্পানির পণ্যকে অন্য কোম্পানির পণ্য হতে আলাদা করেন। একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের মালিকের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার। রেজিস্টার্ড মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ওই প্রতীকটি ব্যবহার বা নকল করতে পারবে না। এছাড়াও ট্রেডমার্কটি একবার সুপরিচিত হলে অন্যান্য পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রেও মালিকের এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আইন দ্বারা এ অধিকার সুরক্ষিত। এ অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতে মামলা করে প্রতিকার পাওয়া যাবে। এর ফলে পণ্যটির মালিকের স্বার্থ সবসময় সুরক্ষা পাবে। তাই বলা যায়, লিটনের কোম্পানির 'ম' অক্ষর দ্বারা ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি. হেলাল বেশ কয়েকজন কর্মী নিয়ে সিরামিকের ব্যবসা করেন। তিনি কর্মীদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। কর্মীরা বিনয়ের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে কর্মীরা কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। হেলাল বিষয়টি বুঝতে পেরে তাদের বেতন বাড়িয়ে দেন এবং দুই ঈদে বোনাসের ব্যবস্থা করেন। ফলে কর্মীরা বর্তমানে আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে।

ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ের অর্থ সংগ্রহের প্রধান উৎস– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. হেলালের কার্যক্রমে কোন ধরনের নেতৃত্ব প্রকাশ পায়– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. হেলালের কোন ধরনের পদক্ষেপের ফলে কর্মীরা আগ্রহসহ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেওল।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ের অর্থ সংগ্রহের প্রধান উৎস– উক্তিটি সঠিক।
যে ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ ও ঋণদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের নিকট পড়ে থাকা অলস অর্থকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে, সেই অর্থকে বিভিন্ন ঋণ পণ্যে পরিণত করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তা বিতরণ করে। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংকসহ সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে নগদ অর্থ ধার দিয়ে থাকে। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ সংগ্রহের প্রধান উৎস।

গ মি. হেলালের কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রকাশ পায়।
যে নেতৃত্বে নেতা অধস্তনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। এ ধরনের নেতৃত্বে সব ক্ষমতা নিজের হাতে না রেখে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব অধস্তনদের কাছে ছেড়ে দেন। এর ফলে কর্মীরা নেতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।
উদ্দীপকের মি. হেলাল বেশ কয়েকজন কর্মী নিয়ে সিরামিকের ব্যবসা করেন। তিনি কর্মীদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। আর এ নেতৃত্বের ধরনটির সাথে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধরনের নেতৃত্বে নেতা কর্মীদের প্রশ্নের জবাব দেন এবং প্রয়োজনে জবাবদিহিতা করেন। তাই কর্মীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে করেন এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে নিরলস পরিশ্রম করেন। তাই বলা যায়, মি. হেলাল গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করেন।

ঘ মি. হেলালের প্রেষণাদান পদক্ষেপের ফলে কর্মীরা আগ্রহসহ দায়িত্ব পালনে উদ্‌বুদ্ধ হয়।

প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী করার প্রক্রিয়াকে প্রেষণা বলা হয়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পূর্ণ কার্যক্ষমতা ব্যবহারের লক্ষ্যে তাদেরকে কাজের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়। এর মূল্য উদ্দেশ্য হলো মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার আগ্রহ তৈরি করা।

উদ্দীপকের মি. হেলাল তার প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করেন। তিনি কর্মীদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন তাদের সাথে পরামর্শ করেন। তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। তাই কর্মীরা বিনয়ের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে কর্মীরা কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললে হেলাল তাদের উৎসাহিত করার জন্য বেতন বাড়িয়ে দেন এবং দুই ঈদে বোনাসের ব্যবস্থা করেন। ফলে বর্তমানে কর্মীরা আগ্রহ নিয়ে কাজ করছেন। কর্মীদের এরূপ আগ্রহ বৃদ্ধির কারণ হলো প্রেষণা।

মি. হেলাল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও বোনাসের ব্যবস্থা করে মূলত তাদের প্রেষণা দিয়েছেন। মূলত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী করার জন্য প্রেষণা দেওয়া হয়। প্রেষণা কর্মীদের কাজের মান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

তাই মি. হেলালের প্রেষণা দানের ফলে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। ফলে কর্মীরা আরও ভালোভাবে কাজ করতে আগ্রহী হয়। কর্মীদের কাজের প্রতি পুনরায় উৎসাহিত করতে এবং তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ দক্ষতা আদায় করতে প্রেষণা নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায়, মি. হেলালের প্রেষণাদানের ফলে কর্মীরা আগ্রহসহকারে দায়িত্ব পালনে উদ্‌বুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ আসিফ একজন ব্যবসায়ী। নিউ মার্কেটে তার একটি কসমেটিকস এর শো-রুম আছে। প্রথমেই তিনি নিম্নমানের পণ্য বেশি দামে বিক্রির মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন। ক্রেতাগণ তা বুঝতে পেরে তার দোকানে আর ভিড় করে না। ক্রেতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করছেন।

ক. নৈতিকতা কী? ১

খ. বিক্রয়িকতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আসিফ কোন ধরনের দায়বদ্ধতাকে মেনে চলেন নি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আসিফ কীভাবে একজন যথার্থ ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৩]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৈতিকতা বলতে মানুষের ভালো-মন্দের বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিকটি গ্রহণ করাকে বোঝায়।

খ ক্রেতা আকর্ষণ করার কৌশল বা দক্ষতাকে বিক্রয়িকতা বলে।

এর মাধ্যমে একজন বিক্রয়কর্মী তার দক্ষতা ও কৌশলকে কাজে লাগিয়ে সে সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট পণ্য বা সেবাসামগ্রী বিক্রয় করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও তিনি তার নিজ গুণে ব্যবসায় ও পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করে তাদেরকে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করে থাকে।

গ উদ্দীপকের আসিফ ব্যবসায়ের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মেনে চলেননি।

ক্রেতা বা ভোক্তা হলেন ব্যবসায়ের প্রাণ। তারা পণ্য কিনলেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে। তাই ব্যবসায়ীকে তার ভোক্তাদের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব যেমন মানসম্মত পণ্য সরবরাহ, পণ্যের স্থিতিশীল বাজার, পণ্যসামগ্রী প্রাপ্তি সহজতর প্রভৃতি পালন করতে হয়। এতে ব্যবসায়ের প্রতি ক্রেতা ও ভোক্তাদের আস্থা তৈরি হয়।

উদ্দীপকের আসিফ একজন ব্যবসায়ী। নিউ মার্কেটে তার একটি কসমেটিকস এর শো-রুম আছে। ব্যবসায়ের শুরুতেই তিনি নিম্নমানের পণ্য বেশি দামে বিক্রি করেন। যার মাধ্যমে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন। একজন ব্যবসায়ী হয়ে ক্রেতা বা ভোক্তাদের মানসম্মত পণ্য সরবরাহ না করে তিনি তার দায়িত্বে অবহেলা করেছেন। তাছাড়া নিম্নমানের কসমেটিকসে অনেক ক্ষতিকর কেমিক্যাল থাকে যা ব্যবহারে মানুষের চামড়ার তো ক্ষতি হয়-ই এর সাথে এসব ব্যবহারে মানুষের ক্যান্সারের মতো রোগও হতে পারে। আসিফের নিম্নমানের কসমেটিকস তার দোকানের ক্রেতা বা ভোক্তাদের ক্ষতি সাধান করছে, যা আসিফের ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতাকে মেনে না চলার বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছে। তাই বলা যায়, আসিফ ক্রেতা ও ভোক্তাদের দায়বদ্ধতাকে মেনে চলেননি।

ঘ ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা যথাযথভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে আসিফ একজন যথার্থ ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

নৈতিকতা হলো ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয় বিচারের মাপকাঠি। এটি মানুষকে ভালো ও খারাপ দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে পথ চলতে সাহায্য করে। আর সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো মুনাফা অর্জনের সাথে সমাজের কিছু মঙ্গলময় বা কল্যাণমূলক কাজ করা।

উদ্দীপকের আসিফ একজন ব্যবসায়ী। তার একটি কসমেটিকসের শো-রুম আছে। প্রথমেই তিনি নিম্নমানের পণ্য বেশি দামে বিক্রি করে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বন্ধতাকে অবহেলা করেছেন। পরবর্তীতে ক্রেতারা তার অনৈতিক কাজটি বুঝতে পেরে তার দোকানে আর ভিড় করে না। ক্রেতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করছেন।

আসিফ নৈতিকতা না মেনে তার ব্যবসায়টি পরিচালনা করছেন। যার ফলে ক্রেতা ও ভোক্তারা তার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। তাই আসিফকে ক্রেতা ও ভোক্তাদের আস্থা ও বিশ্বাস পুনরায় অর্জন করতে হবে। এর জন্য প্রথমেই তাকে তার দোকানের নিম্নমানের পণ্যগুলোকে নষ্ট করে সে স্থানকে মানসম্মত পণ্য দ্বারা সাজাতে হবে। পূর্বের ন্যায় অধিক দামের পরিবর্তে পণ্যের মূল্য যেন ক্রেতা ও ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। পূর্বের মতো ভুল যেন আর কখনোই না ঘটে সে বিষয়ে তাকে সতর্কতার সাথে অবস্থান করতে হবে। ব্যবসায়ের সকল কাজ তাকে নৈতিকতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বন্ধতা পালনের পাশাপাশি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তাকে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে হবে। একজন আদর্শ ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের সকল কাজ নৈতিকতার সাথে সম্পাদন করে এবং মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নেও যাবতীয় কাজ করে থাকে। তাই বলা যায়, উপর্যুক্ত কাজগুলো করার মাধ্যমেই আসিফ নিজেকে একজন যথার্থ ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 4 3

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. জামান সাহেব ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি নতুন গাড়ি কিনে সাথে সাথে সেটি বিমা করে নেন। জামান সাহেব কোন ধরনের বিমা করেছেন?
ক) জীবন খ) নৌ গ) অগ্নি ঘ) দুর্ঘটনা

২. ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–
ক) চুক্তি খ) ব্র্যান্ড গ) পণ্য ঘ) বিজ্ঞাপন

৩. অধঃস্তনদের সাথে আলোচনা করা ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা কোন ধরনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য?
ক) গণতান্ত্রিক খ) আমলাতান্ত্রিক
গ) স্বৈরতান্ত্রিক ঘ) মুক্ত

৪. কোনটিকে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা বলা হয়?
ক) নির্দেশনা খ) সংগঠিতকরণ
গ) পরিকল্পনা ঘ) নিয়ন্ত্রণ

৫. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস নয় কোনটি?
ক) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ) গ্রামীণ ব্যাংক
ঘ) ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স লিঃ

৬. পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে কোনটি?
ক) বিক্রয় খ) পরিবহণ
গ) গুদামজাতকরণ ঘ) প্রমিতকরণ

৭. 'জেন্ডার সচেতনতা'– বিক্রয়িকতার কোন ধরনের গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত?
ক) শারীরিক খ) মানসিক গ) নৈতিক ঘ) অন্যান্য

৮. পণ্যের বিজ্ঞাপন কেন প্রয়োজন?
ক) পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খ) পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের ধারণা দিতে
গ) পণ্যের বাজার সম্পর্কে জানার জন্য ঘ) উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যে

৯. 'ইথস' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক) ইতালিয়ান খ) জাপানিজ গ) ফরাসি ঘ) গ্রিক

১০. সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা হলো–
i. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ii. নিয়মিত কর প্রদান করা
iii. পরিবেশ দূষণ থেকে এলাকাকে রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. ব্যবসায়ীকে দীর্ঘদিন ব্যবসায়ে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন–
i. অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন ii. পণ্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ
iii. মানসম্মত পণ্য সরবরাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. বিপণনের অন্যতম কাজ কোনটি?
ক) গুদামজতাকরণ খ) পরিবহণ গ) বিক্রয় ঘ) ক্রয়

১৩. কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয় কোন যুগে?
ক) প্রাচীন খ) মধ্য
গ) আধুনিক ঘ) প্রাগৈতিহাসিক

১৪. ব্যাংকিং ব্যবসায় কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ক) নিষ্কাশন খ) নির্মাণ গ) উৎপাদন ঘ) সেবা

১৫. সামাজিক পরিবেশের উপাদান হলো–
i. ধর্মীয় বিশ্বাস ii. কারিগরি দক্ষতা iii. শিক্ষা ও সংস্কৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬. ব্যবসায় স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের কোন পরিবেশের অধিকাংশ উপাদানই অনুকূল?
ক) প্রাকৃতিক খ) সামাজিক গ) রাজনৈতিক ঘ) আইনগত

১৭. নিচের কোনটি ব্যবসায় উদ্যোগ?
ক) বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখার চেষ্টা খ) বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন
গ) বই পড়ার কার্যক্রম গ্রহণ ঘ) বই বিক্রির দোকান স্থাপন

১৮. অর্থনৈতিক রিভিউ, ২০১১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাতীয় অর্থনীতিতে কোন খাতের অবদান বেশি?
ক) শিল্প খ) সেবা গ) কৃষি ঘ) বাণিজ্য

১৯. উদ্যোক্তা কোন ধরনের কাজ করে বিশেষ আনন্দ পান?
ক) লাভজনক খ) চ্যালেঞ্জমূলক গ) সহজ ঘ) কম ঝুঁকিপূর্ণ

২০. ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে কোনটি সম্পর্ক সর্বদা বিদ্যমান?
ক) লাভের খ) লোকসানের গ) সাফল্যের ঘ) ঝুঁকির

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রিয়াদের গ্রামে অনেক ছোটো-বড়ো পুকুর আছে যেগুলোর বেশিরভাগই পরিত্যক্ত। এইচএসসি পাস করা রিয়াদ নিজের বেকারত্ব দূর করতে নানাভাবে চেষ্টা করছে।

২১. নিজের বেকারত্ব দূরীকরণে রিয়াদ কোন কাজটি করতে পারে?
ক) মাছের চাষ খ) লবণ উৎপাদন
গ) বেতের সামগ্রী তৈরি ঘ) কাঠের আসবাবপত্র তৈরি

২২. আত্মকর্মী হতে রিয়াদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে–
ক) উচ্চ শিক্ষা লাভের খ) দক্ষকর্মী নিয়োগের
গ) ব্যাংকে হিসাব খোলার ঘ) প্রশিক্ষণ লাভের

২৩. দেশের প্রতিটি থানায় কেন্দ্র আছে–
ক) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড খ) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
গ) নট্রামস
ঘ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

২৪. আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সবচেয়ে বড় মূলধন কোনটি?
ক) শিক্ষা খ) পর্যাপ্ত মূলধন
গ) নিজের দক্ষতা ঘ) উচ্চাকাঙ্ক্ষা

২৫. মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠনকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

২৬. ইউরোপ ও আমেরিকার শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবসায় সংগঠন কোন ধরনের?
ক) একমালিকানা খ) অংশীদারি গ) যৌথ মূলধনি ঘ) রাষ্ট্রীয়

২৭. বাংলাদেশে অংশীদারি আইনে–
i. ব্যবসায়ের নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে
ii. ব্যবসায়ের নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি
iii. নিবন্ধিত ব্যবসায়কে কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৮. ব্যবসায়ের অংশীদার না হয়েও যিনি নিজেকে অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেন, তাকে বলা হয়–
ক) নামমাত্র অংশীদার খ) আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার
গ) আচরণে অনুমিত অংশীদার ঘ) সীমিত অংশীদার

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
গীতিকার রকিব হাসানের লেখা ও সুর করা 'মেঘের ভেলা' নামের একটি গান তার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হলে অল্প সময়েই দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে গানটি। পরে অনেক অসাধু চ্যানেল মালিকের অনুমতি ছাড়াই গানটি নিজেদের চ্যানেলে নিজেদের নামে প্রকাশ করে। এতে রকিব হাসান ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৯. নিচের গানটির নকল ঠেকাতে রকিব হাসান কোন কাজটি করতে পারতেন?
ক) বিমা খ) মামলা
গ) ট্রেডমার্ক নিবন্ধন ঘ) কপিরাইট নিবন্ধন

৩০. রকিব হাসানের লেখা ও সুর করা গানকে বলা হয়–
ক) স্থাবর সম্পদ খ) অস্থাবর সম্পদ
গ) বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ঘ) তরল সম্পদ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (সৃজনশীল) বিষয় কোড 143

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব মনির একজন ঠিকাদার। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক, বাঁধ, ব্রিজ, ভবন ফ্লাইওভার ইত্যাদি তৈরির কাজ করেন। তাঁর এই কাজে প্রতিদিন অনেক ধরনের মালামাল আনা-নেওয়া করতে হয়। অনেক মাল মজুদ করে রাখতে হয়। প্রতিদিন কাঁচামাল ও বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।
ক. ব্যবসায়িক পরিবেশ কাকে বলে? ১
খ. স্বজনপ্রীতি ও চাঁদাবাজি কোন ধরনের ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান দ্বারা প্রতিরোধ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব মনিরের কাজকে কোন ধরনের শিল্প বলা যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব মনিরের ব্যবসায়ের কার্যক্রমকে বাণিজ্যের উপাদানের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২। **দৃশ্যপট-১ :** জনাব নাফিস কম্পিউটারের একটি নতুন গেম উদ্ভাবন করে অনেক টাকা উপার্জন করেন। পরবর্তীতে তার উদ্ভাবিত গেমস নকল করে সায়েম নামে এ ব্যক্তি বাজারে ছাড়া শুরু করে। তাই নাফিস ক্ষুব্দ হয়ে সায়েমের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনে মামলা করে। সায়েম সাজাপ্রাপ্ত হয়।
দৃশ্যপট-২ : জনাব শাওন চালের কুঁড়া থেকে তেল তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তার এই আবিষ্কার অনেক জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী হওয়ায় ভারতের একটি কোম্পানি তা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য শাওনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।
ক. মেধাসম্পন্ন কাকে বলে? ১
খ. ক্ষতিপূরণের চুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যপট-২ এ কোন ধরনের ব্যবসায়ের কথা বলা হয়েছে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব নাফিসের মেধাসম্পদটির ধরন বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

নেতা	নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য	তোর গুণ
Y	নেতা সবসময় কর্মীদের চাপে রাখেন, আদেশ দিয়ে ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে কাজ আদায় করেন।	–
Z	কর্মীরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে করেন, কর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী নেতা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।	নেতা নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, দক্ষতা অনুযায়ী কর্মীদের দায়িত্ব প্রদান করেন।

ক. প্রেষণা কাকে বলে? ১
খ. ব্যবস্থাপনার কোন কাজের মাধ্যমে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা সহজ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'Y' এর নেতৃত্বের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আদর্শ নেতার গুণাবলির আলোকে 'Z' এর গুণাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জনাব জাহিদ তার ডেইরি ফার্মে উৎপাদিত দুধ ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাদের মাঝে বিক্রি করেন। তিনি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু মোটাতাজা করে হাটে বিক্রি করেন। অন্যদিকে, জনাব ফাহিম তার ফার্মে উৎপাদিত গরুর দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করেন। তিনি অস্বাস্থ্যকর উপায়ে ইনজেকশন দিয়ে গরু মোটাতাজা করে বাজারে বিক্রি করেন। তার ফার্মে উৎপাদিত গরুর মাংস খেয়ে মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।
ক. মূল্যবোধ কাকে বলে? ১
খ. প্রতিটি কারখানায় বর্জ শোধনাগার থাকা বাধ্যতামূলক কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব জাহিদের ব্যবসায়টি কোন পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব ফাহিমের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন কর। ৪

৫। **দৃশ্যপট-১ :** খুলনার ব্যবসায়ী শাহীন ১০ প্রকারের চিংড়ি উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করে। এছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তিনি চিংড়ি রপ্তানি করেন।
দৃশ্যপট-২ : গাজীপুরের শিল্পপতি ইকরাম তাঁর নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত পোশাক বিক্রির জন্য দেশের বিভিন্ন শহরে Signal-1 নামে শোরুম স্থাপন করেন। বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রত্যেকটি শোরুমে শিক্ষিত স্মার্ট, দক্ষ ও জেন্ডার সচেতন বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেন। এভাবে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে স্থায়ী-ক্রেতার পরিণত করে।
ক. বিপণন কী? ১
খ. ক্রেতাকে বিভিন্ন রকম নমুনা প্রদান করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শাহীনের ববসায়ের ক্ষেত্রে বিপণনের কোন কাজটির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইকরামের ব্যবসায়ে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কৌশল মূল্যায়ন কর। ৪

৬। প্রতিবছর আমের অনেক অপচয় হতে দেখে রাজশাহীর মি. ইয়ামিন আম থেকে জুস উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করলেন। জুসের নাম দিলে ন পিওর 'ইয়ামি জুস'। জুসের বোতলে তাঁর প্রতিষ্ঠানের লেবেলসম্বলিত একটি প্রতীক ব্যবহার করলেন এবং অন্য কেউ যাতে নকল করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এছাড়াও কোনো কারণে কারখানা পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যাতে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় সেজন্যও এক ধরনের বিমার ব্যবস্থা করলেন।
ক. বিমাপত্র কাকে বলে? ১
খ. লাইসেন্স কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. ইয়ামিন প্রতিষ্ঠানের জ্য কোন ধরনের বিমা করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. ইয়ামিনের মেধাসম্পদটির ধরন বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। সিজান, মিজান ও সুমন তিন বন্ধু মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে ১০ বছর সময়ের জন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই ঘটনাক্রমে সিজানের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ফলে তাদের ব্যবসায়টি বন্ধ হয়ে যায়।
ক. একমালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব কীসের উপর নির্ভরশীল? ১
খ. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দায় অসীম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্যবসায়টির বিলোপসাধন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। জনাব জাকির একটি নতুন পদ্ধতিতে উৎকৃষ্টমানের কাঁঠালের চিপস তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করেন। তিনি সারা বছরব্যাপী এই চিপস উৎপাদনের লক্ষ্যে কাঁঠালের মৌসুমে কাঁঠাল সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ করার পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে চান। কিন্তু সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা ও কর মওকুফের সুবিধা না থাকায় তিনি তা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না।
ক. শিল্পোদ্যোক্তা কে? ১
খ. ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান ফলাফল কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. একজন সফল উদ্যোক্তার কোন গুণটি জনাব জাকিরের মধ্যে বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব জাকিরের ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ মূল্যায়ন কর। ৪

৯। পটুয়াখালির ব্যবসায়ী জনাব আরমান নিজস্ব কারখানায় ইলেকট্রনিক পণ্য সামগ্রী যেমন, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। সারা বাংলাদেশে প্রতিনিধি নিয়োগ করে তিনি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তার পণ্যের গুণাগুণ ভালো হওয়া সত্ত্বেও পণ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ও জ্ঞানের অভাবে ক্রেতা সমাগম কম হয়। তাছাড়া সারাদেশের প্রতিনিধিরা তাদের দক্ষতা দ্বারা ক্রেতা আকৃষ্ট করতে পারছে না।
ক. মোড়কীকরণ কাকে বলে? ১
খ. ভোক্তা বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আরমান পণ্য বিপণনে কোন বণ্টন প্রণালীটি অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আরমানের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তুমি তাকে পরামর্শ দিবে? তোমার পরামর্শের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। রাবেয়া আক্তারের স্বামী ঢাকায় রিকশা চালাতো। কিন্তু এক সড়ক দুর্ঘটনায় তার স্বামী পঙ্গু হয়ে যায়। যার ফলে তার সংসারের অচলাবস্থা হয়। রাবেয়া এই পরিস্থিতি দেখে শুধুমাত্র অসহায় নারীদের স্বকর্মসংস্থানের জন্য পরিচালিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান রাবেয়া আক্তারকে সেলাই কাজের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে রাবেয়া স্বাবলম্বী হয়। পরবর্তীতে রাবেয়া ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বড় পরিসরে ও বাণিজ্যিকভাবে সেলাই কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে শতাধিক কর্মী কাজ করছে।
ক. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কোনটি? ১
খ. আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাবেয়া আক্তারকে সহায়তা প্রদানকারী পতিষ্ঠানটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাবেয়া আক্তার কী একজন আত্ম-কর্মসংস্থানকারী নাকি ব্যবসায় উদ্যোক্তা? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। জনাব আজাদ পৈত্রিক সম্পত্তিতে একটি হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। তিনি পেনশন বাবদ যা টাকা পেলেন তার সবটুকুই হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় করলেন। কিছু টাকা তার চাঁচার কাছ থেকে ধার নেওয়ার পরেও টাকা সংকুলান না হওয়ায় অগ্রণী ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নিলেন। তিনি হাসপাতালে প্রত্যেক রোগের চিকিৎসার জন্য আলাদা-আলাদা বিভাগ খোলেন। সেই অনুযায়ী তিনি অভিজ্ঞ ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য লোকবলকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করে হাসপাতালটি চালু করেন।
ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কাকে বলে? ১
খ. লেভার সচেতনতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. হাসপাতাল চালু করার ক্ষেত্রে জনাব আজাদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির অন্তর্গত কোন কাজটি সম্পাদন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হাসপাতাল স্থাপনে জনাব আজাদের অর্থায়নের উৎস মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ঘ	২	ক	৩	ক	৪	গ	৫	গ	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ	১১	গ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	খ
১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ জনাব মনির একজন ঠিকাদার। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক, বাঁধ, ব্রিজ, ভবন ফ্লাইওভার ইত্যাদি তৈরির কাজ করেন। তাঁর এই কাজে প্রতিদিন অনেক ধরনের মালামাল আনা-নেওয়া করতে হয়। অনেক মাল মজুদ করে রাখতে হয়। প্রতিদিন কাঁচামাল ও বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

ক. ব্যবসায়িক পরিবেশ কাকে বলে? ১

খ. স্বজনপ্রীতি ও চাঁদাবাজি কোন ধরনের ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান দ্বারা প্রতিরোধ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব মনিরের কাজকে কোন ধরনের শিল্প বলা যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব মনিরের ব্যবসায়ের কার্যক্রমকে বাণিজ্যের উপাদানের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা ব্যবসায়িক সংগঠনের গঠন, কার্যাবলি, উন্নতি ও অবনতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে।

খ স্বজনপ্রীতি ও চাঁদাবাজি ব্যবসায়িক পরিবেশের আইনগত উপাদান দ্বারা প্রতিরোধ করা যায়।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচলিত বিভিন্ন আইনের সমন্বয়ে সৃষ্ট পরিবেশ হলো আইনগত পরিবেশ। বাণিজ্য ও শিল্প আইন, শ্রম আইন, আমদানি-রপ্তানি নীতি প্রভৃতি আইনগত পরিবেশের উপাদান। ব্যবসায় পরিবেশের এ সকল আইনগত উপাদান দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভোক্তা আইনের কঠোর প্রয়োগ, শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব আইন তৈরি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ করে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা যায়।

গ জনাব মনিরের কাজকে নির্মাণ শিল্প বলা যায়।

যে শিল্পের মাধ্যমে রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, দালানকোঠা, জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়, তাকে নির্মাণ শিল্প বলে। এ শিল্পের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বা কোনো স্থাপনা তৈরির প্রক্রিয়া করা হয়। এতে তৈরিকৃত স্থাপনা স্থায়ী প্রকৃতির ও অস্থানান্তরযোগ্য হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের মনির একজন ঠিকাদার। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক, বাঁধ, ব্রিজ, ভবন, ফ্লাইওভার ইত্যাদি তৈরির কাজ করেন। অর্থাৎ তিনি স্থাপনাসংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত আছেন। এ কাজের মাধ্যমেই তিনি মুনাফা অর্জন করেন। এছাড়া তার এই কাজের মাধ্যমে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নও হয়ে থাকে এবং তার শিল্পে তৈরি এ সকল অবকাঠামো দেশের জনগণ দীর্ঘদিন ব্যবহার করবে। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নির্মাণ শিল্পের সাদৃশ্য রয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব মনিরের কাজটি নির্মাণ শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ জনাব মনিরের ব্যবসায়ের কার্যক্রমে বাণিজ্যের উপাদান পরিবহণ, গুদামজাতকরণ ও ব্যাংকিং এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবাসামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌছানো পর্যন্ত একজন ব্যবসায়িকে বাণিজ্যের বিবিধ কাজ সম্পাদন করতে হয়। এই কাজগুলো যথার্থভাবে সম্পাদন করার জন্য বাণিজ্যের পণ্য বিনিময়, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং, বিমা-এ সকল উপাদানগুলোর সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে।

উদ্দীপকের জনাব মনির বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক, বাঁধ, ব্রিজ, ফ্লাইওভার ইত্যাদি অবকাঠামো তৈরির কাজ করে। এই কাজে তাকে প্রতিদিন অনেক ধরনের মালামাল আনা-নেওয়া করতে হয়। অনেক মাল মজুদ করে রাখতে হয়। প্রতিদিন কাঁচা-মাল ও বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তাকে বাণিজ্যের কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য বাণিজ্যের উপাদানগুলোর সাহায্য সহযোগিতা নিতে হয়।

জনাব মনিরের মালামাল আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে তাকে স্থানগত বাধা দূর করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি বাণিজ্যের পরিবহণ উপাদানটিকে ব্যবহার করে মালামল একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করেছেন। অবকাঠামোগত স্থাপনা তৈরির সময় যেন কাঁচামালের সংকট না হয় তাই তাকে গুদামজাতকরণের মাধ্যমে মাল মজুদ করে রাখতে হয়েছে। যার ফলে তার সময়গত বাধা দূর হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন কাঁচামাল ও বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ের জন্য তার নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায়ের এই অর্থগত বাধা দূর করে। বাণিজ্যের উপাদান ব্যাংকিং এর মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায়ে সৃষ্টি অর্থগত বাধা যে-কোনো সময় দূর করতে সক্ষম হবেন। জনাব মনিরের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পাদন করতে গিয়ে তাকে যেসকল বাধার সম্মুখীন হতে হয় তা তিনি বাণিজ্যের উপাদানগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে সমাধান করেন। তাই বলা যায়, জনাব মনিরের ব্যবসায়ের কার্যক্রমে বাণিজ্যের উপাদানসমূহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ▸ ০২ **দৃশ্যপট-১ :** জনাব নাফিস কম্পিউটারের একটি নতুন গেম উদ্ভাবন করে অনেক টাকা উপার্জন করেন। পরবর্তীতে তার উদ্ভাবিত গেমস নকল করে সায়েম নামে এ ব্যক্তি বাজারে ছাড়া শুরু করে। তাই নাফিস ক্ষুব্দ হয়ে সায়েমের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনে মামলা করে। সায়েম সাজাপ্রাপ্ত হয়।

দৃশ্যপট-২ : জনাব শাওন চালের কুঁড়া থেকে তেল তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তার এই আবিষ্কার অনেক জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী হওয়ায় ভারতের একটি কোম্পানি তা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য শাওনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

ক. মেধাসম্পদ কাকে বলে? ১
খ. ক্ষতিপূরণের চুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যপট-২ এ কোন ধরনের ব্যবসায়ের কথা বলা হয়েছে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব নাফিসের মেধাসম্পদটির ধরন বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনন ও মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজকে মেধাসম্পদ বলে।

খ বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

যে চুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পত্তিসম্পর্কিত কোনো ঘটনাজনিত ক্ষতি বা ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বিমাচুক্তি বলে। এই চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী বিমা গ্রহীতাকে উদ্ভূত ক্ষতির বিপরীতে আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। তাই বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ দৃশ্যপট-২ এ ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের কথা বলা হয়েছে।

কোনো খ্যাতনামা কোম্পানির নাম ব্যবহার এবং এর পণ্য তৈরি, বিক্রি বা বিতরণ করার অধিকারকে ফ্রানসাইজিং বলে। এ ধরনের ব্যবসায় উদাহরণ হলো ব্যান্ড বক্স কোম্পানি, পিজ্জাহাট, কেএফসি, ডইম্পি, কেটনাকি ইত্যাদি। ফ্রানসাইজিং ব্যবসার দুটি পক্ষ থাকে, ফ্রানসাইজর ও ফ্রানসাইজি।

দৃশ্যপট-২ এ জনাব শাওন চালের কুঁড়া থেকে তেল তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তার এই আবিষ্কার অনেক জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী হওয়ায় ভারতের একটি কোম্পানি তা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য শাওনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। এক্ষেত্রে ভারতের কোম্পানিটি শাওনের চালের কুঁড়া থেকে তেল আবিষ্কারের পদ্ধতিটি শাওনের সম্মতিতে হুবহু অনুসরণের সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই কোম্পানিটিকে শাওনের নির্ধারিত পণ্যের মান ও প্রক্রিয়া মেনে পণ্যটি উৎপাদন করতে হবে। আর এ সকল কার্যক্রম মূলত ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, দৃশ্যপট-২ ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের কথা বলা হয়েছে।

ঘ জনাব নাফিসের মেধাসম্পদটির ধরন হলো কপিরাইট।

সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধাসম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র যে আইনগত অধিকার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদান করা হয় তাকে কপিরাইট বলে। গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, সাহিত্যকর্ম, চলচ্চিত্র, সংগীত, ভাস্কর্য, বিভিন্ন কম্পিউটার ভিত্তিক গেইম, সফটওয়্যার কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয়।

দৃশ্যপট-১ এ দেখা যায়, জনাব নাফিস কম্পিউটারের একটি নতুন গেম উদ্ভাবন করে অনেক টাকা উপার্জন করেন। পরবর্তীতে তার উদ্ভাবিত গেমস নকল করে সায়েম নামে এক ব্যক্তি বাজারে ছাড়ে। তাই নাফিস ক্ষুব্ধ হয়ে সায়েমের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনে মামলা করে। এতে সায়েম সাজাপ্রাপ্ত হয়। মূলত কপিরাইট নিবন্ধন থাকার ফলে নাফিস আইনের কাছে এই প্রতিকার পায়।

নাফিসের উদ্ভাবিত গেমটির কপিরাইট নিবন্ধন থাকায় এর একক স্বত্ব বা মালিকানা কেবল নাফিসের। তাই তার উদ্ভাবিত গেইমটি তিনি ছাড়া আর অন্য কোনো পক্ষ বাজারজাত করতে পারবে না। যদি তিনি তার উদ্ভাবিত গেইমটির কপিরাইট নিবন্ধন না করতো তাহলে অন্য পক্ষ অর্থাৎ সায়েম খুব সহজেই গেইমটি নকল করে লাভবান হতে পারতো। কিন্তু কপিরাইট নিবন্ধন করার ফলে তার গেইমটি আইনগত সুরক্ষা পায়। এক্ষেত্রে প্রকৃত উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক হিসেবে নাফিস যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে তিনি নকলকারীর অর্থাৎ সায়েমের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান কপিরাইট আইন অনুযায়ী নকলকারী সায়েম গেইমটির বাজারজাত বন্ধ করতে বাধ্য হবে এবং আইনগত সাজা ভোগ করবে। অর্থাৎ নাফিসের করা এই কপিরাইট নিবন্ধনের কারণেই সায়েম সাজাপ্রাপ্ত হয়। তাই বলা যায়, জনাব নাফিজের করা মেধাসম্পদটি হলো কপিরাইট।

প্রশ্ন ▶ ০৩

নেতা	নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য	তার গুণ
Y	নেতা সবসময় কর্মীদের চাপে রাখেন, আদেশ দিয়ে ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে কাজ আদায় করেন।	–
Z	কর্মীরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে করেন, কর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী নেতা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।	নেতা নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, দক্ষতা অনুযায়ী কর্মীদের দায়িত্ব প্রদান করেন।

ক. প্রেষণা কাকে বলে? ১
খ. ব্যবস্থাপনার কোন কাজের মাধ্যমে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা সহজ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'Y' এর নেতৃত্বের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আদর্শ নেতার গুণাবলির আলোকে 'Z' এর গুণাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহিত করার প্রক্রিয়াকে প্রেষণা বলে।

খ ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ কাজটির মাধ্যমে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা সহজ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কি না তা তদারক করা, ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় করা এবং প্রয়োজনে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সার্বিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজ হচ্ছে কি না তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হয়।

গ উদ্দীপকের 'Y' এর নেতৃত্বের ধরনটি হলো স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব।

যে নেতৃত্বে নেতা শুধু আদেশ করেন, জবাবদিহি করেন না তাকে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। এ ধরনের নেতৃত্বে নেতা সম্পূর্ণভাবে নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করেন। কর্মীদের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখেন না এবং তাদের সবসময় চাপের মুখে রাখেন।

উদ্দীপকের ছকে নেতা 'Y' এর কিছু নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সবসময় কর্মীদের চাপে রাখেন। আদেশ দিয়ে ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে কাজ আদায় করে নেন। তার এরূপ নেতৃত্বে কর্মীরা সব সময় চাপের মুখে থাকে। তাই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের ভাবতে পারেন না। আর এ সকল বৈশিষ্ট্য স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, 'Y' এর নেতৃত্বের ধরনটি হলো স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব।

ঘ উদ্দীপকে ছকে উল্লিখিত নেতা 'Z' এর মধ্যে আদর্শ নেতার সাংগঠিক ক্ষমতা ও জেন্ডার সচেতনতা গুণটি ফুটে উঠেছে।

যিনি নেতৃত্ব দেন তাকেই নেতা বলা হয়। নেতার কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উৎসাহিত ও পরিচালিত করা। নেতৃত্বদানের কঠিন দায়িত্বশীল কাজটি সম্পাদনের জন্য একজন নেতার অনেকগুলো গুণ থাকতে হয়। কেননা উপযুক্ত নেতৃত্ব যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে, তেমনি নেতার ব্যর্থতা/অযোগ্যতা প্রতিষ্ঠানকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত নেতা 'Z' তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এতে কর্মীরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে করেন। অর্থাৎ 'Z' তার প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করেন। এছাড়া তিনি নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, দক্ষতা অনুযায়ী তিনি কর্মীদের দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ একজন আদর্শ নেতার জেন্ডার সচেতনতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার গুণ দুটি তার মধ্যে রয়েছে।

'Z' তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী ও পুরুষের সাথে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করে, যা তার জেন্ডার সচেতনতা গুণটির বহিঃপ্রকাশ। একজন নেতা তিনি নারী বা পুরুষ যেই হোন না কেন তাকে অবশ্যই তার সহকর্মী নারী-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাকে অবশ্যই পক্ষপাতহীন হতে হবে। এছাড়াও একজন নেতার প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়ে দক্ষতা থাকা উচিত, যাতে কোন দায়িত্বের জন্য কে উপযুক্ত তা বাছাই করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করতে পারেন। নেতা 'Z'-ও তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করেন। যা তার আদর্শ নেতার সাংগঠনিক ক্ষমতা গুণটিকে নির্দেশ করে। সুতরাং আদর্শ নেতার গুণগুলোর অধিকারী হওয়ার দরুন নেতা 'Z' কে আদর্শ নেতা হিসেবে অভিহিত করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব জাহিদ তার ডেইরি ফার্মে উৎপাদিত দুধ ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাদের মাঝে বিক্রি করেন। তিনি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু মোটাতাজা করে হাটে বিক্রি করেন। অন্যদিকে, জনাব ফাহিম তার ফার্মে উৎপাদিত গরুর দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করেন। তিনি অস্বাস্থ্যকর উপায়ে ইনজেকশন দিয়ে গরু মোটাতাজা করে বাজারে বিক্রি করেন। তার ফার্মে উৎপাদিত গরুর মাংস খেয়ে মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

ক. মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. প্রতিটি কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার থাকা বাধ্যতামূলক কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব জাহিদের ব্যবসায়টি কোন পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব ফাহিমের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন কর। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জ্ঞানবোধ এবং আচরণ সমাজে মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করে তাকেই মূল্যবোধ বলে।

খ পরিবেশ দূষণরোধে প্রতিটি কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার থাকা বাধ্যতামূলক।

প্রায় প্রতিটি কারখানা থেকে বর্জ্য বের হয়ে থাকে। যেমন– চামড়াজাত শিল্প, কাপড়ের রং ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই কারখানার বর্জ্য কোনো অবস্থায় প্রবাহমান নদী, খাল-বিল বা জলাশয়ে ফেলা উচিত নয়, সেক্ষেত্রে কারখানার মালিক বা ব্যবসায়ীদের কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং চালু অবস্থায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য প্রতি কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

গ উদ্দীপকে জনাব জাহিদের ব্যবসায়টি ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করে।

ক্রেতা বা ভোক্তা হলো ব্যবসায়ের প্রাণ। তারা পণ্য কিনলেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে। তাই ব্যবসায়ীকে তার ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব যেমন– পণ্যের স্থিতিশীল বাজার, মানসম্মত পণ্য সরবরাহ, পণ্যসামগ্রী সহজে প্রাপ্তি প্রভৃতি পালন করতে হয়। এতে ব্যবসায়ের প্রতি ক্রেতা ও ভোক্তাদের আস্থা তৈরি হয়।

উদ্দীপকের জনাব জাহিদ তার ডেইরি ফার্মে উৎপাদিত দুধ ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাদের মাঝে বিক্রি করেন। তিনি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু মোটাতাজা করে হাটে বিক্রি করেন। ন্যায্যমূল্যে দুধ বিক্রি করায় তা ক্রেতা ও ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে এবং তারা সহজেই তা ভোগ করতে পারবে। অপরদিকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু লালনপালন করে বিক্রি করায় ক্রেতা ও ভোক্তারা মানসম্মত পণ্য পাচ্ছে। আর এ সকল বিষয় একজন ব্যবসায়ীর ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতাকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, জনাব জাহিদ ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করে থাকেন।

ঘ জনাব ফাহিমের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

যে জ্ঞানবোধ এবং আচরণ সমাজ মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করে তাকেই মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক, মঙ্গলময় ও কল্যাণময় দিকের নির্দেশনা দেয়।

উদ্দীপকের ফাহিম তার ফার্মে উৎপাদিত গরুর দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করেন। তিনি অস্বাস্থ্যকর উপায়ে ইনজেকশন দিয়ে গরু মোটাতাজা করে বাজারে বিক্রি করেন। তার ফার্মে উৎপাদিত গরুর মাংস খেয়ে মানুষ নানা বিধি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তার এ কাজটি ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবিবর্জিত একটি কাজ, যা সমাজ ও মানুষের ওপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

জনাব ফাহিম লোভের বশবর্তী হয়ে তার ব্যবসায়ে অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করেন। অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় তিনি ক্রেতা ও ভোক্তাদের স্বাস্থ্য নিয়েও ঝুঁকি নেন। কিন্তু কোনো ব্যবসায়ী অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে দীর্ঘদিন ব্যবসায়ে টিকে থাকতে পারে না। কারণ ক্রেতা ও ভোক্তারা একটা সময় পর ব্যবসায়ীর অনৈতিকতা বুঝতে পেরে যায়। তাই এই ক্ষেত্রে মুনাফা সাময়িক সময়ের জন্য বেশি হলেও ব্যবসায়টি ক্ষণস্থায়ী বা স্বল্পমেয়াদি হয়ে যায়। তাই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য অবশ্যই ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মেনে চলতে হয়। মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মেনে ব্যবসায় করলে ব্যবসায়টি ক্রেতা ও ভোক্তাদের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হয় এবং তারা ব্যবসায়টির স্থায়ী গ্রাহক, ক্রেতা ও ভোক্তায় পরিণত হয়। এতে বিক্রয় ও সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়। তাই বলা যায়, ফাহিমের ব্যবসায়টিকে দীর্ঘস্থায়ী ও সফল করার জন্য তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **দৃশ্যপট-১ :** খুলনার ব্যবসায়ী শাহীন ১০ প্রকারের চিংড়ি উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করে। এছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তিনি চিংড়ি রপ্তানি করেন।

দৃশ্যপট-২ : গাজীপুরের শিল্পপতি ইকরাম তাঁর নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত পোশাক বিক্রির জন্য দেশের বিভিন্ন শহরে Signal-1 নামে শো-রুম স্থাপন করেন। বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রত্যেকটি শো-রুমে শিক্ষিত স্মার্ট, দক্ষ ও জেন্ডার সচেতন বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেন। এভাবে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে স্থায়ী-ক্রেতার পরিণত করে।

ক. বিপণন কী? ১

খ. ক্রেতাকে বিভিন্ন রকম নমুনা প্রদান করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শাহীনের ববসায়ের ক্ষেত্রে বিপণনের কোন কাজটির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইকরামের ব্যবসায়ে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কৌশল মূল্যায়ন কর। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যদ্রব্য বা সেবাসামগ্রী উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সকল কাজকে বিপণন বলে।

খ পণ্য ও পণ্যের যাবতীয় দিক সম্পর্কে অবহিত করতে ক্রেতাকে বিভিন্ন রকম নমুনা প্রদান করা হয়।

নমুনা প্রদান বিজ্ঞাপনের একটি মাধ্যম। এর মাধ্যমে ক্রেতাকে পণ্যের বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সাধারণত বিনামূল্যে ক্রেতাদের এটি প্রদান করা হয়। ঔষধ কোম্পানি, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায়ীরা সাধারণ বিজ্ঞাপনের এ মাধ্যমটি ব্যবহার করে তাদের পণ্যের প্রসার ঘটিয়ে থাকে।

গ শাহীনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিপণনের পরিবহণ কাজটির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

পরিবহণ পণ্য বা সেবার স্থানগত উপযোগ ও চাহিদা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে পণ্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছানো হয়। এভাবে পণ্য উৎপাদনকারী থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে।

দৃশ্যপট-১ এর শাহীন একজন চিংড়ি ব্যবসায়ী। তিনি খুলনায় ১০ প্রকারের চিংড়ি উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করেন। এছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তিনি চিংড়ি রপ্তানি করেন। এক্ষেত্রে একস্থানে উৎপাদিত অর্থাৎ খুলনায় উৎপাদিত চিংড়ি দেশের বিভিন্ন স্থান ও ইউরোপে রপ্তানির ক্ষেত্রে শাহীনকে স্থানগত বাধা অতিক্রম করতে হয়। আর এ স্থানগত বাধা দূর হয় বিপণনের কার্যাবলি পরিবহণের মাধ্যমে। তাই বলা যায়, শাহীন ব্যবসাযের ক্ষেত্রে বিপণনের পরিবহণ কাজটি সম্পাদন করেছেন।

ঘ ইকরামের ব্যবসায়ে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কৌশলটি হলো বিক্রয়িকতা।

বিক্রয়িকতা বলতে বিক্রয়কর্মীর ক্রেতা আকর্ষণ করার কৌশল বা দক্ষতাকে বোঝায় যার মাধ্যমে সে সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট পণ্য বা সেবাসামগ্রী বিক্রয় করতে সক্ষম হয়। বিক্রয়িকতার গুণে বিক্রেতা তার ব্যবসায় ও পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করে তাদেরকে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করে।

দৃশ্যপট-২ এ গাজীপুরের শিল্পপতি ইকরাম তার নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত পোশাক বিক্রির জন্য দেশের বিভিন্ন শহরে Signal-1 নামে শো-রুম স্থাপন করেন। বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রত্যেকটি শোরুমে শিক্ষিত, স্মার্ট, দক্ষ ও জেন্ডার সচেতন বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেন। এভাবে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করে। বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক্ষেত্রে ইমরান বিক্রয়িকতার কৌশলটি গ্রহণ করেন। ইকরাম তার ব্যবসাযের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আদর্শ বিক্রয়কর্মী নিয়োগ অর্থাৎ বিক্রয়িকতার ওপর গুরুত্ব দেন। কারণ একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মী বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসার ও সফলতা অর্জনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা একজন বিক্রয়কর্মী দ্বারা প্রভাবিত হয়। একজন শিক্ষিত বিক্রয়কর্মী তার জ্ঞানকে ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। স্মার্ট ও দক্ষ বিক্রয়কর্মী ক্রেতাদের পণ্য ক্রয়ে আকৃষ্ট করতে পারে ও যে-কোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে। একজন জেন্ডার সচেতন বিক্রয়কর্মী তার দোকানের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক-সকল ক্রেতা ও ভোক্তাকে সচেতনতার সাথে দোকানের পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একজন বিক্রয় কর্মীর মধ্যে উপর্যুক্ত গুণ থাকলে তারা সহজেই ক্রেতা ও ভোক্তাদের আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করতে পারে। আর এতে দোকানের বিক্রয় বৃদ্ধি পায় ও সুনাম অর্জিত হয়। তাই বলা যায়, ইকরামের ব্যবসায়ের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কৌশলটি হলো আদর্শ বিক্রয়কর্মীর মাধ্যমে বিক্রয়িকতা।

প্রশ্ন ▶ ০৬ প্রতিবছর আমের অনেক অপচয় হতে দেখে রাজশাহীর মি. ইয়ামিন আম থেকে জুস উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করলেন। জুসের নাম দিলেন পিওর 'ইয়ামি জুস'। জুসের বোতলে তাঁর প্রতিষ্ঠানের লেবেলসংবলিত একটি প্রতীক ব্যবহার করলেন এবং অন্য কেউ যাতে নকল করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এছাড়াও কোনো কারণে কারখানা পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যাতে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় সেজন্যও এক ধরনের বিমার ব্যবস্থা করলেন।

ক. বিমাপত্র কাকে বলে? ১

খ. লাইসেন্স কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. ইয়ামিন প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন ধরনের বিমা করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. ইয়ামিনের মেধাসম্পদটির ধরন বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তি যে দলিল দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে বিমাপত্র বলে।

খ লাইসেন্স বলতে ব্যবসায় শুরু করার অনুমতিপত্রকে বোঝায়।

যে-কোনো ব্যবসায় শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয় বা নিবন্ধন করতে হয়। আর এই অনুমোদনই হলো লাইসেন্স। অনুমোদন বা নিবন্ধন করার পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের। একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যদি এর অবস্থান পৌর এলাকার ভিতরে হয় তাহলে পৌর কর্তৃপক্ষের এবং পৌর এলাকার বাইরে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে।

গ মি. ইয়ামিন প্রতিষ্ঠানের জন্য অগ্নিবিমা করেছিলেন।

যেবিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা ব্যক্তিকে অগ্নিজনিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান করা হয় তাকে অগ্নিবিমা বলে। সাধারণত পণ্য,

ঘরবাড়ি, গুদাম, কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষার জন্য অগ্নিবিমা করা হয়।

উদ্দীপকের মি. ইয়ামিন আম থেকে জুস উৎপাদনের একটি কারখানা স্থাপন করেন। কোনো কারণে কারখানা পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যাতে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় সেজন্য তিনি এক ধরনের বিমা করলেন। এই বিমাচুক্তির ফলে তিনি তার কারখানায় অগ্নিজনিত কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বিমা কোম্পানি হতে চুক্তি শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন। আর এই বিষয়টি অগ্নিবিমার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. ইয়ামিন তার প্রতিষ্ঠানের জন্য অগ্নিবিমা করেছেন।

ঘ মি. ইয়ামিনের মেধাসম্পদটি হলো পণ্য প্রতীক/ট্রেডমার্ক।

ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো পণ্যকে অন্যের অনুরূপ বা অভিন্ন পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীককে ট্রেডমার্ক বলে। স্বাতন্ত্র্যতাই এই প্রতীকের মূল বিষয়। ডিভাইস, ব্রান্ড, শিরোনাম, লেবেল, টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, অক্ষর, প্রতীক, সংখ্যা যুক্ত উপাদান, রঙের সমন্বয় বা এগুলোর যে-কোনো রূপ সমন্বয় প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদ্দীপকের রাজশাহীর মি. ইয়ামিন প্রতিবছর আমের অনেক অপচয় হতে দেখে আম থেকে জুস উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করলেন। জুসের নাম দিলেন 'পিওর ইয়ামি জুস'। জুসের বোতলে তার প্রতিষ্ঠানের লেবেল সংবলিত একটি প্রতীক ব্যবহার করলেন এবং অন্য কেউ যাতে নকল করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ তিনি তার উৎপাদিত পণ্যের ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করেছেন।

মি. ইয়ামিন তার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত জুসের বোতলে মূলত ট্রেডমার্ক ব্যবহার করেছেন। একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের মালিকের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার। রেজিস্টার্ড মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ওই প্রতীকটি ব্যবহার বা নকল করতে পারবে না। এছাড়াও ট্রেডমার্কটি একবার সুপরিচিত হলে অন্যান্য পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রেও মালিকের এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আইন দ্বারা এই অধিকার সুরক্ষিত। এ অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতে মামলা করে প্রতিকার পাওয়া যাবে।

তাই উদ্দীপকের ইয়ামিনও ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের মাধ্যমে এই আইনগত সুরক্ষা লাভ করবে। তাই বলা যায়, ইয়ামিনের মেধাসম্পদটি হলো ট্রেডমার্ক।

প্রশ্ন ▶ ০৭ সিজান, মিজান ও সুমন তিন বন্ধু মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে ১০ বছর সময়ের জন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই ঘটনাক্রমে সিজানের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ফলে তাদের ব্যবসায়টি বন্ধ হয়ে যায়।

ক. একমালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব কীসের উপর নির্ভরশীল? ১
খ. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দায় অসীম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্যবসায়টির বিলোপসাধন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একমালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

খ একমালিকানা ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব মালিকের। ফলে তার দায় অসীম।

সাধারণভাবে একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক এবং ব্যবসায়ের সত্তাকে কখনো পৃথক করে দেখা হয় না। তাই এ ধরনের ব্যবসায়ে যখন দায়ের অবস্থা তৈরি হয় তখন তা মালিককেই এককভাবে বহন করতে হয়। ব্যবসায়ের সম্পদ দ্বারা দেনা পরিশোধ সম্ভব না হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা পারিবারিক সম্পত্তিও এক্ষেত্রে পাওনাদারের দেনা পরিশোধে ব্যবহার করতে হয়। এ কারণে অসীম দায় একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ উদ্দীপকের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায়।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিবন্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে যে বৈধ ব্যবসায় পরিচালনা করে, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন বলে। এর গঠন সহজ, চুক্তি সম্পাদনের জন্য যোগ্য কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি চুক্তিবন্ধ হয়ে এরূপ ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

উদ্দীপকের সিজান, মিজান ও সমুন তিন বন্ধু মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে ১০ বছর সময়ের জন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে তাদের ব্যবসায়টি পারস্পরিক চুক্তিবন্ধ সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। আর এই চুক্তির ভিত্তিতেই সিজান, মিজান ও সুমন তাদের ব্যবসায়ের সকল কর্মকাণ্ড যেমন– ব্যবসায়ের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, মূলধন সরবরাহ, লাভ-লোকসান বণ্টন প্রভৃতি পরিচালনা করেন। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ মূলত অংশীদারি ব্যবসায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ব্যবসায়টি একটি অংশীদারি ব্যবসায়।

ঘ উদ্দীপকের ব্যবসায়টি আদালতের মাধ্যমে বিলোপসাধন ঘটবে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া এবং ব্যবসায়ের সমুদয় বিষয়সম্পত্তি ও দায়দেনার সার্বিক নিষ্পত্তি করাকে বোঝায়। অংশীদারি আইনের বিধান অনুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ হতে পারে। এর মধ্যে একটি প্রক্রিয়া হলো আদালতের মাধ্যমে বিলোপসাধন।

উদ্দীপকের সিজান, মিজান ও সুমন তিন বন্ধু পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই ঘটনাক্রমে সিজানের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ফলে তাদের ব্যবসায়টি বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাদের অংশীদারি ব্যবসায়টির আদালতের নির্দেশক্রমে বিলোপসাধন ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে আদালত অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটাতে পারে। উদ্দীপকে সিজান নামক একজন অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। এক্ষেত্রে তার পক্ষে ব্যবসায়ের কার্যক্রম অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তিনি ব্যবসায়ের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অক্ষম। আর একজন মস্তিষ্কবিকৃত মানুষ অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিবন্ধ সম্পার্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাই ব্যবসায়টির বিলোপসাধন ঘটিয়ে তাকে চুক্তিবন্ধ সম্পর্ক হতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে আদালত ব্যবসায়টির বিলোপসাধন ঘটিয়ে তাকে এই ব্যবসায় ও চুক্তিব্ধ সম্পর্ক হতে অব্যাহতি দেয়। কেননা আইন অনুযায়ী কোনো মস্তিষ্কবিকৃত লোক ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্য হয় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ব্যবসায়টির আদালতের মাধ্যমে বিলোপসাধন ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ জনাব জাকির একটি নতুন পদ্ধতিতে উৎকৃষ্টমানের কাঁঠালের চিপস তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করেন। তিনি সারা বছরব্যাপী এই চিপস উৎপাদনের লক্ষ্যে কাঁঠালের মৌসুমে কাঁঠাল সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ করার পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে চান। কিন্তু সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা ও কর মওকুফের সুবিধা না থাকায় তিনি তা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না।

ক. শিল্পোদ্যোক্তা কে? ১
খ. ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান ফলাফল কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. একজন সফল উদ্যোক্তার কোন গুণটি জনাব জাকিরের মধ্যে বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব জাকিরের ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ মূল্যায়ন কর। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেব্যক্তি দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে ফলাফল অনিশ্চিত জেনেও ব্যবসায় স্থাপন করেন ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তিনি শিল্পোদ্যোক্তা।

খ ব্যবসায় উদ্যোগের প্রথম ফলাফল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।
যে-কোনো ব্যবসায় কোনো একজন ব্যক্তি বা কয়েকজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। একটি ব্যবসায় স্থাপনার ধারণা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে ব্যবসায়টি স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনাই ব্যবসায় উদ্যোগ। বিশদভাবে বলতে গেলে, ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বোঝায় লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা। তাই এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেই ব্যবসায় উদ্যোগের প্রথম ফলাফল বলা হয়।

গ একজন সফল উদ্যোক্তার 'উদ্ভাবনী শক্তি' গুণটি জনাব জাকিরের মধ্যে বিদ্যমান।
উদ্ভাবন হলো বাজারে নতুন এবং কার্যকর কিছু প্রবর্তন। আর নিজের মেধা ও বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে নতুন ধারণা বা পদ্ধতি তৈরি করার ক্ষমতা হলো উদ্ভাবনী শক্তি। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা নতুন নতুন পণ্য ও ধারণা তৈরি করেন।
উদ্দীপকের জনাব জাকির একটি নতুন পদ্ধতিতে উৎকৃষ্টমানের কাঁঠালের চিপস তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করেন। এক্ষেত্রে তিনি তার মেধা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছেন। বাজারে আলু, কলা এসবের চিপস পাওয়া গেলেও কাঁঠালের চিপস বাজারে এক নতুন বিষয়। এক্ষেত্রে তিনি শুধু কল্পনাই করেননি। এই চিপস তৈরির কৌশল তিনি উদ্ভাবনও করেছেন। আর এসকল বিষয় একজন উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তির গুণটিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, একজন সফল উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তি গুণটি জনাব জাকিরের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ জনাব জাকিরের ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
উন্নত বিশ্বের অগ্রগতির একটি প্রধান কারণ হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ। উন্নত অবকাঠামো, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা, পর্যাপ্ত পুঁজি প্রভৃতি অনুকূল ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক।
উদ্দীপকের জাকির তার উদ্ভাবনী শক্তি-এ গুণটি দ্বারা কাঁঠালের চিপস তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করেন। তিনি সারা বছরব্যাপী এই চিপস উৎপাদনের লক্ষ্যে কাঁঠালের মৌসুমে কাঁঠাল সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ করার পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে চান। কিন্তু সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা ও কর মওকুফের সুবিধা না থাকায় তিনি তা করতে পারছেন না।
ব্যবসায়ের পরিবেশ অনুকূল হলেই সহজে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা যায়। তাই জাকিরকে এমন স্থানে চিপস তৈরির কারখানাটি স্থাপন করতে হবে যেখানে সহজেই তার চিপসের কাঁচামাল অর্থাৎ কাঁঠাল সংগ্রহ করা যায়। কাঁঠাল উৎপাদন হয় না ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না এমন কোনো জায়গায় কারখানা স্থাপন করলে তাকে কাঁঠাল সংগ্রহে অনেক বেগ পেতে হবে এবং কারখানায় আনতে আনতে তা নষ্টও হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ জাকরিকে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করে স্থান নির্বাচন করতে হবে। তার উদ্ভাবিত নতুন ধারার চিপসটি উৎপাদনে তার সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে তার ব্যবসায়ে অর্থের সংস্থান ঘটাতে পারেন। আর পর্যাপ্ত পুঁজির প্রাপ্যতা তার ব্যবসায় উদ্যোগকে গড়ে উঠায় অন্যতম অবদান রাখবে। এছাড়া কর মওকুফের মতো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা তার ব্যবসায় উদ্যোগের আরও সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে।
তাই বলা যায়, জনাব জাকিরের ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে উন্নত অবকাঠামোগত উপাদান, পর্যাপ্ত পুঁজির প্রাপ্যতা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এ সকল অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ০৯ পটুয়াখালির ব্যবসায়ী জনাব আরমান নিজস্ব কারখানায় ইলেকট্রনিক পণ্যসামগ্রী যেমন– টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। সারা বাংলাদেশে প্রতিনিধি নিয়োগ করে তিনি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তার পণ্যের গুণাগুণ ভালো হওয়া সত্ত্বেও পণ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ও জ্ঞানের অভাবে ক্রেতা সমাগম কম হয়। তাছাড়া সারাদেশের প্রতিনিধিরা তাদের দক্ষতা দ্বারা ক্রেতা আকৃষ্ট করতে পারছে না।

ক. মোড়কিকরণ কাকে বলে? ১
খ. ভোক্তা বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আরমান পণ্য বিপণনে কোন বণ্টন প্রণালিটি অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আরমানের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তুমি তাকে পরামর্শ দিবে? তোমার পরামর্শের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যসামগ্রীকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা এবং নষ্ট বা ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু দ্বারা আবৃত করাকে মোড়কিকরণ বলা হয়।

খ ভোক্তার চাহিদা, রুচি, পছন্দ প্রভৃতি যাচাই-বাছাই করা হলো ভোক্তা বিশ্লেষণ।
ভোক্তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রেতা ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে রুচি, চাহিদা, বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। কারণ যথাযথভাবে ভোক্তা বিশ্লেষণের কাজটি করতে না পারলে ব্যবসায়িক ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং ব্যবসায়ের প্রসার ব্যাহত হয়।

গ উদ্দীপকের আরমান পণ্য বিপণনে প্রতিনিধি বা এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রয় বণ্টন প্রণালিটি অনুসরণ করেন।
যে প্রক্রিয়ায় উৎপাদনকারীগণ এদেশের বিভিন্ন স্থানে এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে সরাসরি ভোক্তাদের নিকট শিল্প সামগ্রী বিক্রয় করে থাকে, তাকে প্রতিনিধি বা এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রয় বন্টন প্রণালি বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সামগ্রী যেমন– টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান এবং কৃষি উপকরণ যেমন– সার, বীজ এ পদ্ধতিতে বিপণন হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের পটুয়াখালির ব্যবসায়ী জনাব আরমান নিজস্ব কারখানায় ইলেকট্রনিক পণ্যসামগ্রী যেমন– টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। সারা বাংলাদেশে প্রতিনিধি নিয়োগ করে তিনি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে তিনি পটুয়াখালিতে উৎপাদিত ইলেকট্রনিক সামগ্রী এজেন্ট বা প্রতিনিধির মাধ্যমে চূড়ান্ত ক্রেতার নিকট বিক্রয় করবেন। অর্থাৎ এখানে উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মাঝখানে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসেবে এজেন্ট বা প্রতিনিধিরা যোগসূত্র স্থাপন করবে। আর এ বিষয়টি প্রতিনিধি বা এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রয় এই বণ্টন-প্রণালির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, আরমান পণ্য বিপণনে এজেন্ট বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রয় বণ্টন প্রণালিটি অনুসরণ করেন।

ঘ জনাব আরমানের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি তাকে বিজ্ঞাপন প্রদান ও আদর্শ বিক্রয়কর্মী নিয়োগের পরামর্শ দেব।

বিজ্ঞাপন হচ্ছে পণ্য বা সেবাসামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি উপায় বা কৌশল। এর মাধ্যমে খুব সহজেই ক্রেতাসাধারণকে পণ্য ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ করা যায়। অপরদিকে একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মী তার বিক্রয়িকতার গুণে ব্যবসায় ও পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করে তাদেরকে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করে।

উদ্দীপকের জনাব একজন ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী। তিনি তার উৎপাদিত ইলেকট্রনিক পণ্য যেমন– টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদিকে এজেন্ট বা প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তার পণ্যের গুণাগুণ ভালো হওয়া সত্ত্বেও পণ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ও জ্ঞানের অভাবে ক্রেতা সমাগম কম হয়। তাছাড়া সারা দেশের প্রতিনিধিরা তাদের দক্ষতা দ্বারা ক্রেতা আকৃষ্ট করতে পারছে না।

জনাব আরমানের উৎপাদিত ইলেকট্রনিক পণ্যগুলোর বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য প্রথমে তাকে পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা ও ভোক্তাদের জানাতে হবে। ক্রেতা ও ভোক্তাদের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যটি সম্পর্কে জানিয়ে আরমান তার ব্যবসায়ের এই তথ্যগত বাধা দূর করতে পারে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা ও ভোক্তারা তার উৎপাদিত পণ্যের বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ ও মূল্য সম্পর্কে জানতে পারবে। আর ক্রেতারা যখন পণ্য সম্পর্কে জানতে পারবে তখনই তার দোকানে ক্রেতার সমাগম হবে। তবে এই বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারের পাশাপাশি তার শোরুমে আদর্শ বিক্রয়কর্মীও নিয়োগ করতে হবে। কারণ একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীই পারে ক্রেতাদের পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে উক্ত পণ্যটি ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ করতে। তাই বলা যায়, বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি জনাব আরমানকে বিজ্ঞাপন প্রচার ও আদর্শ বিক্রয়কর্মী নিয়োগের পরামর্শ দিব।

প্রশ্ন ▶ ১০ রাবেয়া আক্তারের স্বামী ঢাকায় রিকশা চালাতো। কিন্তু এক সড়ক দুর্ঘটনায় তার স্বামী পঙ্গু হয়ে যায়। যার ফলে তার সংসারের অচলাবস্থা হয়। রাবেয়া এই পরিস্থিতি দেখে শুধুমাত্র অসহায় নারীদের স্বকর্মসংস্থানের জন্য পরিচালিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান রাবেয়া আক্তারকে সেলাই কাজের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে রাবেয়া স্বাবলম্বী হয়। পরবর্তীতে রাবেয়া ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বড়ো পরিসরে ও বাণিজ্যিকভাবে সেলাই কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে শতাধিক কর্মী কাজ করছে।

ক. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কোনটি? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাবেয়া আক্তারকে সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাবেয়া আক্তার কি একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী নাকি ব্যবসায় উদ্যোক্তা? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

খ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোনো বিশেষ কাজ যথার্থভাবে সম্পাদনের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় বিধায় আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড়ো মূলধন হলো নিজের দক্ষতা, প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে একটি বিশেষ বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে পারো। এতে অপচয় হ্রাস পায় এবং আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে। ফলে তার ব্যর্থতার আশঙ্কা কমে যায়। তাই আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

গ রাবেয়া আক্তারকে সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হলো মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় মূলত মহিলাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে গ্রামের দুস্থ, শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া এর মূল উদ্দেশ্য। এটি উদ্যোগী মহিলাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

উদ্দীপকের রাবেয়া আক্তারের স্বামী ঢাকায় রিকশা চালাতো। কিন্তু এক সড়ক দুর্ঘটনায় তার স্বামী পঙ্গু হয়ে যায়। যার ফলে তার সংসারের অচলাবস্থা হয়। রাবেয়া এই পরিস্থিতি দেখে শুধুমাত্র অসহায় নারীদের স্বকর্মসংস্থানের জন্য পরিচালিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেলাই কাজের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ নেয়। এক্ষেত্রে রাবেয়াকে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি কেবল নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে পরিচালিত। প্রতিষ্ঠানটি নারীদের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানটির এরূপ কার্যক্রম মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাই বলা যায়, রাবেয়া আক্তারকে সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হলো মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ঘ রাবেয়া আক্তার প্রথমদিকে একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী হলেও পরবর্তীতে তিনি একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা হয়ে উঠেন।

ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের সম্পর্ক খুব নিবিড়। আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের চিন্তা করে কাজে হাত দেন। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি তখনই একজন উদ্যোক্তায় পরিণত হবেন, যখন তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের আরও কয়েকজনের কর্মসংস্থানের চিন্তা নিয়ে কাজ শুরু করেন, ঝুঁকি আছে জেনেও এগিয়ে যান এবং একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

উদ্দীপকের রাবেয়ার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলে তাদের সংসারে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রাবেয়া মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সেলাই কাজের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ নেয়। ফলে রাবেয়া স্বাবলম্বী হয়। পরবর্তীতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি বড়ো পরিসরে ও বাণিজ্যিকভাবে সেলাই কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে শতাধিক কর্মী কাজ করে।

রাবেয়া বেগম প্রথমে কেবল নিজের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তিনি নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলেন। অর্থাৎ তিনি একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যেখানে প্রায় শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী যখন নিজের পাশাপাশি আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন তখন তিনি আর আত্মকর্মসংস্থানকারী থাকেন না। তখন তিনি একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তায় পরিণত হন। দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকেন। তাই বলা যায়, রাবেয়া আক্তার একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব আজাদ পৈত্রিক সম্পত্তিতে একটি হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। তিনি পেনশনবাবদ যা টাকা পেলেন তার সবটুকুই হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় করলেন। কিছু টাকা তার চাচার কাছ থেকে ধার নেওয়ার পরেও টাকা সংকুলান না হওয়ায় অগ্রণী ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নিলেন। তিনি হাসপাতালে প্রত্যেক রোগের চিকিৎসার জন্য আলাদা-আলাদা বিভাগ খোলেন। সেই অনুযায়ী তিনি অভিজ্ঞ ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য লোকবলকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করে হাসপাতালটি চালু করেন।

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কাকে বলে? ১

খ. লেভার সচেতনতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাসপাতাল চালু করার ক্ষেত্রে জনাব আজাদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির অন্তর্গত কোন কাজটি সম্পাদন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাসপাতাল স্থাপনে জনাব আজাদের অর্থায়নের উৎস মূল্যায়ন কর। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ, অর্থ সংরক্ষণ, সংগৃহীত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারসংক্রান্ত সকল কার্যাবলিকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলা হয়।

খ নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকাকে জেন্ডার সচেতনতা বলে।

আর জেন্ডার সচেতনতা হলো নারী কিংবা পুরুষের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন থেকে তাদের উভয়ের ন্যায্য অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখা। একজন ব্যক্তি তথা নেতা তিনি নারী বা পুরুষ যেই হোন না কেন তাকে অবশ্যই তার সহকর্মী নারী-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করাই মূলত জেন্ডার সচেতনতার মূল বিষয়।

গ হাসপাতাল চালু করার ক্ষেত্রে জনাব আজাদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির অন্তর্গত সংগঠিতকরণ কাজটি সম্পাদন করেন।

ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় সকল মানবিক ও বস্তুগত উপকরণ এবং সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন এবং আন্তঃসম্পর্ক তৈরির কার্যাবলিকে সংগঠিতকরণ বলে। এতে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব ও ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়। এতে কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত থাকে।

উদ্দীপকের জনাব আজাদ একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হাসপাতালে প্রত্যেক রোগের চিকিৎসার জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ খোলেন। সেই অনুযায়ী তিনি অভিজ্ঞ ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য লোকজনকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করে হাসপাতালটি পরিচালনা করেন। তার এই কাজের ফলে প্রতিটি বিভাগে কর্মরত ডাক্তার, নার্সরা তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখবেন। এতে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তারা যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারবেন। জনাব আজাদের কাজের এ সকল বৈশিষ্ট্য সংগঠিতকরণের সজ্ঞো সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব আজাদ ব্যবস্থাপনা সংগঠিতকরণ কাজটি সম্পাদন করেছেন।

ঘ হাসপাতাল স্থাপনে জনাব আজাদ অর্থায়নের নিজস্ব তহবিল, আত্মীয়-স্বজন ও বাণিজ্যিক ব্যাংক-এ উৎসগুলো ব্যবহার করেছেন।

যে-কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বা মূলধনের প্রয়োজন। এ অর্থ প্রয়োজন হয় ব্যবসায় শুরু, ব্যবসায় কার্যক্রম সচল এবং ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য। ব্যবসায়ের এ মূলধন বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব আজাদ পৈত্রিক সম্পত্তিতে একটি হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তিনি পেনশন বাবদ যা টাকা পেলেন তার সবটুকুই হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় করলেন। কিছু টাকা তার চাচার কাছ থেকে ধার নেওয়ার পরেও টাকা সংকুলান না হওয়ায় অগ্রণী ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নিলেন। অর্থাৎ তিনি তার হাসপাতাল নির্মাণে অর্থায়নের বিভিন্ন উৎসকে বিবেচনা করেছেন।

জনাব আজাদ তার হাসপাতাল নির্মাণে প্রথমে অর্থায়নের উৎস নিজস্ব তহবিলকে ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেক ব্যবসায়ী ব্যবসায় স্থাপনের পূর্বে নিজের কাছে গচ্ছিত অর্থ অর্থাৎ নিজস্ব তহবিল দ্বারাই ব্যবসায় শুরু করে। এরপর এ অর্থ পর্যাপ্ত না হলে অর্থায়নের অন্যান্য উৎসের দ্বারস্থ হন। জনাব আজাদ যেমনটা হয়েছেন আত্মীয়স্বজন ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের স্বল্প, মাধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে নগদ অর্থ ধার দিয়ে থাকে। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ সংগ্রহের প্রধান উৎস। জনাব আজাদ যদি অর্থসংস্থানের এ সকল উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করতে না পারতেন তাহলে তিনি কখনোই হাসপাতালটি স্থাপন করতে পারতেন না। অর্থায়নের উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারার কারণেই তিনি তার হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগকে বাস্তবে রূপদান দিতে সক্ষম হয়েছেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের হাসপাতাল স্থাপনে জনাব আজাদের নিজস্ব তহবিল, আত্মীয়স্বজন ও বাণিজ্যিক ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

সিলেট বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 4 3

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১ ।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. কোনটি উদ্যোক্তার গুণ নয়?
ক) সফলতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা খ) কৃতিত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা
গ) কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ঘ) চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা

২. নিজেদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার কারণে কীসের গতি বাড়ে?
ক) দক্ষতার খ) কাজের গ) দায়িত্বের ঘ) নেতৃত্বের

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব আবু রায়হান তার দুটি গাভি বিক্রি করে স্বল্প পরিসরে হাতে তৈরি মসলা প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করেন। তার মসলার গুণগত মান ভালো হওয়ায় বাজারে চাহিদা বেড়ে যায়। তাই তিনি মসলা গুঁড়া করার জন্য মেশিন ক্রয় ও কিছু স্থাপনা নির্মাণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের কথা ভাবছেন।

৩. জনাব আবু রায়হান মূলধনের কোন উৎস ব্যবহার করে ব্যবসায় শুরু করেন?
ক) গ্রামীণ ব্যাংক খ) এনজিও গ) নিজস্ব তহবিল ঘ) আত্মীয়-স্বজন

৪. জনাব আবু রায়হানের ব্যবসায়ের জন্য অর্থায়নের কোন উৎস ব্যবহার অধিক যুক্তিসংগত হবে?
ক) সমবায় ব্যাংক খ) গ্রামীণ ব্যাংক
গ) কৃষি ব্যাংক ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংক

৫. দেশে শিল্প কারখানা স্থাপন, পরিচালনা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কীসের সৃষ্টি হয়?
ক) কর্মসংস্থান খ) মানবসম্পদ গ) বিনিয়োগ ঘ) মূলধন

৬. নেতা তার কোন গুণের জন্য অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করে?
ক) শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা খ) সাংগঠনিক দক্ষতা
গ) সাহস ও সততা ঘ) পরিশ্রম ও সহনশীলতা

৭. মিসেস সাজিয়া সবজি বাগান ও নার্সারি করার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে চান। কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি প্রশিক্ষণ নিতে পারেন?
ক) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খ) নট্রামস
গ) মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় ঘ) বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড

৮. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের বাধা দূরীকরণের উপায় কোনটি?
ক) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অপর্যাপ্ততা
খ) চাকরির প্রতি অধিক আগ্রহ
গ) প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের অভাব
ঘ) ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে

৯. শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া কীসের অংশ?
ক) সততা খ) মূল্যবোধ
গ) নৈতিকতা ঘ) সামাজিক দায়বদ্ধতা

১০. কার্যকর বিপণন কোনটি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে?
ক) উৎপাদন খ) বিক্রয় গ) মুনাফা ঘ) সুনাম

১১. অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি হতে পারে–
i. মৌখিক ii. লিখিত iii. নিবন্ধিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. রাহাত তার কারখানা হতে বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি করেন এবং সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে একক সুবিধা লাভ করেন।

১২. মি. রাহাত তার প্রসাধনী যাতে কেউ নকল করতে না পারে সেজন্য তিনি কোন ধরনের ব্যবস্থা নিলেন?
ক) পেটেন্ট খ) ট্রেডমার্ক গ) কপিরাইট ঘ) লাইসেন্স

১৩. উদ্দীপকে মি. রাহাত যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো–
i. যাতে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য একচেটিয়া মালিকানা লাভ করতে না পারে
ii. যাতে অবৈধভাবে পণ্য বিক্রি করতে না পারে
iii. যাতে কোনো উপায়ে আর্থিক সুবিধা নিতে না পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪. দেশের আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হয়?
ক) ইউনিয়ন পরিষদ খ) জেলা পরিষদ
গ) পৌরসভা ঘ) উপজেলা পরিষদ

১৫. বিএসটিআই বাধ্যতামূলকভাবে সার্টিফিকেটের আওতাধীন পণ্যের কোন কাজটি করে থাকে?
ক) মান নির্ধারণ খ) তালিকা সংরক্ষণ
গ) মূল্য নির্ধারণ ঘ) গুণ যাচাইকরণ

১৬. ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব ঘটে কখন?
ক) প্রাচীন যুগে খ) মধ্যযুগে
গ) আধুনিক যুগে ঘ) প্রাগৈতিহাসিক যুগে

১৭. সামাজিক পরিবেশের উপাদান হলো–
i. আইনশৃঙ্খলা ii. শিক্ষা ও সংস্কৃতি iii. ঐতিহ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮. সামিরা পড়াশোনা শেষ করে ঘরে বসে না থেকে পাট দিয়ে তৈরিকৃত বিভিন্ন ধরনের সৌখিন দ্রব্যাদি বাজারজাত করে। সামিরার কাজটিকে কী বলা হয়?
ক) উদ্যোগ খ) ব্যবসায় উদ্যোগ গ) প্রত্যক্ষ সেবা ঘ) বিপণন

১৯. খনি থেকে কয়লা উত্তোলন কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ক) প্রজনন খ) উৎপাদন গ) নির্মাণ ঘ) নিষ্কাশন

২০. বাংলাদেশে কোন ধরনের বেকারত্বের সংখ্যা প্রকট?
ক) মৌসুমি খ) খণ্ডকালীন গ) পূর্ণকালীন ঘ) দীর্ঘকালীন

২১. একজন সফল উদ্যোক্তা কোনটি আগেই নিরূপণ করেন?
ক) মুনাফা খ) ঝুঁকি গ) ক্ষতি ঘ) সুনাম

২২. ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হয়–
i. কাঁচামালের সহজলভ্যতা ii. সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার
iii. বাজারজাতকরণের সুবিধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩. কীসের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর হয়?
ক) ক্রয় খ) বিক্রয়
গ) পরিবহণ ঘ) গুদামজাতকরণ

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অমিত, রাজন ও সজীবন চুক্তিবদ্ধ হয়ে 'দ্য নিউ বুটিক হাউজ' নামে একটি দেশীয় ফ্যাশন হাউজ গড়ে তোলেন। কিন্তু হঠাৎ করে সজীবের মৃত্যুতে তাদের ব্যবসায়টি বন্ধ হয়ে যায়।

২৪. অমিত, রাজন ও সজীবের ব্যবসায়টি কোন ধরনের?
ক) ফ্রানসাইজিং খ) আত্মকর্মসংস্থান
গ) অংশীদারি ঘ) একমালিকানা

২৫. 'দ্য নিউ বুটিকস হাউজের' বিলোপসাধন কীভাবে ঘটে?
ক) সকলে একমত হয়ে খ) বাধ্যতামূলকভাবে
গ) বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ঘ) বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে

২৬. প্রকৃতপক্ষে সমাজের একজন সৃজনশীল এবং সচেতন নাগরিক কে?
ক) উদ্যোক্তা খ) ব্যবসায়ী গ) উৎপাদনকারী ঘ) ভোক্তা

২৭. একজন বিক্রয়কর্মীর মানসিক গুণাবলি হলো–
i. আত্মবিশ্বাস ii. ধৈর্যশীলতা iii. মেলামেশার ক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৮. নতুন কর্মীদের কর্ম পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় কোনটি?
ক) শিক্ষা খ) অভিজ্ঞতা গ) কর্মদক্ষতা ঘ) প্রশিক্ষণ

২৯. মি. কামরান তার সার কারখানা থেকে বিগত তিন বছর থেকে শুধু লোকসানই গুণছেন। তবুও তিনি নিয়মিত কর প্রদান করেন। তিনি কর প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন?
ক) রাষ্ট্র খ) সমাজ গ) ক্রেতা ও ভোক্তা ঘ) শ্রমিক-কর্মচারী

৩০. বিজ্ঞাপনের কোন মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়?
ক) সংবাদপত্র খ) সাময়িকী গ) প্রাচীরপত্র ঘ) প্রচারপত্র

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 143

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। পর্যটকরা বান্দরবনে গিয়ে বাঁশের মোচা দিয়ে তৈরি খাবার খেতে পছন্দ করে। শুধুমাত্র এই ধারণা থেকে বিভিন্ন অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও জয় মারমার একটি খাবার হোটেল স্থাপন করলেন। পর্যটকদের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঁশের মোচা সংগ্রহের জন্য কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন। বাঁশের মোচার দাম এবং কর্মীদের বেতন মেটাতে গিয়ে তিনি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প সুদে এবং সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করলেন। হোটেলের আয় থেকে তিনি অনাথ শিশুদের খাবার ও পড়ালেখার খরচ বহন করেন। পাহাড়ী এলাকায় জয় মারমার এই উদ্যোগ বর্তমানে অনেকের কাছে দৃষ্টান্ত।

ক. শিল্পোদ্যোক্তা কাকে বলে? ১
খ. উদ্যোক্তা জন্মগতভাবেই উদ্যোক্তা? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. পণ্যের দাম ও বেতন পরিশোধ জয় মারমার মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যের আলোকে জয় মারমার উদ্যোগ মূল্যায়ন কর। ৪

২। সজীব একজন ব্যবস্থাপক। নতুন একটি কারখানার জন্য বিভিন্ন বিভাগে দক্ষলোক নিয়োগ করেন। কর্মীদের বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে কাজ সুনির্দিষ্ট করে দেন। মাঝে মধ্যে কর্মীদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন পুরুস্কারের ব্যবস্থা করেন। ফলে কর্মীরা আগ্রহী হয়। তিনি নিজেই কর্মীদের কাজের ভুল নির্ণয় করেন এবং তা সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। ফলে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয়।

ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে? ১
খ. "পরিকল্পনা" উদ্দেশ্য অর্জনকে সহজ করে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কর্মীদের আগ্রহী করতে সজীবের উদ্যোগটি কি? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির আলোকে সজীবের কার্যক্রম মূল্যায়ন কর। ৪

৩। তিন রাস্তার মোড়ে সজলের একটি মুদি দোকান রয়েছে। তিনি ক্রেতাদের বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে ধারণা দিয়ে পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করেন। পণ্য ক্রয় বিক্রয়ে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তিনি তা সহজেই মোকাবেলা করেন। সবসময় হাসি মুখে ক্রেতাদের অভিযোগ বা পণ্য সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন। ক্রেতা আকর্ষণের জন্য তিনি দোকানের বাইরে উপরের দিকে নিয়ন সাইনবোর্ড স্থাপন করেন এবং পণ্যের বিবরণ সম্পর্কিত মুদ্রিত কাগজ ক্রেতাদের সরবরাহ করেন।

ক. বণ্টন প্রণালিতে সর্বশেষ কার অবস্থান? ১
খ. কোমল পানীয় বিপণনের বণ্টন প্রণালিটি ছকে উপস্থাপন কর। ২
গ. ক্রেতা আকর্ষণে সজলের গৃহীত পদক্ষেপটি কি? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ক্রেতাদের স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করতে সজলের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৪। বাজারে নানা ধরনের চিপসের মধ্যে কেউ পছন্দ করেন ঝাল স্বাদের আবার কেউ পছন্দ করেন বিভিন্ন ফ্লেভার দেয়া চিপস। অনেকে আবার সস্তা, দামী এই বিষয়গুলোও বিবেচনা করেন। নতুন ব্রান্ডের একটি চিপস্ বাজারে ছাড়ার পূর্বে জনাব রাজু এই বিষয়গুলো খেয়াল করলেন। শীতকালে প্রচুর আলু উৎপাদন হয় এজন্য তিনি একসাথে প্রচুর আলু ক্রয় করে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করেন। বাজারে পণ্য বা কাঁচামাল আনা নেয়ার জন্য দুটি ভ্যানাগাড়ী ক্রয় করলেন। চিপসের প্যাকেটের আকার, স্বাদ, পরিমাণ ইত্যাদির ভিত্তিতে ভাগ করে উপযুক্তভাবে আবৃত করে ক্রেতার নিকট পৌছান। বর্তমানে রাজুর জন্য ক্রেতার কাছে পণ্য পৌছানোর কার্যক্রম সহজ হয়ে গেছে।

ক. মধ্যস্থ কারবারী কাকে বলে? ১
খ. পণ্যের মালিকানা সৃষ্টি হয় কিভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নতুন চিপস্ বাজারে ছাড়ার পূর্বে রাজু বিপণনের কোন কাজটি করলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "রাজুর গৃহীত কার্যক্রমগুলো বিপণনের প্রক্রিয়াকে সহজ করে"– মূল্যায়ন কর। ৪

৫। জনাব আতিক মাছ ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসায়ের আয় থেকে তিনি এলাকার স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীর জন্য পোশাক কিনে দিয়েছেন। তার খামারে ৩০ জন শ্রমিক কাজ করে। তাদের কাজের সুবিধার জন্য তিনি কর্মঘণ্টা ঠিক করে দিয়েছেন। খামারে উৎপাদিত মাছ সতেজ রাখার জন্য তিনি কোনো প্রকার ফরমালিন মেশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি নদী এবং বিলের বিভিন্ন অংশে বাঁধ দিয়ে ছোট-বড় ঘের তৈরি করে মাছ চাষের ব্যবস্থা করেছেন। কয়েক বছর পর তিনি খেয়াল করলেন তার খামারের আশে পাশের নদী এবঙ বিলে দেশীয় মাছের প্রজাতি দিন দিন কমে যাচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

ক. শিল্পায়নের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? ১
খ. ব্যবসায়ীরা কিভাবে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দেশীয় মাছের প্রজাতি বিলুপ্তির পিছনে ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব আতিকের কোন পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতার ঘাটতি রয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "ব্যবসায়ীর আচরণের মানদণ্ডে জনাব আতিক উত্তীর্ণ"– উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৬। ফারহানা বেগম ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় একটি মুরগীর খামার স্থাপন করেন। তিনি তার খামারের উৎপাদিত ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর প্রকল্প হাতে নেন। এজন্য তিনি প্রথমে নিজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষায় একজন দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেন। উন্নত যন্ত্রপাতির সাথে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে।

ক. বাণিজ্য কী? ১
খ. তথ্যগত বাধা দূর করার উপায় ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ফারহানা বেগমের প্রতিষ্ঠানটি কোন শিল্পের অন্তর্গত? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উল্লিখিত প্রকল্পে ব্যবসায় পরিবেশের প্রভাব উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৭। সফলতা লাভ করা সহজ হবে না জেনেও জনাব নাদিরা তাদের পারিবারিক জমিতে রাসায়নিক সারমুক্ত সবজি চাষকে নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। অপরপক্ষে তার ভাই মুবাশ্বির যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে উপজেলা সদরে ঢেইরি ফিড তৈরির কারখানা দেন। এতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ক. ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১
খ. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব নাদিরার মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণ পরিলক্ষিত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. জনাব মুবাশ্বিরের কার্যক্রম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। যৌক্তিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। রাফির মোবাইলের প্রতি খুব আগ্রহ। মোবাইলের যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়্যার কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকে এবং জানার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে সামান্য অর্থ নিয়ে মূল রাস্তা থেকে বেশ ভিতরে নিজ বাসার সামনেই একটি মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকান দেন। তার ছোট ভাই কাফি এ কাজে তাকে সাহায্য করে। একসময় কাফি দক্ষ হয়ে গেলে আলাদা করে জনাকীর্ণ রাস্তার মোড়ে একটি দোকান স্থাপন করেন। তার দোকানে মোবাইল সার্ভিসিংয়ে দক্ষ ২জন কর্মী নিয়োগ দেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যারা মোবাইল সার্ভিসিং করতে আসেন তাদের ব্লুটুথ, মোবাইল কভার, হেডফোন ইত্যাদির চাহিদা রয়েছে। বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ ধার করে দোকানের জন্য মালামাল সংগ্রহ করেন।

ক. NGO এর পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্তটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মসংস্থানটি কোন ধরনের? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনায় উভয়ের সাফল্য মূল্যায়ন কর। ৪

৯। X, Y ও Z মৌলিক সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসায় করতে আগ্রহী হলেন। ব্যবসায় শুরুর পূর্বে তারা একটি দিকনির্দেশনা ঠিক করলেন। সেখানে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি বণ্টন বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করলেন। তাদের ব্যবসায়টি পরিচালনার একপর্যায়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পাওয়া টাকা আদায় করতে গিয়ে তারা ব্যর্থ হন। পাওয়ার বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে গিয়ে আইনের দ্বারস্থ হন। কিন্তু কোনো সহায়তা পান না।

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কত সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়? ১
খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. X, Y ও Z এর ব্যবসায়ের দিক-নির্দেশনাটি কী? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. পাওনা টাকা আদায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়টির ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। হাসান "বইপোকা' প্রকাশনীর কর্ণধার। হাসানের দাদা রায়হান আহমেদ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। জনাব রায়হান আহমেদ উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লিখে দীর্ঘদিন সাহিত্য-জগতে জনপ্রিয়তার সাথে বিচরণ করে ১৯৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। জীবদ্দশায় তার একটি জনপ্রিয় উপন্যাস প্রকাশের জন্য "নীলপত্র" প্রকাশনীর সাথে সম্মানীর বিনিময়ে চুক্তি সম্পাদন করেন। বর্তমান সময়ে হাসান ঐ জনপ্রিয় উপন্যাসটি ছাপিয়ে বাজারজাত করতে চাইলে "নীলপত্র" প্রকাশনী "বইপোকা" প্রকাশনীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে।

ক. প্রবর্তক কাকে বলে? ১
খ. "কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র" কেন প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রায়হান আহমেদের সাহিত্যকর্ম কোন ধরনের মেধাসম্পদ? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "মেধাসম্পদ সংরক্ষণের উপায় উদ্যোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করে"– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। বাঙালাদেশের নিশাত লিঃ আমেরিকার ম্যাডোনাল কোং এর সাথে তাদের নাম এবং পণ্য স্থায়ীভাবে তৈরি ও বিক্রির জন্য অনুমতি চায়। ম্যাডোনাল কোম্পানিটি বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে বিশেষ এক ধরনের ব্যবসায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিশাত লিঃ কে অনুমতি দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির শর্তানুসারে নিশাত লিঃ কে প্রতি মাসে ২৫ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট পার্সেন্ট অনুসারে ম্যাডোনাল কোম্পানীকে কমিশন দিতে হবে।

ক. B.S.T.I এর পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. ট্রেডমার্ক কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়টি কোন ধরনের ব্যবসায়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. নিশাত লিঃ বিক্রীর টার্গেট পূরণ করতে না পারলে ম্যাডোনাল কোম্পানির করণীয় পদক্ষেপ কী? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ক	২	খ	৩	গ	৪	ক	৫	ক	৬	গ	৭	ক	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক	১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ
১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ পর্যটকরা বান্দরবানে গিয়ে বাঁশের মোচা দিয়ে তৈরি খাবার খেতে পছন্দ করে। শুধুমাত্র এই ধারণা থেকে বিভিন্ন অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও জয় মারমা একটি খাবার হোটেল স্থাপন করলেন। পর্যটকদের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঁশের মোচা সংগ্রহের জন্য কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন। বাঁশের মোচার দাম এবং কর্মীদের বেতন মেটাতে গিয়ে তিনি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প সুদে এবং সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করলেন। হোটেলের আয় থেকে তিনি অনাথ শিশুদের খাবার ও পড়ালেখার খরচ বহন করেন। পাহাড়ি এলাকায় জয় মারমার এই উদ্যোগ বর্তমানে অনেকের কাছে দৃষ্টান্ত।

ক. শিল্পোদ্যোক্তা কাকে বলে? ১

খ. "উদ্যোক্তা জন্মগতভাবেই উদ্যোক্তা?" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পণ্যের দাম ও বেতন পরিশোধের মাধ্যমে জয় মারমার মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যের আলোকে জয় মারমার উদ্যোগ মূল্যায়ন কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে ফলাফল অনিশ্চিত জেনেও ব্যবসায় স্থাপন করেন ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তাকে শিল্পোদ্যোক্তা বলে।

খ উদ্যোক্তাগণ জন্মগতভাবেই কতিপয় গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন। অনেকে মনে করেন উদ্যোক্তাগণ জন্মগতভাবে উদ্যোক্তা। আত্মবিশ্বাস, উদ্যম, সৃজনশীলতা, কৃতিত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, উদ্ভাবনী শক্তি, নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা, কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ অনেকে জন্মগতভাবে পেয়ে থাকেন, যা তাদের সফলতা অর্জনের পথকে সুগম করে। বর্তমান সময়ে অবশ্যই শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যায়। তবে জন্মগত উদ্যোক্তা বলতে শুধু তাদেরকে বোঝায় যারা জন্মগতভাবে উপর্যুক্ত গুণাবলির অধিকারী হয়ে থাকেন।

গ পণ্যের দাম ও বেতন পরিশোধের মাধ্যমে জয় মারমার মধ্যে উদ্যোক্তার 'পুঁজি সংগ্রহের ক্ষমতা' গুণটি ফুটে উঠেছে।

যে ব্যক্তি ঝুঁকি আছে জেনেও লাভের আশায় ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তাকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলা হয়। ব্যবসায় সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন উদ্যোক্তাকে বহুবিধ গুণের অধিকারী হতে হয়। এ সকল গুণের মধ্যে পুঁজি সংগ্রহের ক্ষমতা উদ্যোক্তার একটি অন্যতম গুণ।

উদ্দীপকের জয় মারমা বিভিন্ন অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও একটি খাবার হোটেল স্থাপন করেন। পর্যটকদের চাহিদা মেটাতে তিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঁশের মোচা সংগ্রহের জন্য কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন। বাঁশের মোচার দাম এবং কর্মীদের বেতন মেটানোর উদ্দেশ্যে তিনি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প সুদে এবং সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণকৃত এই অর্থ দ্বারা তিনি সহজেই ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে পারবে। আর একজন উদ্যোক্তা তখনই ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে যখন তার মধ্যে অর্থ বা পুঁজি সংগ্রহের ক্ষমতা থাকে, তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জয় মারমার মধ্যে উদ্যোক্তার পুঁজি সংগ্রহের ক্ষমতা গুণটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যের আলোকে জয় মারমার উদ্যোগ সকলের নিকট দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করা হলো ব্যবসায় উদ্যোগ। আর যেব্যক্তি এই ঝুঁকি গ্রহণ করে নিজের শ্রম দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করেন তিনি হলেন ব্যবসায় উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তাগণ নিজেদের ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে সকলের নিকট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকেন।

উদ্দীপকের জয় মারমার পর্যটকরা বান্দরবানে গিয়ে বাঁশের মোচা দিয়ে তৈরি খাবার খেতে পছন্দ করে– এই ধারণা থেকে বিভিন্ন অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও একটি খাবার হোটেল স্থাপন করেন। আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি মোচা সংগ্রহের অর্থ ও কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করেন। হোটেলের আয় থেকে তিনি অনাথ শিশুদের খাবার ও পড়ালেখার খরচ বহন করেন। পাহাড়ি এলাকায় জয় মারমার এই উদ্যোগ বর্তমানে অনেকের কাছে দৃষ্টান্ত।

জয় মারমা ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতার গুণেই তিনি তার ব্যবসায়টি স্থাপন করেন। তার এই ব্যবসায়টির মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে। তার হোটেলে তিনি তার পাশাপাশি আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ফলে দেশের বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে। তিনি তার ব্যবসায়ে অদক্ষ কর্মী নিয়োগ দিয়ে তাদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করছেন। এতে তাদের পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এছাড়া জয় মারমার তার আয় থেকে অনাথ শিশুদের খাবার ও পড়ালেখার খরচ বহন করার মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজের প্রতি তার দায়িত্বও পালন করেছেন। তার ব্যবসায়ের উপর্যুক্ত এ সকল বিষয় অন্যান্য পেশাজীবী ও বেকার জনগোষ্ঠীকেও তার মতো ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে ও সমাজের প্রতি দায়দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে উদ্‌বুদ্ধ করবে। তাই বলা যায়, উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যের আলোকে জয় মারমার উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ০২ সজীব একজন ব্যবস্থাপক। নতুন একটি কারখানার জন্য বিভিন্ন বিভাগে দক্ষলোক নিয়োগ করেন। কর্মীদের বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে কাজ সুনির্দিষ্ট করে দেন। মাঝে মধ্যে কর্মীদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। ফলে কর্মীরা আগ্রহী হয়। তিনি নিজেই কর্মীদের কাজের ভুল নির্ণয় করেন এবং তা সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। ফলে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয়।

ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে? ১
খ. 'পরিকল্পনা' উদ্দেশ্য অর্জনকে সহজ করে− ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কর্মীদের আগ্রহী করতে সজীবের উদ্যোগটি কী? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির আলোকে সজীবের কার্যক্রম মূল্যায়ন কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেওল।

খ 'পরিকল্পনা' উদ্দেশ্য অর্জনকে সহজ করে− বক্তব্যটি সঠিক।

পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা। কোনো ব্যবসায় সংগঠনের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কী কাজ, কে, কীভাবে, কখন করবে তা পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। এটি একটি লিখিত দলিল যার মধ্যে ব্যবসায়ের লক্ষ্য, প্রকৃতি, ব্যবস্থাপনার ধারা, অর্থায়নের উপায়, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়। কোন ব্যবসায় কোন দিকে অগ্রসর হবে ও কীভাবে ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জন করা যাবে তার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ব্যবসায় পরিকল্পনায় পাওয়া যায়, বিধায় ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়।

গ কর্মীদের আগ্রহী করতে সজীবের উদ্যোগটি হলো কর্মীদের প্রেষণা দান।

প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে কাজের প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী করার প্রক্রিয়াকে প্রেষণা বলা হয়। প্রেষণার ফলে কর্মীরা আগ্রহ নিয়ে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয় এবং মানসম্মত কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে কর্মীদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়।

উদ্দীপকের সজীব একজন ব্যবস্থাপক। তিনি তার কারখানায় কর্মরত কর্মীদের মাঝে মাঝে অতিরিক্ত কাজ করান। এর জন্য তিনি বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। ফলে কর্মীরা আগ্রহী হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আগ্রহের সাথে কাজ করার ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মীরা তাদের সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করবে। এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি প্রেষণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, কর্মীদের আগ্রহী করতে সজীব প্রেষণা দান কার্যটি সম্পাদন করেছেন।

ঘ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির আলোকে সজীবের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যবস্থাপনা হচ্ছে অন্য লোকদের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়ার দক্ষতা ও কৌশল। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার মানবিক ও অন্যান্য উপাদানকে দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়। আর এ সকল কাজ কেবল একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকের পক্ষেই করা সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের সজীব একজন ব্যবস্থাপক। নতুন একটি কারখানার জন্য তিনি বিভিন্ন বিভাগে দক্ষ লোক নিয়োগ করেন। কর্মীদের বিভিন্ন বিভাগে তিনি কাজ সুনির্দিষ্ট করে ভাগ করে দেন। কর্মীরা অতিরিক্ত কাজ করাতে তিনি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজেই কর্মীদের কাজের ভুল নির্ণয় করে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। ফলে তিনি সহজেই তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে সজীব ব্যবস্থাপনার প্রায় সকল কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে থাকেন। তার প্রতিষ্ঠানে দক্ষ লোক নিয়োগ করেন, যা ব্যবস্থাপনার কর্মীসংস্থান কাজটির অন্তর্ভুক্ত। তিনি কর্মীদের বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করে দেন। ফলে কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন। তার এ কাজটি সংগঠিতকরণের আওতাভুক্ত। কর্মীদের অতিরিক্ত কাজের বিনিময়ে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে তিনি কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী করে তোলেন। তার এ কাজটি ব্যবস্থাপনার প্রেষণাদান নামে পরিচিত। আর সর্বশেষ তিনি কর্মীদের কাজ তদারকি করে ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় করে এবং প্রয়োজনে সংশোধনের ব্যবস্থা করে ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ কাজটি করে থাকেন। উপর্যুক্ত এ সকল কাজগুলো যথাযথ সম্পাদন করার মাধ্যমে মূলত তিনি একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলিই সফলতার সাথে সম্পাদন করে থাকেন। আর এ সকল কাজ যথার্থভাবে সম্পাদন করার ফলেই তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয়।

তাই বলা যায়, ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির আলোকে সজীবের কার্যক্রমগুলোই তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান কারণ।

প্রশ্ন ▶ ০৩ তিন রাস্তার মোড়ে সজলের একটি মুদি দোকান রয়েছে। তিনি ক্রেতাদের বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে ধারণা দিয়ে পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করেন। পণ্য ক্রয়বিক্রয়ে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তিনি তা সহজেই মোকাবিলা করেন। সবসময় হাসিমুখে ক্রেতাদের অভিযোগ বা পণ্যসম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন। ক্রেতা আকর্ষণের জন্য তিনি দোকানের বাইরে উপরের দিকে নিয়ন সাইনবোর্ড স্থাপন করেন এবং পণ্যের বিবরণসম্পর্কিত মুদ্রিত কাগজ ক্রেতাদের সরবরাহ করেন।

ক. বণ্টন প্রণালিতে সর্বশেষ কার অবস্থান? ১
খ. কোমল পানীয় বিপণনের বণ্টন প্রণালিটি ছকে উপস্থাপন কর। ২
গ. ক্রেতা আকর্ষণে সজলের গৃহীত পদক্ষেপটি কী? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ক্রেতাদের স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করতে সজলের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বণ্টন প্রণালিতে সর্বশেষ ভোক্তার অবস্থান।

খ কোমল পানীয় বিপণনের বণ্টনপ্রণালিটি হলো−

উৎপাদনকারী → প্রতিনিধি বা এজেন্ট → খুচরা বিক্রেতা → ভোক্তা

এ ধরনের বণ্টনপ্রণালিতে উৎপাদনকারী দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত তাদের প্রতিনিধিদের ফরমায়েশ ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করে এবং এজেন্ট বা প্রতিনিধিগণ নিজস্ব পরিবহণের

মাধ্যমে ঘুরে ঘুরে সেসকল সামগ্রী খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করে। ভোক্তাগণ এ সকল সামগ্রী খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কিনে থাকে। তাই এ ধরনের বণ্টনপ্রণালিকে প্রতিনিধি ও খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে বিক্রয় বণ্টনপ্রণালি বলা হয়।

গ ক্রেতা আকর্ষণে সজলের গৃহীত পদক্ষেপটি হলো– বিজ্ঞাপন।
বিজ্ঞাপন হচ্ছে পণ্য বা সেবাসামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি উপায় বা কৌশল। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে খুব সহজেই ক্রেতাসাধারণকে পণ্য ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ করা যায়। বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। এগুলো হলো– রেডিও, টেলিভিশন, লিফলেট, ম্যাগাজিন, নিয়ন আলো, বিলবোর্ড ইত্যাদি।
উদ্দীপকের সজলের তিন রাস্তার মোড়ে একটি মুদি দোকান রয়েছে। দোকানে ক্রেতা আকর্ষণের জন্য তিনি দোকানের বাইরে উপরের দিকে নিয়ন সাইনবোর্ড স্থাপন করেন এবং পণ্যের বিবরণসম্পর্কিত মুদ্রিত কাগজ ক্রেতাদের সরবরাহ করেন। এ বৈদ্যুতিক নিয়ন আলোর সজ্জা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে ক্রেতা ও ভোক্তারা পণ্যসামগ্রীর গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে জানতে পণ্য ক্রয়ে আকৃষ্ট হয়। আর এ সকল বিষয়সমূহ মূলত বিজ্ঞাপনের সাথে জড়িত। তাই বলা যায়, ক্রেতা আকর্ষণে সজল বিজ্ঞাপন কৌশলটি গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে ক্রেতাদের স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করতে সজলের ভূমিকা অপরিসীম।
বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসার ও সফলতা অর্জনে বিক্রয়কর্মীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা একজন বিক্রয়কর্মী দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ক্রেতা ও ভোক্তাদের আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করতে একজন বিক্রয়কর্মীকে বিক্রয়িকতা গুণের অধিকারী হতে হয়।
উদ্দীপকের সজল একটি মুদি দোকানের মালিক। তিনি ক্রেতাদের বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে ধারণা দিয়ে পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করেন। পণ্য ক্রয় বিক্রয়ে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তিনি তা সহজেই মোকাবিলা করেন। সবসময় হাসিমুখে ক্রেতাদের অভিযোগ বা পণ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তার এরূপ ব্যবহার ক্রেতাসাধারণকে পণ্য ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ করে তার দোকানের স্থায়ী ক্রেতা হতে উৎসাহিত করে।
সজল একজন দক্ষ বিক্রয়কর্মী। তার দোকানের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যে-কোনো কাজে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তার দোকানে আগত ক্রেতাদের সাথে তিনি অত্যন্ত মার্জিত ব্যবহার করে তাদের পণ্য ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ করেন। মূলত বিক্রয়িকতা গুণটি উপস্থিত থাকার কারণেই সজল তার দোকানে আগত ক্রেতাদের পণ্য ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের তার দোকানের স্থায়ী ক্রেতা হিসেবে পরিণত করতে পারবে। বিক্রয়িকতা হলো বিক্রয়কর্মীর ক্রেতা আকর্ষণ করার কৌশল, এটি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতাকে পণ্য কিনতে উৎসাহিত করা হয়। এ কৌশল সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করতে সাহায্য করে। ফলে সম্ভাব্য ক্রেতাকে স্থায়ী ক্রেতার পরিণত করা সহজ হয়। তাই বলা যায়, বিক্রয়িকতার আলোকে ক্রেতাদের স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করতে সজল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

প্রশ্ন ▶ ০৪ বাজারে নানা ধরনের চিপসের মধ্যে কেউ পছন্দ করেন ঝাল স্বাদের আবার কেউ পছন্দ করেন বিভিন্ন ফ্লেভার দেওয়া চিপস। অনেকে আবার সস্তা, দামি এই বিষয়গুলোও বিবেচনা করেন। নতুন ব্র্যান্ডের একটি চিপস্ বাজারে ছাড়ার পূর্বে জনাব রাজু এই বিষয়গুলো খেয়াল করলেন। শীতকালে প্রচুর আলু উৎপাদন হয়। এজন্য তিনি একসাথে প্রচুর আলু ক্রয় করে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করেন। বাজারে পণ্য বা কাঁচামাল আনা– নেওয়ার জন্য দুটি ভ্যানাগাড়ি ক্রয় করলেন। চিপসের প্যাকেটের আকার, স্বাদ, পরিমাণ ইত্যাদির ভিত্তিতে ভাগ করে উপযুক্তভাবে আবৃত করে ক্রেতার নিকট পৌঁছান। বর্তমানে রাজুর জন্য ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছানোর কার্যক্রম সহজ হয়ে গেছে।

ক. মধ্যস্থ কারবারি কাকে বলে? ১
খ. পণ্যের মালিকানা সৃষ্টি হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নতুন চিপস্ বাজারে ছাড়ার পূর্বে রাজু বিপণনের কোন কাজটি করলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "রাজুর গৃহীত কার্যক্রমগুলো বিপণনের প্রক্রিয়াকে সহজ করে"– মূল্যায়ন কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে তা অন্য কোনো ব্যবসায়ী বা ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে উৎপাদন ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে তাদের মধ্যস্থ কারবারি বলে।

খ পণ্য-দ্রব্য বা সেবাসামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা সৃষ্টি হয়।
অর্থের বিনিময়ে নিজস্ব ব্যবহার বা পুনরায় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোনো পণ্য বা সেবা গ্রহণ করে থাকে তখন তাকে ক্রয় বলে। ক্রয় বিপণনের অন্যতম কাজ। প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে ক্রয় কাজ সম্পাদিত হয়। আর যেব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্রয়কার্য সম্পাদন করেন উক্ত ক্রয়কৃত পণ্যের ওপর সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সৃষ্টি হয়।

গ নতুন চিপস বাজারে ছাড়ার পূর্বে রাজু বিপণনের ভোক্তা বিশ্লেষণ কাজটি করেন।
ভোক্তার চাহিদা, রুচি, পছন্দ প্রভৃতি যাচাই-বাছাই করা হলো ভোক্তা বিশ্লেষণ। এটি বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর মাধ্যমে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর রুচি, চাহিদা, বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। যথাযথভাবে এ কাজটি করতে না পারলে ব্যবসায়ের ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং প্রসার ব্যাহত হয়।
উদ্দীপকের জনাব রাজু বাজারে নতুন ব্র্যান্ডের একটি চিপস্ ছাড়ার কথা পরিকল্পনা করেন। বাজারে নানা ধরনের চিপসের মধ্যে কেউ ঝাল, কেউ বিভিন্ন ফ্লেভারের চিপস পছন্দ করে। অনেকে আবার সস্তা, দামি এই বিষয়গুলোও বিবেচনা করেন। তাই রাজু বাজারে চিপস ছাড়ার পূর্বে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করেন। অর্থাৎ বাজারে একটি পণ্য ছাড়ার পূর্বে রাজু ভোক্তাদের রুচি, চাহিদা, বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহ-এ সকল বিষয় বিশ্লেষণ মূল্যায়ন করেন। আর তার এই ধরনের কার্যাবলি বিপণনের ভোক্তা বিশ্লেষণ কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
তাই বলা যায়, নতুন চিপস বাজারে ছাড়ার পূর্বে রাজু বিপণনের ভোক্তা বিশ্লেষণ কাজটি সম্পাদন করেছেন।

ঘ "রাজুর গৃহীত কার্যক্রমগুলো বিপণনের প্রক্রিয়াকে সহজ করে"– উক্তিটি সঠিক।

সাধারণ অর্থে পণ্য-দ্রব্য বা সেবাসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকে বিপণন বলে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিপণনের ধারণা আরো ব্যাপক। পণ্য-দ্রব্য বা সেবাসামগ্রী উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সকল কাজকে বিপণন বলে। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, প্রমিতকরণ, পর্যায়িতকরণসহ যাবতীয় কাজের সমষ্টি হলো বিপণন।

উদ্দীপকের জনাব রাজু নতুন ব্র্যান্ডের একটি চিপস বাজারে ছাড়ার পূর্বে বাজারে ভোক্তাদের রুচি, চাহিদা, আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়গুলো খেয়াল করলেন।

শীতকালে আলুর উৎপাদন বেশি হয় তাই তিনি একসাথে প্রচুর আলু উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করেন। বাজারে পণ্য বা কাঁচামাল আনা-নেওয়ার জন্য দুটি ভ্যানগাড়ি ক্রয় করলেন। তিনি চিপসের প্যাকেটের আকার, স্বাদ, পরিমাণ ইত্যাদির ভিত্তিতে ভাগ করে উপযুক্তভাবে আবৃত করে ক্রেতার নিকট পৌঁছান। তার এ সকল কার্যক্রম ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছানোর কার্যক্রম সহজ করে।

রাজু মূলত বিপণনের কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদন করে থাকেন। তিনি বাজারে নতুন চিপস ছাড়ার পূর্বে ক্রেতাদের রুচি, চাহিদা, আগ্রহ, ক্রয় ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করে ভোক্তা বিশ্লেষণ কাজটি করে থাকেন। তার এ কাজের ফলে ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং প্রসার গতিশীল হয়। চিপস তৈরির কাঁচামাল ক্রয় করার মাধ্যমে তিনি বিপণনের অন্যতম কাজ ক্রয় সম্পাদন করে থাকেন। তাছাড়া সারা বছরব্যাপী আলুর চাহিদা পূরণের জন্য তিনি গুদামজাতকরণের মাধ্যমে আলু সংরক্ষণ করে থাকেন। পণ্যের কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে তার যে স্থানগত বাধার সৃষ্টি হয় তা তিনি ভ্যানগাড়ি অর্থাৎ পরিবহণের মাধ্যমে দূর করেন। তিনি আকার, স্বাদ, পরিমাণ ইত্যাদির ভিত্তিতে চিপসের প্যাকেটগুলোকে ভাগ করে প্রমিতকরণের কাজটি করে থাকেন। ফলে পণ্যের বিপণন প্রক্রিয়া সহজ হয় এবং বিক্রয় কার্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া তিনি চিপসের প্যাকেটগুলোকে আবৃত করে ক্রেতাদের নিকট তা আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে বিপণনের মোড়কিকরণ কাজটি করে থাকেন। এ সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করার কারণে তার পণ্য বিপণনের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। আর এর ফলে তিনি তার উৎপাদিত চিপসটি খুব সহজেই ক্রেতাদের নিকট পৌঁছাতে পেরেছেন। তাই বলা যায়, রাজুর ক্রয়, পরিবহণ, প্রমিতকরণ, ভোক্তা বিশ্লেষণ ও মোড়কিকরণ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার কারণেই বিপণনের প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জনাব আতিক মাছ ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসায়ের আয় থেকে তিনি এলাকার স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীর জন্য পোশাক কিনে দিয়েছেন। তার খামারে ৩০ জন শ্রমিক কাজ করে। তাদের কাজের সুবিধার জন্য তিনি কর্মঘণ্টা ঠিক করে দিয়েছেন। খামারে উৎপাদিত মাছ সতেজ রাখার জন্য তিনি কোনো প্রকার ফরমালিন মেশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি নদী এবং বিলের বিভিন্ন অংশে বাঁধ দিয়ে ছোটো-বড়ো ঘের তৈরি করে মাছ চাষের ব্যবস্থা করেছেন। কয়েক বছর পর তিনি খেয়াল করলেন তার খামারের আশে পাশের নদী এবং বিলে দেশীয় মাছের প্রজাতি দিন দিন কমে যাচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

ক. শিল্পায়নের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা কী? ১

খ. ব্যবসায়ীরা কীভাবে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দেশীয় মাছের প্রজাতি বিলুপ্তির পিছনে ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব আতিকের কোন পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতার ঘাটতি রয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "ব্যবসায়ীর আচরণের মানদণ্ডে জনাব আতিক উত্তীর্ণ"– উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্পায়নের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণ।

খ শ্রমিক-কর্মচারীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।

একজন ব্যবসায়ীকে তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি বিবিধ দায়বদ্ধতা পালন করতে হয়। শ্রমিক ও কর্মচারীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই ব্যসায়ে মুনাফা অর্জিত হয়। ব্যবসায়ের উন্নতির সাথে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও বোনাস প্রদান করা এবং তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া তাদের কাজের স্থানে এমন পরিবেশ তৈরি করা উচিত যেন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারে। এছাড়াও চাকরির নিরাপত্তা বিধান, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

গ দেশীয় মাছের প্রজাতি বিলুপ্তির পিছনে ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব আতিকের সমাজের প্রতি দায়িত্ববদ্ধতার ঘাটতি রয়েছে।

সমাজ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেই ব্যবসায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। তাই ব্যবসায়ীদেরও সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পণ্যের মজুতদারি না করা প্রভৃতি সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের দায়বদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের জনাব আতিক একজন মাছ ব্যবসায়ী। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে থাকেন। তিনি নদী ও বিলের বিভিন্ন অংশে বাঁধ দিয়ে ছোটো-বড়ো ঘের তৈরি করে মাছ চাষের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কয়েক বছর পর তিনি খেয়াল করেন তার খামারের আশে পাশের নদী এবং বিলে দেশীয় মাছের প্রজাতি দিন দিন কমে যাচ্ছে। জনাব আতিকের নদী ও বিলে বাঁধ তৈরি করার ফলে নদী ও বিলের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে তা মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর বসবাসে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। মাছ আমিষের একটি অন্যতম উৎস হওয়ায় জনাব আতিকের উক্ত কাজ দ্বারা সমাজের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হচ্ছে। আর সমাজের মানুষের প্রয়োজনে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা একজন ব্যবসায়ীর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার অন্তর্গত।

তাই বলা যায়, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার ঘাটতি থাকায় জনাব আতিকের ব্যবসায় দ্বারা দেশীয় প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি ঘটছে।

ঘ "ব্যবসায়ীর আচরণের মানদণ্ডে জনাব আতিক উত্তীর্ণ"– উক্তিটি সঠিক।

মানব আচরণের মানদণ্ড বলতে নৈতিকতাকে বোঝায়। এটি মানুষের ভালোমন্দের বিচার-বিশ্লেষণ করার সাথে জড়িত। একটি ব্যবসায়ের সকল কাজ সুন্দর, সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই নৈতিকতা দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। সাথে সাথে ব্যবসায় নৈতিকতা একজন ব্যবসায়ীর আচরণকে সঠিক পথে পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের জনাব আতিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন মাছ ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের আয় থেকে তিনি এলাকার স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক কিনে দেন। তার খামারে কর্মরত ৩০ জন শ্রমিকের কাজের সুবিধার্থে তিনি কর্মঘণ্টা ঠিক করে দেন। খামারে উৎপাদিত মাছ সতেজ রাখার জন্য ফরমালিন মেশাতে তিনি নিষেধ করেন। নদী ও বিলে বাঁধ দেওয়ার ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছ কমে গেলে তিনি এ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ নেন।

একজন ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসায় নৈতিকতা মেনে চলা ও সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা আবশ্যিক একটি বিষয়। জনাব আতিক স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পোশাক কিনে দিয়ে একটি জনহিতকর কাজ করেছেন। যার মাধ্যমে তিনি তার সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে পালন করেছেন। তার খামারে ৩০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উক্ত কাজটি দ্বারা তিনি রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেছেন। শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করার মাধ্যমে তিনি শ্রমিকদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতাও পালন করেছেন। নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে তিনি জনগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটে এমন কাজ অর্থাৎ মাছে ফরমালিন মিশানো থেকে বিরত থেকে ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেছেন। সকল দায়বদ্ধতা পালনের পরও অজ্ঞতাবশত বাঁধ তৈরির ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছ হ্রাস পেলে তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার মধ্যে মানব আচরণের মানদণ্ড বা ভালোমন্দের বিচার করার ক্ষমতা থাকার কারণেই তিনি তার এই ভুল সংশোধন করার পদক্ষেপ নেন। তাই বলা যায়, ব্যবসায়ীর আচরণের মানদণ্ডে অর্থাৎ নৈতিকতার মানদণ্ডে জনাব আতিক উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৬ ফারহানা বেগম ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় একটি মুরগির খামার স্থাপন করেন। তিনি তার খামারের উৎপাদিত ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর প্রকল্প হাতে নেন। এজন্য তিনি প্রথমে নিজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষায় একজন দক্ষকর্মী নিয়োগ দেন। উন্নত যন্ত্রপাতির সাথে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে।

ক. বাণিজ্য কী? ১

খ. তথ্যগত বাধা দূর করার উপায় ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফারহানা বেগমের প্রতিষ্ঠানটি কোন শিল্পের অন্তর্গত? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত প্রকল্পে ব্যবসায় পরিবেশের প্রভাব উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবাসামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌছানোর সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।

খ তথ্যগত বাধা দূর করার উপায় হলো বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন হচ্ছে পণ্য বা সেবাসামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের একটি উপায় বা কৌশল। এটি পণ্যের তথ্য ও প্রচার সংক্রান্ত বাধা দূর করে। বাজারে যখন কোনো নতুন পণ্যের আবির্ভাব ঘটে তখন ক্রেতা ও ভোক্তারা পণ্যটি সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখেন না, তাই ক্রেতা ও ভোক্তাদের পণ্যটি সম্পর্কে ধারণা দিতে পণ্যটির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ক্রেতা ও ভোক্তাদের নিকট পণ্যের মান, মূল্য, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারবিধি তুলে ধরা হয়। ফলে ক্রেতা ও ভোক্তাদের পণ্যসম্পর্কিত তথ্যগত বাধা দূর হয়।

গ ফারহানা বেগমের প্রতিষ্ঠানটি প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

যে শিল্প প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলা হয়। এ ধরনের শিল্পে প্রজনন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়। নার্সারি, হ্যাচারি, পোলটি ফার্ম প্রভৃতি প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

উদ্দীপকের ফারহানা বেগম ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় একটি মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার খামারের উৎপাদিত ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর প্রকল্প হাতে নেন। এক্ষেত্রে ফারহানা বেগম তার খামারে উৎপাদিত ডিমকে প্রথমে প্রজনন প্রক্রিয়ায় বাচ্চা মুরগিতে পরিণত করবে। এ বাচ্চা মুরগিগুলোকে সে আবার পরিচর্যার মাধ্যমে বড়ো করে তুলবে। বড়ো হবার পর পুনরায় সে মুরগি থেকে ডিম উৎপাদন করবে বা বিক্রি করবে। তার এ কার্যক্রম শিল্পের একটি ভাগ প্রজনন শিল্পের কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাই বলা যায়, ফারহানা বেগমের প্রতিষ্ঠানটি প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ উল্লিখিত প্রকল্পে ব্যবসায় পরিবেশের প্রযুক্তিগত উপাদানের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিতে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণত দেখা যায়, যেসকল দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশে উন্নত তারা ব্যবসা-বাণিজ্যেও উন্নত। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।

উদ্দীপকের ফারহানা বেগম একটি মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করেন। তার খামারের উৎপাদিত ডিম থেকে প্রজনন শিল্পের মাধ্যমে বাচ্চা ফুটানোর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তিনি এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষায় একজন দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেন। উন্নত যন্ত্রপাতির সাথে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা করেন। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে।

শিল্প ও ব্যবস্থায়-বাণিজ্যের উন্নতিতে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। ফারহানা বেগমের খামারে উন্নত যন্ত্রপাতির সাথে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা করায় প্রজননের মাধ্যমে ডিম উৎপাদন প্রক্রিয়া অনেক সহজতর হবে। নিজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় সে প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান আহরণ করে দক্ষ হয়ে উঠবে। কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ তার এই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করবে। তারা তাদের দক্ষতা দ্বারা উন্নত যন্ত্রপাতি ও

প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে পরিচালনা ও ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সদ্ব্যবহার হবে। তার প্রতিষ্ঠানের এসকল প্রযুক্তিগত উপাদান তার খামারের উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি করবে এবং তার খামারে আশানারূপ সাফল্য বয়ে আনবে। তাই বলা যায়, ফারহানা বেগমের প্রকল্পে ব্যবসায় পরিবেশের প্রযুক্তিগত উপাদান গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ সফলতা লাভ করা সহজ হবে না জেনেও জনাব নাদিরা তাদের পারিবারিক জমিতে রাসায়নিক সারমুক্ত সবজি চাষকে নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। অপরপক্ষে তার ভাই মুবাশ্বির যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে উপজেলা সদরে ডেইরি ফিড তৈরির কারখানা দেন। এতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ক. ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১
খ. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব নাদিরার মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণ পরিলক্ষিত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. জনাব মুবাশ্বিরের কার্যক্রম আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে– যৌক্তিক বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

খ সরকার কর্তৃক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা।

একটি দেশের ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ গঠনে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্র তথা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। কারণ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের ব্যবসায় উদ্যোগের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি ঘটে থাকে। কর অবকাশ, স্বল্প বা বিনা সুদে ঋণ প্রদান, মূলধনি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানিতে এবং উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি শুল্ক সুবিধা প্রভৃতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার আওতাভুক্ত।

গ উদ্দীপকে জনাব নাদিরার মধ্যে উদ্যোক্তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা গুণটি পরিলক্ষিত হয়।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ। উদ্যোক্তারা চ্যালেঞ্জমূলক কাজ করে বিশেষ আনন্দ পান। ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনে তিনি নিরলস শ্রম দেন এবং ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস পরিহার করেন।

উদ্দীপকের জনাব নাদিরা সফলতা লাভ করা সহজ হবে না জেনেও তাদের পারিবারিক জমিতে রাসায়নিক সারমুক্ত সবজি চাষকে নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ঝুঁকি ও লোকসানের সম্ভাবনা আছে জেনেও নিজের শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি অর্থ উপার্জনে পেশা হিসেবে এমন একটি ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন যেখানে আয়ের সম্ভাবনাও খুব সীমিত। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ একজন উদ্যোক্তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতাকে ফুটিয়ে তোলে। তাই বলা যায়, জনাব নাদিরার মধ্যে উদ্যোক্তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতার গুণটি বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ জনাব মুবাশ্বিরের কার্যক্রম অর্থাৎ ব্যবসায় উদ্যোগ আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ভিত্তি হচ্ছে এই ব্যবসায় উদ্যোগ। এটি উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আরও অনেক বেকার যুবক-যুবতিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকের মুবাশ্বির একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক। তিনি তার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জ্ঞানকে পুঁজি করে উপজেলা সদরে ডেইরি ফিড তৈরির কারখানা দেন। তার এই ফার্মে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। তিনি লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন বিধায় তার কাজটি হলো ব্যবসায় উদ্যোগ এবং তিনি হলেন উদ্যোক্তা। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগ অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে।

মুবাশ্বির ব্যবসায় স্থাপনের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তার ব্যবসায়ে তিনি ছাড়া আরো অনেক বেকার যুবককে নিয়োগ দেওয়ার ফলে তাদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে তাদের আয় বাড়ছে, বেকারত্বের হার কমছে ও জীবনযাত্রার মান বাড়ছে। আবার ব্যবসায় স্থাপনের মাধ্যমে তিনি সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। অন্যদিকে, তার এ সফলতা আরও অনেককেই এরূপ ব্যবসায় স্থাপনে অনুপ্রাণিত করবে। এতে দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বেকারত্বের সংখ্যা হ্রাস পাবে। ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ও দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠী দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর হবে এবং পরনির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। তাই বলা যায়, আর্থসামাজিক উন্নয়নে মুবাশ্বিরের কার্যক্রমের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৮ রাফির মোবাইলের প্রতি খুব আগ্রহ। মোবাইলের যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকে এবং জানার চেস্টা করে। পরবর্তীতে সামান্য অর্থ নিয়ে মূল রাস্তা থেকে বেশ ভিতরে নিজ বাসার সামনেই একটি মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকান দেন। তার ছোট ভাই কাফি এ কাজে তাকে সাহায্য করে। একসময় কাফি দক্ষ হয়ে গেলে আলাদা করে জনাকীর্ণ রাস্তার মোড়ে একটি দোকান স্থাপন করেন। তার দোকানে মোবাইল সার্ভিসিংয়ে দক্ষ ২জন কর্মী নিয়োগ দেন। তিনি লক্ষ করলেন যারা মোবাইল সার্ভিসিং করতে আসেন তাদের ব্লুটুথ, মোবাইল কভার, হেডফোন ইত্যাদির চাহিদা রয়েছে। বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ ধার করে দোকানের জন্য মালামাল সংগ্রহ করেন।

ক. NGO এর পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্তটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মসংস্থানটি কোন ধরনের? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনায় উভয়ের সাফল্য মূল্যায়ন কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO এর পূর্ণরূপ হলো– Non-governmental Organization.

খ ব্যবসায়ের সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সঠিক পণ্য নির্বাচন।

কোনো পণ্য বা সেবা বাজারে ছাড়ার পূর্বে উক্ত পণ্য বা সেবার ক্রেতা বাজারে আছে কি না তা যাচাই করা প্রয়োজন। কেননা ক্রেতার চাহিদা নেই এমন পণ্য বা সেবা বাজারজাত করলে পণ্যটির ব্যবসায়ী ব্যর্থতার মুখ দেখবে। বাজার জরিপ ও অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যের সঠিক চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণের মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ীর তার ব্যবসায়ের পণ্যটি নির্বাচন করা দরকার। এতে তার ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমবে ও সফলতা অর্জন সহজতর হবে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মসংস্থানটি হলো– আত্মকর্মসংস্থান।

নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান একটি জনপ্রিয় পেশা।

উদ্দীপকের রাফি মোবাইলের যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে এবং জানার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে সামান্য অর্থ নিয়ে তিনি একটি মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকান দেন। তার ছোট ভাই কাফি তাকে এই কাজে সাহায্য করে। একসময় কাফি দক্ষ হয়ে গেলে আলাদা করে একটি দোকান দেন। এক্ষেত্রে রাফি ও কাফি উভয়ে স্বল্প পুঁজি ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের ব্যবসায়টি স্থাপন করে নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। আর এই বিষয়টি আত্মকর্মসংস্থানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রাফি ও কাফির কর্মসংস্থানের ধরনটি হলো আত্মকর্মসংস্থান।

ঘ কর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনায় কাফি সফল হলেও রাফি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ওপর। তাই আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের সময় কতিপয় কিছু বিষয়ের ওপর লক্ষ রাখতে হয়। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে ব্যবসায় স্থাপন করলে ব্যবসায় সফলতা অর্জন সহজতর হয়।

উদ্দীপকের রাফির মোবাইলের প্রতি আগ্রহ। তাই সে মোবাইলের যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকে এবং জানার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে সামান্য অর্থ নিয়ে রাস্তা থেকে বেশ ভিতরে নিজ বাসার সামনে একটি মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকান দেন। তার ছোট ভাই কাফি এ কাজে তাকে সাহায্য করে। পরবর্তীতে কাফি দক্ষ হয়ে উঠলে জনাকীর্ণ এলাকার একটি দোকান স্থাপন করেন এবং সেখানে উক্ত কাজে পারদর্শী ২জন কর্মী নিয়োগ দেন। মোবাইল সার্ভিসিং করতে আসা ব্যক্তিদের ব্লুটুথ, মোবাইল কাভার, হেডফোন ইত্যাদির চাহিদার কথা বিবেচনা করে তিনি বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে দোকানের জন্য মালামাল সংগ্রহ করেন।

রাফি ও কাফি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। রাফি নিজ চেষ্টায় মোবাইলের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে মূল রাস্তার থেকে বেশ ভিতরে তার দোকানটি স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি কোনোরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেননি। এছাড়া তিনি এমন একটি স্থানে তার ব্যবসায়টি স্থাপন করেছেন যেখানে মানুষের আসা-যাওয়া কম। এরূপ স্থানে দোকান দেওয়ায় তার দোকানে ক্রেতাসমাগম কম হবে। সঠিক স্থানে ব্যবসায়টি স্থাপন করলে তিনি তার দোকানের যাবতীয় মালামালও সহজে আনয়ন করতে পারতেন। এছাড়া তিনি তার দোকানে কোনো দক্ষকর্মী নিয়োগ না দিয়ে ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনকে কঠিন করেছেন। অন্যদিকে কাফি নিজের ভাইয়ের দোকানে কাজ করে দক্ষতা অর্জন করে জনাকীর্ণ এলাকায় দোকান স্থাপন করেছেন। এতে তিনি সহজেই তার দোকানে মালামাল আনয়ন করতে পারবেন এবং তার দোকানে ক্রেতা সমাগমও বেশি হবে। দক্ষকর্মী নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে তিনি তার দোকানের জন্য সঠিক কর্মী নির্বাচন করেছেন, যা তার সফলতা অর্জনের পথকে ত্বরান্বিত করবে। ক্রেতা ও ভোক্তাদের চাহিদা নির্ধারণ করে সে দোকানে মালামাল সংগ্রহ করেছে বিধায় তার দোকানটি ক্রেতাদের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। তাই বলা যায়, রাফি কর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র যেমন– অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা, সঠিক কর্মী নির্বাচন ও ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনকে বিবেচনা করেননি, যার ফলে তার পক্ষে সফলতা অর্জন খুব দুরূহ একটি ব্যাপার হবে। কিন্তু কাফি এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে ব্যবসায় স্থাপন করেছেন বিধায় তার সফলতা অর্জন সহজ হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ X, Y ও Z মৌলিক সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসায় করতে আগ্রহী হলেন। ব্যবসায় শুরুর পূর্বে তারা একটি দিকনির্দেশনা ঠিক করলেন। সেখানে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি বণ্টন বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করলেন। তাদের ব্যবসায়টি পরিচালনার একপর্যায়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পাওয়া টাকা আদায় করতে গিয়ে তারা ব্যর্থ হন। পাওয়ার বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে গিয়ে আইনের দ্বারস্থ হন। কিন্তু কোনো সহায়তা পান না।

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কত সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়? ১
খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. X, Y ও Z এর ব্যবসায়ের দিকনির্দেশনাটি কী? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. পাওনা টাকা আদায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়টির ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারি ব্যবসায় ১৯৩২ সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া এবং ব্যবসায়ের সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি ও দায়দেনার সার্বিক নিষ্পত্তি করাকে বোঝায়।

অংশীদারি ব্যবসায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে, সকল অংশীদারদের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কের বিলোপসাধনই হচ্ছে অংশীদারি ব্যবসায়।

গ X, Y ও Z এর ব্যবসায়ের দিকনির্দেশনা হলো– অংশীদারি চুক্তি।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয়। চুক্তি মৌখিক হতে পারে। আবার চুক্তি লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে। তবে অংশীদারি ব্যবসায় মৌখিক, লিখিত ও নিবন্ধিত যে-কোনো ভাবেই শুরু হতে পারে।

উদ্দীপকের X, Y ও Z মৌখিক সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসায় করতে আগ্রহী হলেন। ব্যবসায় শুরুর পূর্বে তারা একটি দিকনির্দেশনা ঠিক করলেন। সেখানে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি বণ্টন বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করলেন। এ সকল উল্লিখিত বিষয়ের আলোকেই তারা তাদের ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন। এই দিকনির্দেশনা ছাড়া মুনাফা অর্জন ও বণ্টনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় পরিচালনা করলে তা অংশীদারি ব্যবসায় বলে বিবেচিত হবে না। এই দিকনির্দেশনা অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাই বলা যায়, X, Y ও Z এর ব্যবসায়ের দিকনির্দেশনাটি হলো চুক্তি।

ঘ অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন না করার কারণে উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়টি পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত নিবন্ধক অফিসে ব্যবসায়ের নাম তালিকাভুক্তকরণকে বোঝায়। বাংলাদেশের অংশীদারি আইনে ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হলেও অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় থেকে নিবন্ধিত ব্যবসায়গুলো বেশ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে।

উদ্দীপকের X, Y ও Z মৌখিক সমঝোতার ভিত্তিতে তাদের অংশীদারি ব্যবসায়টি গঠন করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী তারা ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি বণ্টন ও বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসা করেন। তাদের ব্যবসায়টি পরিচালনার এক পর্যায়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে তারা ব্যর্থ হন। এই বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে তারা আইনের দ্বারাস্থ হলেও কোনো সহায়তা পাননি। মূলত তাদের অংশীদারি ব্যবসায়টি নিবন্ধিত নয় বলেই এরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ে মামলা করা যায়। অন্যদিকে তৃতীয় কোনো পক্ষ যদি প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, শুধু অনিবন্ধিত হবার কারণে বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে পাল্টা পাওনা দাবি করতে পারে না। উদ্দীপকের X, Y ও Z এর অংশীদারি ব্যবসায়টি নিবন্ধন করা নেই। তাই তারা তাদের ব্যবসায়সংক্রান্ত কোনো প্রয়োজনেই আইনের আশ্রয় নিতে পারবে না। তারা তাদের সমস্যা নিরসনে যদি আদালতে যায় আদালত তাদের পাওনা আদায়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে না।

তাই বলা যায়, পাওনা টাকা আদায়ে উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়টির নিবন্ধন না থাকাই এর ব্যর্থতার কারণ।

প্রশ্ন ▸ ১০ হাসান 'বইপোকা' প্রকাশনীর কর্ণধার। হাসানের দাদা রায়হান আহমেদ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। জনাব রায়হান আহমেদ উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লিখে দীর্ঘদিন সাহিত্য-জগতে জনপ্রিয়তার সাথে বিচরণ করে ১৯৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। জীবদ্দশায় তার একটি জনপ্রিয় উপন্যাস প্রকাশের জন্য 'নীলপত্র' প্রকাশনীর সাথে সম্মানীর বিনিময়ে চুক্তি সম্পাদন করেন। বর্তমান সময়ে হাসান ঐ জনপ্রিয় উপন্যাসটি ছাপিয়ে বাজারজাত করতে চাইলে 'নীলপত্র' প্রকাশনী 'বইপোকা' প্রকাশনীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে।

ক. প্রবর্তক কাকে বলে? ১

খ. 'কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র' কেন প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রায়হান আহমেদের সাহিত্যকর্ম কোন ধরনের মেধাসম্পদ? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "মেধাসম্পদ সংরক্ষণের উপায় উদ্যোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করে"– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌথ মূলধনি কোম্পানি গঠনের জন্য প্রাথমিকভাবে যে বা যারা পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ গ্রহণ করে তাকে বা তাদেরকে কোম্পানির প্রবর্তক বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির কার্যক্রম শুরু করার জন্য কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রয়োজন হয়।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনের বেলায় নিবন্ধনপত্র সংগ্রহের পর প্রবর্তকদের কার্য শুরুর জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ দলিল সংগ্রহ করতে হয় তাকেই কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র বলে। এই অনুমতিপত্র সংগ্রহের জন্য কোম্পানিকে ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহের ঘোষণাপত্র এবং জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের ঘোষণা পত্রসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রসহ আবেদন করতে হয়। সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে এবং নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে এই অনুমতিপত্র প্রদান করে এবং এ পত্র পাওয়ার পরেই কোম্পানি তার কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

গ রায়হান আহমেদের মেধাসম্পদটি কপিরাইট মেধাসম্পদের অন্তর্গত।

কপিরাইট একটি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, যা রক্ষা করার ব্যবস্থা না করলে এর স্বত্বাধিকারী বা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কপিরাইটের মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধাসম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব রায়হান আহমেদ উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লিখে দীর্ঘদিন সাহিত্যজগতে জনপ্রিয়তার সাথে বিচরণ করে ১৯৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। জীবদ্দশায় তার একটি জনপ্রিয় উপন্যাস প্রকাশের জন্য 'নীলপত্র' প্রকাশনীর সাথে সম্মানীর বিনিময়ে চুক্তি সম্পাদন করেন। এখানে রায়হান আহমেদ তার প্রকাশিত সাহিত্যের নিরাপত্তা অর্থাৎ তার সাহিত্যকে প্রকাশিত করে অন্য কেউ যেন লাভবান হতে না পারে তাই উক্ত প্রকাশনীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। আর এই বিষয়টি কপিরাইট মেধাসম্পদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাই বলা যায়, রায়হান আহমেদের সাহিত্যকর্ম কপিরাইট মেধাসম্পদের অন্তর্গত।

ঘ মেধাসম্পদ সংরক্ষণের উপায় উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে– উক্তিটি যথার্থ।

মনন ও মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজই মেধাসম্পদ। ব্যবসায়, শিল্পে বা বাণিজ্যে প্রয়োগ উপযোগী আবিষ্কার, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম, নকশা, প্রতীক, নাম ইত্যাদি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল মেধাসম্পদকে সংরক্ষণের মাধ্যমে একজন উদ্ভাবনকারী দীর্ঘদিনব্যাপী এর সুফল ভোগ করে থাকে।

উদ্দীপকের হাসান 'বইপোকা' প্রকাশনীর কর্ণধার। হাসানের দাদা রায়হান আহমেদ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রায়হান আহমেদ তার জীবদ্দশায় একটি জনপ্রিয় উপন্যাস প্রকাশের জন্য 'নীলপত্র' প্রকাশনীর সাথে সম্মানীর বিনিময়ে

চুক্তি সম্পাদন করেন। বর্তমান সময়ে হাসান ঐ জনপ্রিয় উপন্যাসটি ছাপিয়ে বাজারজাত করতে চাইলে 'নীলপত্র' প্রকাশনী 'বইপোকা' প্রকাশনীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। কপিরাইট আইন– ২০০৫ অনুযায়ী লেখক বা শিল্পীর জীবনকালীন বা মৃত্যুর পর ৬০ বছর পর্যন্ত কপিরাইট সংরক্ষিত থাকে।

এক্ষেত্রে উদ্দীপকের প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব রায়হান আহমেদের মৃত্যুর ৬০ বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই 'নীলপত্র' প্রকাশনীর রায়হান সাহেবের সাথে যে কপিরাইট চুক্তি করেছেন তার মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়েছে। যার ফলে 'নীলপত্র' প্রকাশনী উক্ত উপন্যাসটি 'বইপোকা' প্রকাশনীর পুনরায় বাজারজাত করলেও আইনগত ব্যবস্থা নিলেও কোনো প্রতিকার পাবে না। তাই হাসান সাহেব সহজেই তার দাদার সাহিত্যকর্মটি উত্তরাধিকার সূত্রে আইনগত কোনো বাধা-নিষেধ ছাড়াই বাজারজাত করে লাভবান হতে পারবে। কপিরাইট মেধাসম্পদটির সংরক্ষণের এই আইনের কারণেই মূলত হাসান একজন উদ্যোক্তা হিসেবে তার কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। তাই বলা যায়, মেধাসম্পদ সংরক্ষণের উপায় উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ বাংলাদেশের নিশাত লিঃ আমেরিকার ম্যাডোনাল কোং এর সাথে তাদের নাম এবং পণ্য স্থায়ীভাবে তৈরি ও বিক্রির জন্য অনুমতি চায়। ম্যাডোনাল কোম্পানিটি বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে বিশেষ এক ধরনের ব্যবসায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিশাত লিঃ-কে অনুমতি দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির শর্তানুসারে নিশাত লিঃ-কে প্রতি মাসে ২৫ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট পার্সেন্ট অনুসারে ম্যাডোনাল কোম্পানিকে কমিশন দিতে হবে।

ক. B.S.T.I এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. ট্রেডমার্ক কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়টি কোন ধরনের ব্যবসায়? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. নিশাত লিঃ বিক্রির টার্গেট পূরণ করতে না পারলে ম্যাডোনাল কোম্পানির করণীয় পদক্ষেপ কী? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৩]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক BSTI এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Standards and Testing Institution.

খ ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো পণ্যকে অন্যের অনুরূপ বা অভিন্ন পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীককে ট্রেডমার্ক বলে। স্বাতন্ত্র্যতাই ট্রেডমার্কের মূল বিষয়। ট্রেডমার্কের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো ডিভাইস, ব্র্যান্ড, শিরোনাম, লেবেল, টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, অক্ষর, প্রতীক, সংখ্যাযুক্ত উপাদান, রঙের সমন্বয় বা এগুলোর যে-কোনো রূপ ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়টি ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়।

কোনো খ্যাতনামা কোম্পানির নাম ব্যবহার এবং এর পণ্য তৈরি, বিক্রি বা বিতরণ করার অধিকারকে ফ্রানসাইজিং বলে। বর্তমানে ফ্রানসাইজিং পদ্ধতিতে ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ব্যান্ড বকস কোম্পানি, পিজ্জাহার্ট, কেএফসি উইম্পি, কেনটাকি ইত্যাদি এ ধরনের ব্যবসায়ের উদাহরণ।

উদ্দীপকের নিশাত লিঃ আমেরিকার ম্যাডোনাল কোং এর সাথে তাদের নাম এবং পণ্য স্থায়ীভাবে তৈরি ও বিক্রির জন্য অনুমতি চায়। ম্যাডোনাল কোম্পানিটি বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে বিশেষ এক ধরনের ব্যবসায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিশাত লিঃ-কে অনুমতি দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ম্যাডোনাল কোম্পানি চুক্তির মাধ্যমে নিশাত লিঃ-কে তার নাম ব্যবহার এবং এর পণ্য তৈরি, বিক্রি বা বিতরণ করার অধিকার প্রদান করেছেন, যা ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত ব্যবসায়টি ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়।

ঘ নিশাত লিঃ বিক্রির টার্গেট পূরণ করতে না পারলে ম্যাডোনাল কোম্পানি চুক্তি বাতিল করার পদক্ষেপ নিবে বলে আমি মনে করি।

ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ফ্রানসাইজর ও ফ্রানসাইজিং এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র, যা এই দুই পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। ফ্রানসাইজিং এর মাধ্যমে ব্যবসায় শুরু করার অনেকগুলো সুবিধা যেমন আছে, ঠিক আছে তেমন অসুবিধাও। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হলো চুক্তিপত্রের উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গের জন্য চুক্তি বাতিলের সম্ভাবনা।

উদ্দীপকের নিশাত লিঃ হলো ফ্রানসাইজিং আর আমেরিকার ম্যাডোনাল হলো ফ্রানসাইজর। আর তাদের উভয়ের সম্মতিতে ফ্রানসাইজিং চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তানুসারে নিশাত লিঃ-কে প্রতি মাসে ২৫ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট পার্সেন্ট অনুসারে ম্যাডোনাল কোম্পানিকে কমিশন দিতে হবে। এক্ষেত্রে নিশাত লিঃ যদি উক্ত শর্ত পূরণ করতে না পারে তাহলে ম্যাডোনাল কোম্পানি চুক্তি বাতিল করে নিশাত লিঃ এর ব্যবসায় বন্ধ করে দিতে পারে।

ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রে বিবিধ শর্তাবলি উল্লেখ থাকে এবং ফ্রানসাইজি ও ফ্রানসাইজর সকল শর্তাবলি মেনে নিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্তাবলির যে-কোনো একটি যদি ফ্রানসাইজি পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে ফ্রানসাইজর উক্ত চুক্তিটি বাতিল করার পদক্ষেপ নিতে পারে। উদ্দীপকের নিশাত লিঃ ও আমেরিকার ম্যাডোনাল কোম্পানির শর্তমোতাবেক বিক্রির টার্গেট পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে চুক্তির শর্ত পালনে অক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে ম্যাডোনাল কোম্পানি যদি চান তাহলে তাদের স্বাক্ষরিত চুক্তিটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিশাত লিঃ এর সাথে সকল ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। তাই বলা যায়, নিশাত লিঃ বিক্রির টার্গেট পূরণ করতে না পারায় চুক্তির শর্ত ভঙ্গের কারণে ম্যাডোনাল কোম্পানি ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের চুক্তিটি বাতিল করতে পারেন।

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 143

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. নিচের কোন স্থানকে পর্তুগিজরা 'বৃহৎ বন্দর' নামে অভিহিত করেন?
ক সোনারগাঁও খ রূপগঞ্জ গ চট্টগ্রাম ঘ সপ্তগ্রাম

২. বাণিজ্যের কোন উপাদানটি ব্যবসায়ের 'তথ্যগত' বাধা দূর করে?
ক বিজ্ঞাপন খ বিমা গ ব্যাংকিং ঘ পরিবহণ

□ **উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জামাল ও কামাল দুই ভাই। জামাল কটি পস্তাস্টিক কারখানার কাজের পাশাপাশি নিজের পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য শাকসবজি ও মাছ চাষ করে। আর কামাল ধান, পাট ও মাছ চাষ করে তা বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

৩. জামাল কোন ধরনের কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে?
ক ব্যবসায় খ চাকরি গ সেবা ঘ পণ্য বিনিময়

৪. কামালের কাজটি যেসকল বিষয়ের সাথে জড়িত তা হলো–
i. অর্থনৈতিক কাজ ii. মুনাফা অর্জনসংক্রান্ত iii. ব্যবসায়সম্পর্কিত বিষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. পৃথিবী বিখ্যাত ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'মাটিসুসিট্যি' কোন দেশের সংগঠন?
ক চীন খ জাপান গ আমেরিকা ঘ বাংলাদেশ

৬. যে-কোনো দেশের সম্মতিতে নিম্নের কোন কাজটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে?
ক শিল্প খ বাণিজ্য গ কৃষি ঘ সেবা

৭. নিম্নের কোনটি একজন উদ্যোক্তার বিশেষ গুণ?
ক কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা খ পুঁজি সংগ্রহের সক্ষমতা
গ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা ঘ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা

৮. জনাব মাহবুব রহমান পূর্বজ্ঞান ছাড়াই 'মাহবুব ফার্মেসি' স্থাপন করে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। এক্ষেত্রে 'মাহবুব ফার্মেসির' ক্ষতির মূল কারণ কী?
ক মূলধনের স্বল্পতা খ বাজার জরিপ না করা
গ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব ঘ সঠিক পণ্য নির্বাচন না করা

৯. আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র কোনটি?
ক বাস তৈরি খ বিমান তৈরি গ জাহাজ তৈরি ঘ চিপস তৈরি

১০. আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্ম পরিচালনার সক্ষমতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশে কীসের উপর নির্ভরশীল?
ক উপযুক্ত ক্ষেত্র খ উপযুক্ত শিক্ষা গ পর্যাপ্ত পুঁজি ঘ পর্যাপ্ত শ্রমিক

১১. কোনো ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা প্রয়োজন–
i. কাঁচামালের সহজলভ্যতা ii. বাজারজাতকরণের কৌশল
iii. অবকাঠামোগত সুযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. কোনো ব্যবসায় সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত কোনটি?
ক পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ খ অধিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয়
গ সঠিক পণ্য নির্বাচন ঘ পণ্যের স্থান নির্বাচন

১৩. ব্যবসায়ে চুক্তি সম্পাদনে কমপক্ষে কত জন ব্যক্তি প্রয়োজন?
ক দুই জন খ তিন জন গ চার জন ঘ পাঁচ জন

□ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব আবু হানিফ মিয়া জেলা শহরে স্টেশনারির দোকান পরিচালনা করেন সততা ও ভালো ব্যবহারের কারণে ক্রেতাদের নিকট তার ব্যবসায়ের বেশ সুনাম রয়েছে। কিন্তু কিছু সীমবাদ্ধতার জন্য তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারছেন না।

১৪. জনাব আবু হানিফ মিয়ার ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের?
ক একমালিকানা খ অংশীদারি গ যৌথ মূলধনি ঘ সমবায় সমিতি

১৫. উল্লিখিত জনাব আবু হানিফ মিয়ার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে না পারার কারণ–
i. অসীম দায় ii. সীমিত আয়তন iii. স্বল্প মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. "কোনো অংশীদার লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিলে"– আইনের কোন ধারা মতে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন হয়?
ক ৪১ খ ৪২ গ ৪৩ ঘ ৪৪

১৭. ফ্রানসাইজিং চুক্তির ক্ষেত্রে ফ্রান্সাইজর কখন চুক্তি বাতিল করতে পারে?
ক ফ্রানসাইজরের মুনাফা কম হলে খ পণ্য কম বিক্রি হলে
গ দক্ষ বিক্রয়কর্মী নিয়োগ না হলে
ঘ মানদন্ড অনুসারে ব্যবসায় পরিচালিত না হলে

১৮. জনাব আকমল চৌধুরীর 'চৌধুরী মার্ট কোম্পানি চীনের স্বনামধন্য কোম্পানি ইয়ং চুয়াং এর শাখা বাংলাদেশে তৈরি করে নিজ দেশেই বিক্রি করেন। এক্ষেত্রে জনাব চৌধুরীর 'চৌধুরী মার্ট' কোম্পানিকে কী বলা হয়?
ক ট্রেডমার্ক খ লাইসেন্সিং গ ফ্রানসাইজর ঘ ফ্রানসাইজিং

১৯. উপমহাদেশে প্রথম ট্রেডমার্ক আইন প্রণয়ন করা হয় কত সালে?
ক ১৯২০ খ ১৯৩০ গ ১৯৪০ ঘ ১৯৫০

২০. কোনো ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন?
ক জীবন বিমা খ দুর্ঘটনা বিমা গ নৌ বিমা ঘ অগ্নি বিমা

২১. ব্যবস্থাপনায় প্রথম কাজ কোনটি?
ক পরিকল্পনা প্রণয়ন খ সংগঠিতকরণ গ কর্মীসংস্থান ঘ নির্দেশনাদান

২২. ব্যবস্থাপনায় কোন কার্য সম্পাদনের দ্বারা কর্মীগণ দায়িত্ব পালনে অধিক আগ্রহী হয়?
ক পরিকল্পনা খ সমন্বয়সাধন গ প্রেষণাদান ঘ নির্দেশনাদান

□ **উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব আজহারুল ইসলাম স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক। তিনি মনে করেন প্রতিষ্ঠানের অধস্তন কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও তাদের পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ভালো। এক্ষেত্রে কর্মীদের নিকট জবাবদিহিতার বিষয়টিও জড়িত।

২৩. জনাব আজহারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের নেতৃত্ব বিদ্যমান রয়েছে।
ক স্বৈরতান্ত্রিক খ গণতান্ত্রিক গ আমলাতান্ত্রিক ঘ মুক্ত

২৪. উল্লিখিত জনাব আজহারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান নেতৃত্বের সুফল হতে পারে–
i. উর্ধ্বতনদের প্রতি ভালো ধারণা সৃষ্টি হয়
ii. অধস্তনদের মনোবল ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়
iii. নেতাকে শুধু নিয়মমাফিক দায়িত্ব পালন করতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর অন্যান্য গুণাবলি কোনটি?
ক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি খ হিসাবে পারদর্শিতা
গ সুদর্শন চেহারা ঘ মার্জিত ব্যবহার

২৬. 'পণ্য বিক্রয় ও ক্রেতার নিকট গ্রহণযোগ্যতা' বিপণনের কোন কাজের উপর নির্ভরশীল?
ক প্রমিতকরণ খ পর্যায়িতকরণ
গ গুদামজাতকরণ ঘ মোড়কীকরণ

২৭. মান অনুযায়ী পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করাকে কী বলে?
ক প্রমিতকরণ খ পর্যায়িতকরণ
গ মোড়কীকরণ ঘ দুগামজাতকরণ

২৮. ক্রেতাদেরকে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করার ক্ষেত্রে একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর কোন গুণটি থাকা অপরিহার্য?
ক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি খ জেন্ডার সচেতনতা
গ মার্জিত ব্যবহার ঘ সততা ও বিশ্বস্ততা

২৯. একটি কাজ সুষ্ঠ, সুন্দর ও সঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে?
ক নৈতিকতা খ সামঞ্জস্যতা গ সক্ষমতা ঘ সততা

৩০. প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা হচ্ছে–
i. পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা ii. চাকরির নিরাপত্তায় নিশ্চিত করা
iii. প্রশিক্ষণ বা পণ্যের মান ঠিক রাখার ব্যবস্থা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (সৃজনশীল)

বিষয় কোড [1|4|3]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান : ৭০**

*[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]*

১। জনাব আনসারি "মা বেকারী" নামে একটি বেকারী প্রতিষ্ঠা করেন। বেকারীটিতে বিভিন্ন ধরনের রুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। গ্রাহকদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় রেখে তিনি খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রং মেশানো থেকে বিরত থাকেন। বেকারীটিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আলো-বাতাসের সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে জেনারেটরের ব্যবস্থা করেছেন। সম্প্রতি কিছু অদক্ষ লোককে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আনসারির মধ্যে ব্যবসায়ের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আনসারির প্রতিষ্ঠানটির সামাজিক দায়বদ্ধতা মূল্যায়ন কর। ৪

২। আরমান বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম যেমন– ইস্ত্রি, ওভেন, ফ্রিজ, এসি ইত্যাদি মেরামতের বিষয়টি অনুধাবন করে তার নিজ এলাকায় "জননী ইলেকট্রনিক্স মেরামত" প্রতিষ্ঠান নামে একটি দোকান স্থাপন করেন। এ কাজে পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথম দিকে তার মুনাফার পরিমাণ সন্তোষজনক হয় না। এমতাবস্থায় তিনি এ বিষয়ের উপর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং দুই জন শিক্ষিত বেকার ছেলেকে নিয়োগ দেন। ফলে তাদের মধ্যে পরনির্ভরশীলতা দূর হয়। তিনি গ্রাহকদের উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে পারায় তার মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটির সুনামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ক. উদ্যোক্তা কোন কাজটি করতে বিশেষ আনন্দ পান? ১
খ. প্রত্যাশিত মুনাফা থেকে প্রকৃত মুনাফা কম হওয়া কী ধরনের ঝুঁকি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে আরমানের কাজটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরমানের কাজটির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৩। সুমন, সুজন এবং স্বপন তিন ভাই মিলে তিন বছরের জন্য একটি সেলুন প্রতিষ্ঠা করে। তারা সকলে ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে। কিন্তু সুমন ও স্বপন দেশে থাকায় ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। সুজন বিদেশে থাকায় ব্যবসায়ের কোনো কাজে অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু মুনাফা পেয়ে থাকে। তিন বছর পর ব্যবসায়ের সময় পার হলে সুমন সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির বিলোপ সাধন ঘটে?

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কী? ১
খ. কোন ধরনের ব্যবসায়ে গোপনীয়তা রক্ষা পায় বেশি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সুজন কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির বিলোপ-সাধন প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৪। আবরার একজন সু-পরিচিত লেখক, প্রতি বছরই তার প্রকাশিত বিভিন্ন বই একুশে বই মেলায় প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বই মেলায় তিনি 'Spoken English" এর উপর একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। বইটি সকল শ্রেণির মানুষের কাছে অল্প সময়ের মধ্যে স্থান দখল করে নেয়। কিন্তু অন্য একটি প্রকাশনীর মালিক তার বইটির সকল কপি বাজারে প্রকাশ করে। ফলে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই তিনি থানায় গিয়ে ঐ প্রকাশনীর মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করলেও কোনো আইনগত সহায়তা পাননি।

ক. লাইসেন্স কী? ১
খ. ফ্রানসাইজিং কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আবরারের বইটি কোন সম্পদের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রকাশনীর মালিকের বিরুদ্ধে আবরার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার যৌক্তিক কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। জামাল সাহেব একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। কোভিড-১৯ এর প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠানটি তাকে সহ কয়েকজন শিক্ষককে ছাঁটাই করে দেন। তিনি হতাশ না হয়ে ঘরে বসে অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং এর ডাটা এন্ট্রি কোর্সটি তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করেন। অনলাইনে দৈনিক কয়েক ঘণ্টা কাজ করে তিনি মাসে প্রায় দুইলক্ষ টাকার মতো আয় করেন। জামাল সাহেবের সফলতার গল্প দেশের একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেল প্রচার করে। প্রতিবেদনটি প্রচারের পর দেশের অনেক পেশাজীবী ছাড়াও বেকার ছেলে-মেয়ে অনুপ্রাণিত হয়। জামাল সাহেবের মতে, যে কেউ এরূপ কাজের মাধ্যমে নিজেদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারবে।

ক. প্রশিক্ষণ কী? ১
খ. নট্রামস কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে জামাল সাহেবের কাজটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। জরিনা বেগম সামান্য পুঁজি নিয়ে "জনতা ফার্নিচার" নামে তার ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। বর্তমানে তার দুইটি শাখা সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি প্রতিষ্ঠানের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্মীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কর্মীরা প্রশ্ন করলে উত্তর দেন। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত নারী-পুরুষ কর্মীদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। তাছাড়া সম্মোহনী ক্ষমতা ও দায়িত্বশীলতা তাকে সফল ব্যবসায়ী হতে সাহায্য করেছে।

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১
খ. "ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনতা ফার্নিচার এর মালিক জরিনা বেগমের মধ্যে কোন ধরনের নেতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আদর্শ নেতার গুণাবলির আলোকে জরিনা বেগমকে মূল্যায়ন কর। ৪

৭। জনাব খালেক নিজের জমানো অর্থ এবং মায়ের কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার নিয়ে মূলধন গঠন করে একটি মুদির দোকান স্থাপন করেন। ব্যবসায় থেকে যা লাভ হবে তিনি ভোগ করবেন এবং ক্ষতি হলে দায়ভার নিজে গ্রহণ করবেন। এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আইনগত ঝামেলা না থাকায় জনপ্রিয়তার দিক থেকে সবার শীর্ষে অবস্থান করে।

ক. কত সালের আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত হয়? ১
খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মালিকানার ভিত্তিতে জনাব খালেকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির জনপ্রিয়তার যৌক্তিক কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। হাজেরা বানু ঢাকার বেইলী রোডে একটি বিউটি পার্লার প্রতিষ্ঠা করেন। পার্লারটিতে প্রতিদিন জন্মদিন, বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সাজ-গোজের জন্য অনেক নারী আসেন। প্রত্যেক গ্রাহকই তাদের সেবার জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। অতিরিক্ত গ্রাহকদের চাহিদা মেটানোর জন্য অনেকেই পার্লারটির সংস্করণ করে আয়তন বৃদ্ধি করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তার কাছে প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা না থাকায় তিনি পার্লারটির আয়তন বৃদ্ধি করতে পারছেন না। তাই তিনি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ক. উৎপাদন শিল্প কী? ১
খ. ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. হাজেরা বানুর কর্মসংস্থানের ধরনটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হাজেরা বানুর ঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি কোন পরিবেশকে প্রভাবিত করে? মতামত দাও। ৪

৯। জনাব আজমল "সততা সিরামিক্স" এর মালিক। জন্মদিন, বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উপহার সামগ্রী তার প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করেন। পণ্যটিকে গ্রাহকের নিকট সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে বিক্রয়ের পর সুন্দর কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে তাদের নির্দিষ্ট শপিং ব্যাগে দিয়ে থাকেন, যাতে রাস্তায় ভেজো না যায়, সম্প্রতি তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রচারণা চালায়। প্রচারণার মধ্যে একটি শ্লোগান ব্যবহার করেন "স্বদেশি পণ্য কিনে হউন ধন্য"। ফলে তার পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, মুনাফার পরিমাণ বাড়ে এবং প্রতিষ্ঠানটির সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ক. বণ্টন প্রণালি কী? ১
খ. নতুন পন্য সম্পর্কে ক্রেতাকে অবহিত করার মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে আজমলের দ্বারা বিপণনের কোন কাজটি সম্পাদিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "স্বদেশি পণ্য কিনে হউন ধন্য"– শ্লোগানটির তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

১০। রহিমা খানম একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। তিনি দেশীয় পণ্যের সাথে বিদেশি শাড়ি, থ্রি-পিস, বোরকা ইত্যাদি বিক্রয় করেন। সম্প্রতি তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন– ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, হোয়ার্টস অ্যাপ ইত্যাদিতে আইডি খুলে লাইভ-এ এসে তার পণ্য বিক্রয় করেন। তার সরবরাহকৃত পণ্যের মান ভালো হওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মুনাফার পরমাণ বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রতি বছরই সরকারকে কর দিয়ে থাকেন। এছাড়া বেকার সমস্যা সমাধানে তার প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন বেকার ছেলে-মেয়েকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেন।

ক. বাণিজ্য কী? ১
খ. "ময়দা থেকে বিস্কুট তৈরি" কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রহিমা খানম ব্যবসায় পরিবেশের কোন উপাদানটির সহায়তা গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রহিমা খানমের কাজটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। সুফিয়া বেগম একজন কসমেটিক্স এর ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী এনে দেশের গ্রাহকদের মাঝে সরবরাহ করেন। পণ্যের মান ভালো হওয়ায় লাভের পরিমাণ সন্তোষজনক হয়। সম্প্রতি তিনি আছিয়া নামে একজন অভিজ্ঞ বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেন। বিক্রয়কর্মী আছিয়া সব বয়সের ক্রেতার সাথে একই ধরনের আচরণ করেন। কোনো ক্রেতা ভুল করে বেশি টাকা দিলে, তা ফেরত দেন। তার ব্যবহারে সবাই খুশি।

ক. উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে কারা? ১
খ. প্রমিতকরণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মালিকানার ভিত্তিতে সুফিয়া বেগমের ব্যবসায়টির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিক্রয়কর্মী আছিয়াকে আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলির আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	গ	২	ক	৩	খ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	ঘ	১০	ক	১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ক
১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	গ	২০	খ	২১	ক	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব আনসারি 'মা বেকারি' নামে একটি বেকারি প্রতিষ্ঠা করেন। বেকারিটিতে বিভিন্ন ধরনের রুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। গ্রাহকদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় রেখে তিনি খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রং মেশানো থেকে বিরত থাকেন। বেকারিটিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আলো-বাতাসের সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে জেনারেটরের ব্যবস্থা করেছেন। সম্প্রতি কিছু অদক্ষ লোককে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ক. মূল্যবোধ কী? ১

খ. জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আনসারির মধ্যে ব্যবসায়ের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আনসারির প্রতিষ্ঠানটির সামাজিক দায়বদ্ধতা মূল্যায়ন কর। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জ্ঞানবোধ ও আচরণ সমাজ মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করেন তাই হলো মূল্যবোধ ।

খ পরিবেশদূষণের কারণে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে।

শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার নামে অবাধে গাছ নিধন ও পাহাড় কেটে পরিবেশকে দূষণ করা হচ্ছে। আবাসনের নামে চাষের জমি হরণ, খালবিল ভরাট করে আবাসন তৈরি, নদী ভাঙন, নির্বিচারে অনুপযুক্ত যানবাহন রাস্তায় চালানো ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহারে পরিবেশদূষণ হচ্ছে। তাই মানুষের স্বাস্থ্যহানি যেমন হচ্ছে তেমনি জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে।

গ আনসারির মধ্যে ব্যবসায়ের নৈতিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ভালো-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক কাজটি করাই হলো নৈতিকতা। একটি ব্যবসায়ের ধারণা চিহ্নিত থেকে শুরু করে এটি সফলভাবে পরিচালনার সকল কাজ সুন্দর, সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিকতা দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। এটি ব্যবসায় জগতে আমাদের আচার-আচরণকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের জনাব আনসারি 'মা বেকারি' নামে একটি বেকারি প্রতিষ্ঠা করেন। বেকারিটিতে বিভিন্ন ধরনের রুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। তিনি গ্রাহকদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় রেখে খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রং মেশানো থেকে বিরত থাকেন। তার এরূপ কাজের ফলে ক্রেতাদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। ব্যবসায়ের মুনাফাকে প্রাধান্য না দিয়ে ক্রেতা ও ভোক্তাদের স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যবসায় করায় তার ব্যবসায়ের প্রতি ক্রেতা ও ভোক্তাদের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়বে। ব্যবসায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে তার এসব কাজ নৈতিকতার অন্তর্গত।

তাই বলা যায়, আনসারির মধ্যে ব্যবসায়ের নৈতিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে আনসারির প্রতিষ্ঠানটি ক্রেতা ও ভোক্তা এবং শ্রমিক-কর্মচারীর প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে থাকেন।

সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজের কিছু মঙ্গলময় বা কল্যাণমূলক কাজ করাকে বোঝায়। একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়ের সাথে জড়িত সব পক্ষের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করার মনোভাব সম্পন্ন হতে হয়। এতে তার প্রতি সমাজের সকল পক্ষ সন্তুষ্ট থাকে।

উদ্দীপকের জনাব আনসারি তার প্রতিষ্ঠিত 'মা বেকারিতে' বিভিন্ন ধরনের রুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি গ্রাহকদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় রেখে প্রস্তুত করেন। তিনি তার প্রস্তুতকৃত খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রং মেশানো থেকে বিরত থাকনে। বেকারিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করার লক্ষ্যে তিনি বেকারিতে প্রয়োজনীয় আলো-বাতাসের সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে জেনারেটরের ব্যবস্থা করেছেন। সম্প্রতি কিছু অদক্ষ লোককে নিয়োজিত করে তিনি তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

জনাব আনসারি এসব কাজের মাধ্যমে ব্যবসায়সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ যথা– ক্রেতা ও ভোক্তা এবং শ্রমিক-কর্মচারীর প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ক্রেতাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করে ক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করছেন। এতে তার বেকারির প্রতি ক্রেতা ও ভোক্তাদের আনুগত্য সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি কর্মচারীদের কাজের সুবিধা নিশ্চিত করতে বেকারিতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ও জেনারেটরের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া তিনি তার নিয়োগকৃত কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে কর্মীরা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। ফলে তারা সর্বদা তাদের কাজের প্রতি সচেতন থাকে। আর প্রশিক্ষণ তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান আরও উন্নত করে। ক্রেতা ও ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে মানসম্মত পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায়ে ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেছেন।

আর তার বেকারিতে কর্মরত কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তিনি শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেছেন।

তাই বলা যায়, জনাব আনসারি তার প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ের ক্রেতা ও শ্রমিক-কর্মচারীর প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ০২ আরমান বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম যেমন– ইস্ত্রি, ওভেন, ফ্রিজ, এসি ইত্যাদি মেরামতের বিষয়টি অনুধাবন করে তার নিজ এলাকায় 'জননী ইলেকট্রনিক্স মেরামত' প্রতিষ্ঠান নামে একটি দোকান স্থাপন করেন। এ কাজে পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথমদিকে তার মুনাফার পরিমাণ সন্তোষজনক হয় না। এমতাবস্থায় তিনি এ বিষয়ের উপর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং দুই জন শিক্ষিত বেকার ছেলেকে নিয়োগ দেন। ফলে তাদের মধ্যে পরনির্ভরশীলতা দূর হয়। তিনি গ্রাহকদের উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে পারায় তার মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটির সুনামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ক. উদ্যোক্তা কোন কাজটি করতে বিশেষ আনন্দ পান? ১

খ. প্রত্যাশিত মুনাফা থেকে প্রকৃত মুনাফা কম হওয়া কী ধরনের ঝুঁকি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আরমানের কাজটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আর্থসামাজিক উন্নয়নে আরমানের কাজটির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

<u>২নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জমূলক কাজটি করতে বিশেষ আনন্দ পান।

খ প্রত্যাশিত মুনাফা থেকে প্রকৃত মুনাফা কম হওয়া আর্থিক ঝুঁকি।

একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্যে একটি হলো আর্থিক ঝুঁকি। অনেক সময় দেখা যায়, ব্যবসায় থেকে বছরে উদ্যোক্তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা আশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে এর চেয়ে কম মুনাফা অর্জিত হয়েছে। এটিই হলো আর্থিক ঝুঁকি।

গ উদ্দীপকে আরমানের কাজটি ব্যবসায় উদ্যোগ।

যে-কোনো ব্যবসায় কোনো একজন ব্যক্তি বা কয়েকজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সফল। একটি ব্যবসায় স্থাপনের ধারণা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে ব্যবসায়টি স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনাই ব্যবসায় উদ্যোগ। একজন উদ্যোক্তা লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে তার ব্যবসায় উদ্যোগকে বাস্তবায়ন করেন।

উদ্দীপকের আরমান বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম যেমন– ইস্ত্রি, ওভেন, ফ্রিজ, এসি ইত্যাদি মেরামতের বিষয়টি অনুধাবন করেন। তাই নিজ এলাকায় 'জননী ইলেকট্রনিক্স মেরামত' প্রতিষ্ঠান নামে একটি দোকান স্থাপন করেন। আরমানের এই কাজটিতে ঝুঁকি রয়েছে। কারণ তাকে এ ব্যবসায় স্থাপনে অর্থ খরচ করতে হয়েছে। তার ব্যবসায়ে যেমন লাভের সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি রয়েছে লোকসানের আশঙ্কা। এ সকল বিষয় জেনেও তিনি একমাত্র মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়টি স্থাপন করেছেন। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে ব্যবসায় উদ্যোগের সাদৃশ্য রয়েছে।

তাই বলা যায়, আরমানের কাজটি হলো ব্যবসায় উদ্যোগ।

ঘ আর্থসামাজিক উন্নয়নে আরমানের কাজ অর্থাৎ ব্যবসায় উদ্যোগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আজকের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল ভিত্তি হচ্ছে এই ব্যবসায় উদ্যোগ। এটি উদ্যোক্তার কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আরও অনেক বেকার যুবক-যুবতিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে।

উদ্দীপকের আরমান 'জননী ইলেকট্রনিক্স মেরামত' প্রতিষ্ঠান নামে একটি দোকান স্থাপন করেন। এ কাজে পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকার প্রথমদিকে তার মুনাফার পরিমাণ সন্তোষজনক হয়নি। এমতবাস্থায় তিনি এ বিষয়ের ওপর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং দুইজন শিক্ষিত বেকার ছেলেকে নিয়োগ দেন। ফলে তাদের মধ্যে পরনির্ভরশীলতা দূর হয়। তিনি গ্রাহকদের উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে পারায় তার মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটির সুনামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

জনাব আরমান ব্যবসায় স্থাপনের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তার ব্যবসায়ে তিনি আরও দুইজন বেকার যুবককে নিয়োগ দেওয়ার ফলে সেখানে তাদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে তাদের আয় বাড়ছে, বেকারত্বের হার কমছে ও জীবন যাত্রার মান বাড়ছে। আবার ব্যবসায় স্থাপনের মাধ্যমে তিনি সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। অন্যদিকে, তার এ সফলতা আরও অনেককেই এরূপ ব্যবসায় স্থাপনে অনুপ্রাণিত করবে। এতে দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে। ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ও দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠী দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে এবং পরনির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

তাই বলা যায়, আর্থসামাজিক উন্নয়নে আরমানের ব্যবসায় উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ সুমন, সুজন এবং স্বপন তিন ভাই মিলে তিন বছরের জন্য একটি সেলুন প্রতিষ্ঠা করে। তারা সকলে ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে। কিন্তু সুমন ও স্বপন দেশে থাকায় ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। সুজন বিদেশে থাকায় ব্যবসায়ের কোনো কাজে অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু মুনাফা পেয়ে থাকে। তিন বছর পর ব্যবসায়ের সময় পার হলে সুমন সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির বিলোপসাধন ঘটে?

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কী? ১

খ. কোন ধরনের ব্যবসায়ে গোপনীয়তা রক্ষা পায় বেশি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সুজন কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির বিলোপসাধন প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীদারি ব্যবসায় হলো মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত এক ধরনের ব্যবসায় সংগঠন।

খ একমালিকানা ব্যবসায়ে গোপনীয়তা রক্ষা পায় বেশি।

একমালিকানা ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা, মালিক, পরিচালক ও অর্থের যোগানদাতা একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন। এ ব্যবসায়ের মালিক একা বলে ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্য কারো কাছে প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এতে ব্যবসায়ের সকল বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়। মালিক ব্যতীত অন্য কেউ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানতে পারে না বলে গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয় না।

গ উদ্দীপকের সুজন ঘুমন্ত অংশীদার।

যে অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেন কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না তাকে ঘুমন্ত অংশীদার বলে। এ ধরনের অংশীদারগণ চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পান। তারা ব্যবসায়ের কোনো কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন না।

উদ্দীপকের সুমন, সুজন এবং স্বপন তিন ভাই মিলে একটি সেলুন প্রতিষ্ঠা করে। তারা তিনজনই ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে। সুমন ও স্বপন দেশে থাকায় ব্যবসায় পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু বিদেশে থাকার কারণে সুজন ব্যবসায়ের কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তবে এক্ষেত্রে তিনি চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পান। আর সুমন ও স্বপনের ন্যায় তার দায় অসীম নয় সসীম হবে। এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ ঘুমন্ত অংশীদারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই উদ্দীপকের সুজনকে একজন ঘুমন্ত অংশীদার বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির বিলোপসাধন প্রক্রিয়াটি যৌক্তিক নয় বলে আমি মনে করি।

অংশীদারি ব্যবসায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে, সকল অংশীদারদের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কের বিলোপ সাধনই হচ্ছে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন।

উদ্দীপকের সুমন, সুজন এবং স্বপন তিন ভাই মিলে তিন বছরের জন্য একটি সেলুন প্রতিষ্ঠা করেন। তারা চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ, ব্যবসায় পরিচালনা ও মুনাফা ভোগ করে থাকেন। তিন বছর পর ব্যবসায়ের সময় পার হলে সুমন সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটির বিলোপসাধন ঘটে।

অংশীদারি আইনের ৪২ ধারা অনুযায়ী কোনো অংশীদারি ব্যবসায় যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিচালিত হয়, তবে ওই নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর পরই ব্যবসায়টির বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে বিলোপসাধন ঘটবে। উদ্দীপকের সেলুনের ব্যবসায়টি ৩ বছর মেয়াদের জন্য ছিল। তাই চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়টি ৩ বছর অতিক্রম হওয়ার পর পরই বিলোপ সাধন ঘটবে। ৩ বছর পরবর্তী কোনো ঘটনা বা কোনো অংশীদারের মৃত্যু এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের বিলোপসাধনে আর কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। তাই সুমন নামক অংশীদারের মৃত্যুতে উদ্দীপকের ব্যবসায়টির পুনরায় বিলোপসাধনের আর কোনো প্রয়োজনই পড়বে না।

তাই বলা যায়, নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার পর অংশীদারের মৃত্যুতে উদ্দীপকের অংশীদারি ব্যবসায়টির বিলোপসাধন প্রক্রিয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

প্রশ্ন ▸ ০৪ আবরার একজন সু-পরিচিত লেখক, প্রতি বছরই তার প্রকাশিত বিভিন্ন বই একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বইমেলায় তিনি 'Spoken English' এর উপর একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। বইটি সকল শ্রেণির মানুষের কাছে অল্প সময়ের মধ্যে স্থান দখল করে নেয়। কিন্তু অন্য একটি প্রকাশনীর মালিক তার বইটির নকল কপি বাজারে প্রকাশ করে। ফলে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই তিনি থানায় গিয়ে ঐ প্রকাশনীর মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করলেও কোনো আইনগত সহায়তা পাননি।

ক. লাইসেন্স কী? ১

খ. ফ্রানসাইজিং কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আবরারের বইটি কোন সম্পদের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রকাশনীর মালিকের বিরুদ্ধে আবরার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার যৌক্তিক কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে-কোনো ব্যবসায় শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয় বা নিবন্ধন করতে হয়, এই অনুমোদন বা নিবন্ধনই হলো লাইসেন্স।

খ কোনো খ্যাতনামা কোম্পানির নাম ব্যবহার এবং এর পণ্য তৈরি, বিক্রি বা বিতরণ করার অধিকার হলো ফ্রানসাইজিং।

ফ্রানসাইজিং ব্যবসার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ফ্রানসাইজিং চুক্তি, যা ফ্রানসাইজি ও ফ্রানসাইজরের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এতে ফ্রানসাইজি প্রথমে নির্দিষ্ট অঙ্কের ফি এবং পরে বিক্রয়ের ওপর নির্দিষ্ট হারে মাসিক ফি প্রদান করে। প্রতিদান হিসেবে ফ্রানসাইজি ফ্রানসাইজরের পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের অধিকার পায়।

গ উদ্দীপকের আবরারের বইটি মেধাসম্পদের অন্তর্গত।

মনন বা মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজই মেধাসম্পদ। শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোক্তায় মেধাসম্পদ বলতে ঐসব মূল্যবান সম্পদকে বোঝায় যা সে দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে উদ্ভাবন করেছে। ব্যবসায়, শিল্পে বা বাণিজ্যে প্রয়োগ উপযোগী আবিষ্কার, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম, নকশা, প্রতীক, নাম ইত্যাদি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের জনাব আবরার একজন সুপরিচিত লেখক। প্রতি বছর একুশে বইমেলায় তার রচিত বই প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বইমেলায় তিনি 'Spoken English'-এর উপর একটি বই প্রকাশ করেছেন। এই বইটি রচনা তিনি একদিনে করেননি। দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে নিজের সৃজনশীল মনন ও মেধা খাটিয়ে তিনি বইটি রচনা করেছেন। আর মনন ও মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজ মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

তাই বলা যায়, আবরারের বইটি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ প্রকাশনীর মালিকের বিরুদ্ধে আবরারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার কারণ হলো কপিরাইট নিবন্ধন না করা।

কপিরাইট একটি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, যা রক্ষা করার ব্যবস্থা না করলে এর স্বত্বাধিকারী বা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কপিরাইটের মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধাসম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়। এতে অন্য কেউ সম্পদটির নকল করে বাজারজাত করলে প্রকৃত স্বত্বাধিকারী আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে।

উদ্দীপকের আবরার সম্প্রতি Spoken English-এর ওপর বইমেলায় একটি বই প্রকাশ করেন। বইটি সকল শ্রেণির মানুষের কাছে অল্প সময়ের মধ্যে স্থান দখল করে নেয়। কিন্তু পরবর্তীতে অন্য একটি প্রকাশনীর মালিক তার বইটির নকল কপি বাজারে ছাড়লে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই তিনি থানায় গিয়ে ঐ প্রকাশনীর মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করলেও কোনো আইনগত সহায়তা পাননি।

আবরার বইটির কপিরাইট করলে অন্য কেউ এটি নকল করতে পারতো না। আর নকল করলেও তিনি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারতেন। এতে ক্ষতিপূরণ আদায় করাও সম্ভব হতো। কিন্তু বইটির কোনো কপিরাইট না থাকায় অসাধু ব্যবসায়ীরা এটি নকল করার সুযোগ পেয়েছে। আর সংগত কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আবরার আইনগত কোনো সহায়তা পাননি।

তাই বলা যায়, প্রকাশনীর মালিকের বিরুদ্ধে আবরার তার প্রকাশিত বইয়ের কপিরাইট নিবন্ধন না থাকার কারণেই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি।

প্রশ্ন ▸ ০৫ জামাল সাহেব একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। কোভিড-১৯ এর প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠানটি তাকেসহ কয়েকজন শিক্ষককে ছাঁটাই করে দেন। তিনি হতাশ না হয়ে ঘরে বসে অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং এর ডাটা এন্ট্রি কোর্সটি তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করেন। অনলাইনে দৈনিক কয়েক ঘণ্টা কাজ করে তিনি মাসে প্রায় দুই লক্ষ টাকার মতো আয় করেন। জামাল সাহেবের সফলতার গল্প দেশের একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল প্রচার করে। প্রতিবেদনটি প্রচারের পর দেশের অনেক পেশাজীবী ছাড়াও বেকার ছেলে-মেয়ে অনুপ্রাণিত হয়। জামাল সাহেবের মতে, যে কেউ এরূপ কাজের মাধ্যমে নিজেদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারবে।

ক. প্রশিক্ষণ কী? ১

খ. নট্রামস কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে জামাল সাহেবের কাজটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রশিক্ষণ হলো সর্বস্তরের কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতা বিকাশের অবিরাম ও নিয়মিত প্রচেষ্টা।

খ নট্রামস শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনা শিক্ষা দেওয়াই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেও বহু শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতি আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে।

আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

গ জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডটি হলো আত্মকর্মসংস্থান।

নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করার স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত দক্ষতা ও স্বনির্ভর পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা অর্জনের প্রবল ইচ্ছা।

উদ্দীপকের জামাল সাহেব একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। কোভিড-১৯ এর প্রথমদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তিনিসহ আরো কয়েকজন শিক্ষককে ছাঁটাই করেন। হতাশ না হয়ে ঘরে বসে তিনি ফ্রিল্যান্সিং এর ডাটা এন্ট্রি কোর্সটি তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে এই কাজ করে তিনি মাসে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয় করেন। এক্ষেত্রে তিনি তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে চাকরির বিকল্প পেশা হিসেবে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, যা আত্মকর্মসংস্থানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাই আলোচনা থেকে বলা যায়, জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডটি হলো আত্মকর্মসংস্থান।

ঘ নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে জামাল সাহেবের কাজ অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা বিপুল। জনসংখ্যার দ্রুতহারে বৃদ্ধির প্রবণতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও চাহিদার তুলনায় কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগের জন্য দেশের বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। আর এটি সমাধানের জন্য প্রয়োজন আত্মকর্মসংস্থান।

উদ্দীপকের জামাল সাহেব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কোভিড-১৯ এর প্রথমদিকে ছাঁটাইয়ের পর তিনি ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করে সফলতা পান। জামাল সাহেবের সফলতার এই গল্প বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রতিবেদন আকারে প্রচারের পর দেশের অনেক পেশাজীবী ছাড়াও বেকার ছেলে-মেয়ে অনুপ্রাণিত হয়। তার এই কাজ আরও অনেককে স্বাবলম্বী হতে অনুপ্রাণিত করে।

জামাল সাহেব আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছেন। তার এ সাফল্য অনেক বেকার যুবক-যুবতি এমনকি পেশাজীবীদেরও এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে। ফলে তারা চাকরির আশায় বসে থেকে হতাশ না হয়ে নিজেরা নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। তাদের এ কাজে তাদের সহায়তা করার জন্য আরও অনেক লোকের প্রয়োজন হবে। এতে অনেক বেকার যুবক-যুবতির কর্মসংস্থান হবে। ফলে দেশের বেকারত্ব হ্রাস পাবে। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী যখন তার পাশাপাশি আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তখন তিনি ব্যবসায় উদ্যোক্তায় পরিণত হয়। যে-কোনো ব্যক্তি তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতাকে

কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের ও আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে ব্যবসায় উদ্যোক্তায় পরিণত হতে পারে। তাই বলা যায়, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জরিনা বেগম সামান্য পুঁজি নিয়ে 'জনতা ফার্নিচার' নামে তার ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। বর্তমানে তার দুইটি শাখা সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি প্রতিষ্ঠানের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্মীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কর্মীরা প্রশ্ন করলে উত্তর দেন। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত নারী-পুরুষ কর্মীদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। তাছাড়া সম্মোহনী ক্ষমতা ও দায়িত্বশীলতা তাকে সফল ব্যবসায়ী হতে সাহায্য করেছে।

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১
খ. "ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনতা ফার্নিচার এর মালিক জরিনা বেগমের মধ্যে কোন ধরনের নেতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আদর্শ নেতার গুণাবলির আলোকে জরিনা বেগমকে মূল্যায়ন কর। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ, অর্থ সংরক্ষণ, সংগৃহীত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার সংক্রান্ত সকল কার্যাবলিকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলা হয়।

খ ব্যবস্থাপনার কাজগুলো পরস্পর নির্ভরশীল ও ধারাবাহিকভাবে হয় বলে একে চলমান প্রক্রিয়া বলা হয়।
ব্যবস্থাপনার কাজ পরিকল্পনা দিয়ে শুরু হয়ে সংগঠিতকরণ, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শেষ হয়। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আবার নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এভাবে ব্যবস্থাপনার কাজগুলো চলমান ধারায় আবর্তিত হয়। তাই ব্যবস্থাপনাকে একটি চলমান প্রক্রিয়া বলা হয়।

গ জনতা ফার্নিচারের মালিক জরিনা বেগমের মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে।
যে নেতৃত্বে নেতা অধস্তনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা কর্মীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। কর্মীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেন এবং নেতা উত্তর দেন। ফলে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের মনে করেন।
উদ্দীপকের জরিনা বেগম সুনামের সাথে তার ব্যবসায় পরিচালনা করে আসছেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্মীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কর্মীরা প্রশ্ন করলে উত্তর দেন। কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বলে কর্মীরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে করেন। তিনি যেমন কর্মীদের জবাবদিহিতা আশা করেন ঠিক তেমনি তিনিও কর্মীদের নিকট জবাবদিহি করেন। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
তাই বলা যায়, জরিনা বেগম গণতান্ত্রিক নেতৃত্বকে অনুসরণ করেন।

ঘ জরিনা বেগমের মধ্যে আদর্শ নেতার জেন্ডার সচেতনতা, প্রখর ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বশীলতা গুণগুলো বিদ্যমান রয়েছে।
যিনি নেতৃত্ব দেন তাকে নেতা বলা হয়। নেতার কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উৎসাহিত ও পরিচালনা করা। নেতৃত্বদানের কঠিন দায়িত্বশীল কাজটি সম্পাদনের জন্য একজন নেতার অনেকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। কেননা উপযুক্ত নেতৃত্ব যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে, তেমনি নেতার অযোগ্যতা প্রতিষ্ঠানকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।
উদ্দীপকের জরিনা বেগম সামান্য পুঁজি নিয়ে 'জনতা ফার্নিচার' নামে একটি ব্যবসায় শুরু করে দীর্ঘদিন তা সুনামের সাথে পরিচালনা করে আসছেন। তার প্রতিষ্ঠানে তিনি গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করেন। প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত নারী-পুরুষ কর্মীদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। তার সম্মোহনী ক্ষমতা ও দায়িত্বশীলতা তাকে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
একজন আদর্শ নেতার বিবিধ গুণ জরিনা বেগমের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনোরূপ ভেদাভেদ না করে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ তার মধ্যে আদর্শ নেতার জেন্ডার সচেতনতার গুণটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। তার সম্মোহনী ক্ষমতা তার ব্যক্তিত্বকে অধস্তনরা তাকে সম্মান করে। এদের প্রতি তার একাগ্রতা অনুসারীদের জন্য অনুপ্রেরণার কারণ হয়। তার এসকল গুণসমূহ অধস্তনদের তার নির্দেশনা অনুসরণ করতে বাধ্য করে তাদের দ্বারা সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা আদায় করতে সহায়তা করে। যা তাকে সফল ব্যবসায়ী হতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।
তাই বলা যায়, আদর্শ নেতার উপর্যুক্ত গুণাবলিই জরিনা বেগমকে একজন আদর্শ নেতা হতে সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব খালেক নিজের জমানো অর্থ এবং মায়ের কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার নিয়ে মূলধন গঠন করে একটি মুদির দোকান স্থাপন করেন। ব্যবসায় থেকে যা লাভ হবে তিনি ভোগ করবেন এবং ক্ষতি হলে দায়ভার নিজে গ্রহণ করবেন। এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আইনগত ঝামেলা না থাকায় জনপ্রিয়তার দিক থেকে সবার শীর্ষে অবস্থান করে।

ক. কত সালের আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত হয়? ১
খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মালিকানার ভিত্তিতে জনাব খালেকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির জনপ্রিয়তার যৌক্তিক কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৩২ সালের আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত হয়।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি হলো চুক্তি।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয়। এই চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। অংশীদারি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, অংশীদারদের প্রত্যেকের অবস্থান, দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার এবং ভবিষ্যতে বিরোধ মীমাংসা এ চুক্তি অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তাই চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা অসম্ভব প্রায়। সংগত কারণেই চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি বলা হয়।

গ মালিকানার ভিত্তিতে জনাব খালেকের প্রতিষ্ঠানটি একটি একমালিকানা ব্যবসায়।

মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন জোগাড় করে কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করে, তখন তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। যে-কোনো ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে স্বল্প অর্থ নিয়ে এ জাতীয় কারবার শুরু করতে পারেন।

উদ্দীপকের জনাব খালেক নিজের জমানো অর্থ এবং মায়ের কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার নিয়ে মূলধন গঠন করে একটি মুদির দোকান স্থাপন করেন। এ ব্যবসায় হতে প্রাপ্ত লাভ তিনি ভোগ করবেন এবং ক্ষতি হলে তার দায়ভারও তাকে বহন করতে হবে। ব্যবসায়ের একমাত্র মালিক হিসেবে তিনি ব্যবসায়টি পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও অর্থের যোগান দেওয়াসহ সকল কাজ একাই সম্পাদন করে থাকেন। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই জনাব খালেকের ব্যবসায়টিকে একমালিকানা ব্যবসায় হিসেবে অভিহিত করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার যৌক্তিক কিছু কারণ রয়েছে।

একমালিকানা ব্যবসায় প্রাচীনতম ব্যবসায় হিসেবে বিশ্বের অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত সকল দেশেই স্বীকৃত। প্রাচীনতম ব্যবসায় হলেও বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসায় হিসেবে টিকে আছে। একমালিকানা ব্যবসায়ে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা আছে যে কারণে এ জাতীয় ব্যবসায় সকলের নিকট জনপ্রিয়।

উদ্দীপকের জনাব খালেক স্বল্প মূলধন নিয়ে একমালিকানা ব্যবসায় স্থাপন করেন। এ ব্যবসায় হতে যা লাভ হবে তা তিনি একাই ভোগ করবেন এবং লোকসানের দায়ভারও তাকে বহন করতে হবে। এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আইনগত ঝামেলা না থাকায় জনপ্রিয়তার দিক থেকে সকল ব্যবসায়ের শীর্ষে অবস্থান করে।

জনাব খালেক এক মালিকানায় তার ব্যবসায়টি গঠন ও পরিচালনা করে থাকেন। যে কেউ ইচ্ছা করলে স্বল্প মূলধন নিয়ে এ জাতীয় ব্যবসায় অর্থাৎ একমালিকানা ব্যবসায়টি শুরু করতে পারেন। এ ব্যবসায় সহজে গঠন করা যায়। এতে কোনো আইনগত ঝামেলা নেই। এটি স্বাধীন একটি ব্যবসায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে সফলতা পেতে পারেন। মালিক নিজেই এই ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মালিক একজন বিধায় এই ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্য কোনো পক্ষ জানতে পারে না, ফলে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা পায়। যে-কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। মালিক নিজের ইচ্ছায় যেমন এ ব্যবসায় শুরু করে ঠিক তেমনি নিজের ইচ্ছায় কোনোরূপ ঝামেলা ছাড়া ব্যবসায়টি বন্ধ করতে পারে। মূলত উপর্যুক্ত এ সকল কারণে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি সকলের নিকট জনপ্রিয়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ হাজেরা বানু ঢাকার বেইলী রোডে একটি বিউটি পার্লার প্রতিষ্ঠা করেন। পার্লারটিতে প্রতিদিন জন্মদিন, বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সাজ-গোজের জন্য অনেক নারী আসেন। প্রত্যেক গ্রাহকই তাদের সেবার জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। অতিরিক্ত গ্রাহকদের চাহিদা মেটানোর জন্য অনেকেই পার্লারটির সংস্করণ করে আয়তন বৃদ্ধি করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তার কাছে প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা না থাকায় তিনি পার্লারটির আয়তন বৃদ্ধি করতে পারছেন না। তাই তিনি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ক. উৎপাদন শিল্প কী? ১

খ. ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাজেরা বানুর কর্মসংস্থানের ধরনটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাজেরা বানুর ঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি কোন পরিবেশকে প্রভাবিত কের? মতামত দাও। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

<u>৮নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক যে শিল্প প্রক্রিয়ায় শ্রম ও যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করা হয় তাকে উৎপাদন শিল্প বলে।

খ ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা হলো বাণিজ্য।

বাণিজ্যকে ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌঁছানো কিংবা শিল্পে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবাসামগ্রী ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে। পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কার্য যথার্থভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থগত, ঝুঁকিগত, স্থানগত, কালগত ও তথ্যগত বাধা দেখা দিতে পারে। এসকল বাধা দূরীকরণে বাণিজ্যের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন– পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং, বিমা, বিপণন ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সহযোগিতা প্রয়োজন। এসব কাজ বাণিজ্য করে থাকে বলে বাণিজ্যকে ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা বলা হয়।

গ হাজেরা বানুর কর্মসংস্থানের ধরনটি হলো আত্মকর্মসংস্থান।

নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান একটি জনপ্রিয় পেশা।

উদ্দীপকের হাজেরা বানু ঢাকার বেইলী রোডে একটি বিউটি পার্লার প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ তিনি তার নিজস্ব পুঁজি বা ঋণ করা অর্থ নিয়ে, নিজের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায়টি স্থাপন করে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। আর তার কাজের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে আত্মকর্মসংস্থানের সাদৃশ্য রয়েছে। তাই বলা যায়, হাজেরা বানুর কর্মসংস্থানের ধরনটি হলো আত্মকর্মসংস্থান।

ঘ হাজেরা বানুর ঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি অর্থনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

দেশে বিরাজমান কার্যকর অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পের অবদান, জনগণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ মানসিকতা ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবসায়ে পরিবেশের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যত উন্নত সে দেশ তত বেশি অগ্রগতি লাভ করতে পারে।

উদ্দীপকের হাজেরা বানু একটি বিউটি পার্লার প্রতিষ্ঠা করেন। বিউটি পার্লারের প্রত্যেক গ্রাহক তাদের সেবায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। অতিরিক্ত গ্রাহকদের চাহিদা মেটানোর জন্য অনেকেই পার্লরটির সংস্করণ করে আয়তন বৃদ্ধি করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তিনি পার্লারটির আয়তন বৃদ্ধি করতে পারছেন না। তাই তিনি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার চিন্তাভাবনা করেছেন।

হাজেরা বানু তার ব্যবসায়ের সম্প্রসারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার কথা চিন্তা করে। এক্ষেত্রে তিনি যদি সহজ শর্তে ঋণ সংগ্রহ করতে পারেন তবে তিনি সেই সংগৃহীত ঋণের অর্থ দ্বারা খুব সহজেই তার ব্যবসায়ের পরিধি বৃদ্ধি করতে পারবেন। প্রত্যেক ব্যবসায়ের জন্য অর্থ হলো তার প্রাণস্বরূপ। অর্থের নিরবচ্ছিন্ন আগমন ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বহাল রেখে ব্যবসায়ের পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আর পর্যাপ্ত অর্থের অভাব ব্যবসায়ের সম্প্রসারণকে বাধাগ্রস্ত করে এমনকি এই কারণে ব্যবসায় বন্ধ পর্যন্ত হয়ে যায়। তাই ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থের অভাবে যেন কোনো ব্যবসায় বন্ধ বা বাধাগ্রস্ত না হয় সে উদ্দেশ্যে দেশে বিরাজমান অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা কাজ করে যায়। আর অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো অর্থনৈতিক পরিবেশের একটি উপাদান। তাই বলা যায়, হাজেরা বানুর ঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি অর্থনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ জনাব আজমল 'সততা সিরামিক্স' এর মালিক। জন্মদিন, বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উপহার সামগ্রী তার প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করেন। পণ্যটিকে গ্রাহকের নিকট সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে বিক্রয়ের পর সুন্দর কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে তাদের নির্দিষ্ট শপিং ব্যাগে দিয়ে থাকেন, যাতে রাস্তায় ভেঙে না যায়, সম্প্রতি তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রচারণা চালায়। প্রচারণার মধ্যে একটি শ্লোগান ব্যবহার করেন "স্বদেশি পণ্য কিনে হউন ধন্য"। ফলে তার পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, মুনাফার পরিমাণ বাড়ে এবং প্রতিষ্ঠানটির সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ক. বণ্টনপ্রণালি কী? ১

খ. নতুন পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাকে অবহিত করার মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আজমলের দ্বারা বিপণনের কোন কাজটি সম্পাদিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "স্বদেশি পণ্য কিনে হউন ধন্য"– শ্লোগানটির তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রক্রিয়ায় পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী থেকে প্রকৃত ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর হাতে পৌঁছে তাকে বণ্টনপ্রণালি বলা হয়।

খ নতুন পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাকে অবহিত করার মাধ্যমটি হলো বিজ্ঞাপন।

পণ্য বা সেবাসামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের একটি অন্যতম উপায় বা কৌশল হলো বিজ্ঞাপন। এর মাধ্যমে খুব সহজেই ক্রেতাসাধারণকে পণ্য ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ করা যায়। বিজ্ঞাপন পণ্যের প্রচার প্রসারে গতিশীলতা আনে। এর মাধ্যমে পণ্যের মান, মূল্য ও ব্যবহারবিধি সম্ভাব্য ক্রেতা বা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়। ফলে চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞাপনের প্রভাবে পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। আর তাই নতুন পণ্য বাজারজাতকরণে বিজ্ঞাপন প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে আজমলের দ্বারা বিপণনের মোড়কিকরণ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে।

পণ্যসামগ্রীকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য এবং ভেঙে বা নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু দ্বারা আবৃত করাকে মোড়কিকরণ বলে। পণ্যকে বাহ্যিকভাবে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য মোড়কিকরণ করা হয়। মোড়কিকরণের ফলে পণ্যের অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ অটুট থাকে।

উদ্দীপকের জনাব আজমল 'সততা সিরামিক্স'-এর মালিক। তার দোকানের পণ্যকে গ্রাহকের নিকট সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে শপিং ব্যাগে দিয়ে থাকেন। এতে করে পণ্যটি রাস্তায় ভেঙে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। অর্থাৎ তার এই কাজটির মাধ্যমে একদিকে যেমন পণ্যটি ক্রেতাদের নিকট আকর্ষণীয় হয় অন্যদিকে নষ্ট বা ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ বিপণনের কার্যাবলি মোড়কিকরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, আজমল মোড়কিকরণের কাজটি সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ "স্বদেশি পণ্য কিনে হউন ধন্য"– স্লোগানটি দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে জাগ্রহ করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

"স্বদেশি পণ্য কিনে হউন ধন্য"-এ জাতীয় স্লোগান দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে লালন করতে উৎসাহ জোগায়। এ জাতীয় বিজ্ঞাপন আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে দেশীয় পণ্য ব্যবহার ও ক্রয়ে ভূমিকা রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উদ্দীপকে জনাব আজমল 'সততা সিরামিক্স'-এর মালিক। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রচারণায় বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করেন। প্রচারণার মধ্যে একটি স্লোগান ব্যবহার করেন "স্বদেশি পণ্য কিনে হউন ধন্য"। ফলে তার পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, মুনাফার পরিমাণ বাড়ে এবং প্রতিষ্ঠানটির সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

জনাব আজমল একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে ধারণ করেন। আর তাই তিনি ক্রেতাসাধারণকে দেশীয় পণ্য কেনার আহ্বান করেন। একটি দেশের সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হলো সে দেশের উৎপাদিত পণ্য। কিন্তু এ উৎপাদিত

পণ্য যদি ক্রেতা ও ভোক্তারা ক্রয় না করে তবে উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ীরা পণ্যটি উৎপাদনে আশা হারিয়ে ফেলে। এতে ব্যবসায়ীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি দেশের উৎপাদিত পণ্যটিও হারিয়ে যায়। এর ফলে নতুন করে আর কেউ এই পণ্য উৎপাদন করার ঝুঁকি নিতে চায় না। আর দেশে উৎপাদিত এসব পণ্য যদি দেশের মানুষ ক্রয় করে তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারেও এর চাহিদা তৈরি হয়। এসকল পণ্য ক্রয় করলে দেশের অর্থ যেমন দেশে থাকবে, তেমনি বিদেশে রপ্তানি করলে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হবে। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে। অর্থাৎ "স্বদেশি পণ্য কিনে হউন ধন্য" স্লোগানটি আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে দেশীয় পণ্য ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ করার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সাহায্য করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত স্লোগানটি আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১০ রহিমা খানম একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। তিনি দেশীয় পণ্যের সাথে বিদেশি শাড়ি, থ্রি-পিস, বোরকা ইত্যাদি বিক্রয় করেন। সম্প্রতি তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন– ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, হোয়ার্টস অ্যাপ ইত্যাদিতে আইডি খুলে লাইভ-এ এসে তার পণ্য বিক্রয় করেন। তার সরবরাহকৃত পণ্যের মান ভালো হওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মুনাফার পরমাণ বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রতি বছরই সরকারকে কর দিয়ে থাকেন। এছাড়া বেকার সমস্যা সমাধানে তার প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন বেকার ছেলে-মেয়েকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেন।

ক. বাণিজ্য কী? ১

খ. "ময়দা থেকে বিস্কুট তৈরি" কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রহিমা খানম ব্যবসায় পরিবেশের কোন উপাদানটির সহায়তা গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রহিমা খানমের কাজটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌঁছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবাসামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।

খ "ময়দা থেকে বিস্কুট তৈরি" উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত।

উৎপাদন শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করা হয়। এক্ষেত্রে ময়দা হলো কাঁচামাল আর বিস্কুট হলো চূড়ান্ত পণ্য। ময়দার সাথে আরও অন্যান্য কাঁচামালের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কারখানার কর্মীদের শ্রম ও যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজতকরণ করে বিস্কুটে রূপান্তর করা হয়। তাই ময়দা থেকে বিস্কুট তৈরি উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত।

গ রহিমা খানম ব্যবসায় পরিবেশের প্রযুক্তিগত উপাদানটির সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিতে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণত দেখা যায়, যেসকল দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশে উন্নত তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যেও উন্নত। বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশের প্রযুক্তিগত উপাদানগুলো অনেকক্ষেত্রেই অনুকূল।

উদ্দীপকের রহিমা খানম তার কাপড়ের ব্যবসায়ে দেশীয় পণ্যের সাথে বিদেশি শাড়ি, থ্রিপিস, বোরকা ইত্যাদি বিক্রয় করেন। সম্প্রতি তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন– ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, হোয়াটস অ্যাপ ইত্যাদিতে আইডি খুলে লাইভ-এ এসে তার পণ্য বিক্রয় করেন। তার ব্যবহৃত এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রযুক্তির এক অভিনব আবিষ্কার। এর মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের পণ্যটিকে একস্থানে থেকেই পৃথিবীর সকল স্থানের ভোক্তা বা ক্রেতাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারে। মূলত প্রযুক্তিগত উন্নয়নই এই অসাধ্যকে সাধ্য করে গোটা পৃথিবীকে একজন ব্যবসায়ীর হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। তাই বলা যায়, রহিমা খানম প্রযুক্তিগত উপাদানটির সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রহিমা খানমের কাজ অর্থাৎ ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় বলে। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের গুরুত্বের কোনো জুড়ি নেই। আজকের পৃথিবীতে সেসকল দেশ উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে যে দেশগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত। তাই যে-কোনো দেশের উন্নয়নে সেদেশের ব্যবসায় খাতের উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।

উদ্দীপকের রহিমা খানম প্রযুক্তিগত উপাদানকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যাবাহর করে তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন। তার সরবরাহকৃত পণ্যের মান ভালো হওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রতিবছর কর প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়া বেকার সমস্যা সমাধানে তিনি কয়েকজন বেকার ছেলে-মেয়েকে তার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেন।

রহিমা বেগমের ব্যবসায়টি দেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। ব্যবসায়ের মুনাফা থেকে কর প্রদানের মাধ্যমে তিনি দেশ পরিচালনায় সরকারকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করছেন। কেননা জনগণের প্রদত্ত কর সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যয় করে থাকেন। তাছাড়া ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সহজ হয়। সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, মূলধন গঠিত হয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ব্যবসায় পরিচালনায় অনেক লোকের প্রয়োজন হয় বিধায় অনেক বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হয়। এতে দেশের বেকারত্বের সংখ্যা হ্রাস পায়। ব্যবসায় গবেষণা ও সৃজনশীল কাজেরও উন্নয়ন ঘটায়। সর্বোপরি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে ব্যবসায় অনেক তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে থাকে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১১ সুফিয়া বেগম একজন কসমেটিক্স এর ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী এনে দেশের গ্রাহকদের মাঝে সরবরাহ করেন। পণ্যের মান ভালো হওয়ায় লাভের পরিমাণ সন্তোষজনক হয়। সম্প্রতি তিনি আছিয়া নামে একজন অভিজ্ঞ

বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেন। বিক্রয়কর্মী আছিয়া সব বয়সের ক্রেতার সাথে একই ধরনের আচরণ করেন। কোনো ক্রেতা ভুল করে বেশি টাকা দিলে, তা ফেরত দেন। তার ব্যবহারে সবাই খুশি।

ক. উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে কারা? ১

খ. প্রমিতকরণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মালিকানার ভিত্তিতে সুফিয়া বেগমের ব্যবসায়টির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিক্রয়কর্মী আছিয়াকে আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলির আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[দি. বো. ২০২৩]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মধ্যস্থ ব্যবসায়ীগণ উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে।

খ পণ্যের মান নির্ধারণের কাজকে প্রমিতকরণ বলা হয়।

সাধারণত পণ্যের গুণাগুণ, আকার, রং, স্বাদ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে পণ্যের মান নির্ধারণ করা হয়। সুষ্ঠুভাবে প্রমিতকরণের পর মানের ভিত্তিতে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে পণ্যের বিপণন প্রক্রিয়া সহজ হয় এবং বিক্রয়কার্যের গতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

গ মালিকানার ভিত্তিতে সুফিয়া বেগমের ব্যবসায়টির ধরন হলো একমালিকানা ব্যবসায়।

একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। এটি এমন এক ধরনের ব্যবসায় যার উদ্যোক্তা, মালিক, পরিচালক ও অর্থের যোগানদাতা একই ব্যক্তি এবং তিনি নিজেই এককভাবে ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি, দায়, লাভ ও লোকসান বহন করেন।

উদ্দীপকের সুফিয়া বেগম একজন কসমেটিক্স এর ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী এনে দেশের গ্রাহকদের মাঝে সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে সুফিয়া বেগম একাই তার ব্যবসায়টি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। একজন মালিক হিসেবে ব্যবসায়ের সকল লাভ তিনি ভোগ করবেন, আবার লোকসানের দায়ভারও তাকে বহন করতে হবে। একমাত্র মালিক হওয়ায় ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও বিলোপসাধনের মতো সকল সিদ্ধান্তও তার একার হবে। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাই বলা যায়, মালিকানার ভিত্তিতে সুফিয়া বেগমের ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়।

ঘ আদর্শ বিক্রয়কর্মীর বিবিধ গুণ বিদ্যমান থাকায় বিক্রয়কর্মী আছিয়াকে একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মী বলা যায়।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসার ও সফলতা অর্জনে বিক্রয়কর্মীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা একজন বিক্রয়কর্মী দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই একজন বিক্রয়কর্মীকে বিবিধ গুণের অধিকারী হতে হয়।

উদ্দীপকের সুফিয়া বেগম তার দোকানে বিক্রি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আছিয়া নামক একজন বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেন। বিক্রয়কর্মী আছিয়া সব বয়সের ক্রেতার সাথে একই ধরনের আচরণ করেন। কোনো ক্রেতা ভুল করে বেশি টাকা দিলে, তা ফেরত দেন। তার ব্যবহারে সবাই খুশি। তার অন্তর্নিহিত গুণাবলিই মূলত তার প্রতি গ্রাহকদের এই মনতুষ্টির কারণ।

আছিয়া তার দোকানে আগত সকল ক্রেতাদের সমান চোখে দেখেন। সব শ্রেণি-পেশা বয়সের ক্রেতার সাথে তিনি সচেতনতার সাথে ব্যবহার করেন, যা তার মধ্যে আদর্শ বিক্রয়কর্মীর জেন্ডার সচেতনতার গুণটিকে ফুটিয়ে তোলে। তিনি গ্রাহকদের সাথে লেনদেন সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন। তার এই গুণটি ক্রেতাদেরকে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করে। তার নম্র, ভদ্র, অমায়িক ও মার্জিত ব্যবহারে ক্রেতারা তার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে পণ্য ক্রয়ে আকর্ষিত হয়। আছিয়ার এ সকল গুণাবলি ক্রেতা ও ভোক্তাদের আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করবে। এতে ক্রেতা ও ভোক্তারা একদিকে যেমন পণ্য ক্রয়ে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তেমনি তারা দোকানের স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত হবে। তাই বলা যায়, আদর্শ বিক্রয়কর্মীর অভিজ্ঞতা, জেন্ডার সচেতনতা, মার্জিত ব্যবহার, সততা ও বিশ্বস্ততা গুণাবলি আছিয়াকে একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 4 3

সময় : ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মী কী কাজ করবে তা নির্ধারণ করে দেওয়াকে ব্যবস্থাপনার কোন কাজ বলা হয়?
ক সমন্বয়সাধন খ প্রেষণাদান
গ সংগঠিতকরণ ঘ নির্দেশনা দান

২. আইনগত ঝামেলা না থাকায় যে কেউ ইচ্ছে করলে ও উদ্যোগ নিলে কোন ধরনের ব্যবসায় শুরু করা যায়?
ক একমালিকানা খ অংশীদারি গ যৌথ মূলধনি ঘ সমবায়

৩. একমালিকানা ব্যবসায়ী মি. শফিক শহরে ব্যবসায় করতে কোথা থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করবেন?
ক জেলা প্রশাসক খ উপজেলা পরিষদ
গ ইউনিয়ন পরিষদ ঘ পৌরসভা

৪. কোন কারণে আদালত অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে?
ক কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে
খ আদালত কর্তৃক কোনো অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে
গ কোনো অংশীদার দায়িত্ব পালনে চিরতরে অসমর্থ হলে
ঘ ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে

৫. আদর্শ নেতার কোন গুণাবলিটি অনুসারীদের অনুপ্রেরণার কারণ?
ক দায়িত্বশীলতা ও সহযোগিতা খ জেন্ডার সচেতনতা
গ সাংগঠনিক ক্ষমতা ঘ মানবিক সম্পর্ক অনুধাবন

৬. কর্মীদের মতামত/পরামর্শ নেওয়া হয় কোন ধরনের নেতৃত্বে?
ক মুক্ত খ আমলাতান্ত্রিক
গ গণতান্ত্রিক ঘ স্বৈরতান্ত্রিক

৭. কোন কাজটি না করতে পারলে ব্যবসায়িক ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং প্রসার ব্যাহত হয়?
ক ভোক্তা বিশ্লেষণ খ তথ্য সংগ্রহ
গ পর্যায়িতকরণ ঘ গুদামজাতকরণ

৮. কোন কোন কৃষিপণ্য সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রি করা হয়?
ক ধান, পাট, সরিষা খ ধান, ফলমূল, সবজি
গ সার, বীজ, কীটনাশক ঘ ধান, চাল, আলু

৯. কোনটি উৎপাদনের বাহক?
ক শিল্প খ বাণিজ্য গ সেবা ঘ প্রত্যক্ষ সেবা

১০. দিনাজপুরের বড়ো পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ক প্রজনন শিল্প খ নিষ্কাশন শিল্প গ উৎপাদন শিল্প ঘ নির্মাণ শিল্প

১১. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কোন পরিবেশের উপাদান?
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক গ রাজনৈতিক ঘ আইনগত

১২. কোনটি বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থানের উদাহরণ?
ক আত্ম-কর্মসংস্থান খ বাণিজ্য
গ ব্যবসায় ঘ সরকারি চাকরি

১৩. ব্যবসায়ে সর্বদা কী বিদ্যমান থাকে?
ক নিশ্চিত মুনাফা খ বেশি মুনাফা গ বিমা ঘ ঝুঁকি

১৪. অংশীদারি ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান বণ্টন পদ্ধতি কোথায় উল্লেখ থাকে?
ক দলিলপত্রে খ আবেদনপত্রে গ চুক্তিপত্রে ঘ আইনে

১৫. ব্যবসায়িক উদ্যোগ গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত–
i. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ii. উন্নত অবকাঠামোগত উপাদান
iii. প্রশিক্ষণের সুযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. ম্যাটসুসিটা কোন দেশের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি?
ক বাংলাদেশ খ চীন গ জার্মান ঘ জাপান

১৭. বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কেন?
ক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য খ উদ্যোক্তা তৈরির জন্য
গ ক্রেতাদের পণ্যের ধারণা দেওয়ার জন্য ঘ পণ্যের বাজার মূল্য জানার জন্য

১৮. আত্মবিশ্বাস একজন বিক্রয় কর্মীর কোন ধরনের গুণাবলি?
ক শারীরিক খ নৈতিক গ ব্যক্তিগত ঘ মানসিক

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আলাল ও দুলাল ব্যবসা করেন। আলাল জনপদ ও সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করেন এবং ন্যায্যমূল্যে তা বিক্রি করেন। দুলাল পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের কোনো দিকনির্দেশনা মেনে চলেন না।

১৯. কীসের ভিত্তিতে আলাল ও দুলালের ব্যবসায়কে পৃথক করা যায়?
ক ব্যবসায়িক মূল্যবোধ খ ব্যবসায়িক মূলধন
গ ব্যবসায়িক নৈতিকতা ঘ ব্যবসায়িক মানদণ্ড

২০. আলাল ব্যবসায়ের নৈতিকতা অনুসরণ করেন–
i. জনকল্যাণে অবদান রেখে ii. সঠিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করে
iii. মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. ব্যবসায় কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক ব্যক্তিক খ সামাজিক গ মানবিক ঘ নৈতিক

২২. ইথস শব্দের অর্থ কী?
ক মানব আচরণের মানদণ্ড খ অনুসরণীয় মূল্যবোধ
গ অনুকরণীয় জ্ঞানবোধ ঘ শিক্ষকদের আদেশ-নির্দেশ

২৩. নট্রামস কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়?
ক শিক্ষা খ শিল্প গ মহিলাবিষয়ক ঘ যুব ও ক্রীড়া

২৪. আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে করণীয় কী?
ক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান খ অধিক আয়ের সম্ভাবনা
গ আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কারণ জানা ঘ চাকরির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা

২৫. আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচনা করতে হয়–
i. সঠিক পণ্য ii. মুনাফার নিশ্চয়তা iii. পণ্যের চাহিদা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বেলাল পদ্মা নদী দিয়ে আসার পথে লঞ্চডুবিতে মারা গেল। একটি বিমা কোম্পানি বিশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করায় তার পরিবারের আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর হলো।

২৬. বেলালের গৃহীত বিমা কোনটি?
ক দুর্ঘটনা বিমা খ জীবন বিমা গ নৌ বিমা ঘ অগ্নি বিমা

২৭. উদ্দীপকে বেলালের বিমা করার ফলে–
i. নির্দিষ্ট ঝুঁকি দূর হবে ii. সামুদ্রিক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে
iii. ক্ষতিপূরণ পাবার নিশ্চয়তা থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কোনটি?
ক ডিভাইস খ নমুনা গ কপিরাইট ঘ লেবেল

২৯. সেবার ক্ষেত্রে অন্যের অনুরূপ সেবা থেকে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীককে কী বলে?
ক সার্ভিস মার্ক খ ট্রেড মার্ক গ কপিরাইট ঘ পেটেন্ট

৩০. মি. রবিন তার ব্যবসায়ের বদমেজাজি ও অসৎ কর্মীদের ছাঁটাই করেন। বদমেজাজি ও অসৎ কর্মচারী অপসারণ মি. রবিনের জন্য কোন ধরনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত?
ক নির্দেশনা দান খ কর্মীসংস্থান গ উৎসাহিতকরণ ঘ নেতৃত্ব

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৩

ব্যবসায় উদ্যোগ (সৃজনশীল) বিষয় কোড 143

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব মজিদ এম.বি.এ পাস করার পর রাজশাহীতে সিল্ক শাড়ির পাইকারি ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি মানসম্মত শাড়ি উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে এইগুলো পাইকারি দামে বিক্রয় করেন এবং বিদেশেও রপ্তানি করেন। রাজশাহী সিল্ক শাড়ির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি তার ব্যবসায়কে আরও বাড়াতে চাচ্ছেন। এ জন্য তার ব্যাংকের সাহায্য প্রয়োজন।
ক. "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক" কোন পরিবেশের উপাদান? ১
খ. বাণিজ্যি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাজশাহীতে জনাব মজিদের সিল্ক শাড়ির ব্যবসায়ে পরিবেশের কোন উপাদান প্রাধান্য পেয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. জনাব মজিদের ব্যবসায় সম্প্রসারণে ব্যাংক কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৪

২। জনাব শাফি চার্টার্ড একাউন্টেন্সি পাস করে অন্যের অধীনে চাকরি না করে "শাফি এন্ড কোং" নামে একটি চার্টার্ড একাউন্টেন্সি ফার্ম স্থাপন করেন। নতুন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় স্বল্প পরিচিতির কারণে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সমস্যার সম্মুখীন হন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি সমাধানের উপায় খুঁজছেন।
ক. পণ্য বিনিময় কোন ধরনের বাধা দূর করে? ১
খ. গুদামজাতকরণ বাণিজ্যের কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে "শাফি এন্ড কোং" এর ব্যবসায়িক কার্যাবলি ব্যবসায়ের কোন শাখার অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা মোকাবিলায় জনাব শাফির জন্য কোন কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। জনাব আবিদ একটি ফার্নিচার ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি করে সারা দেশে বাজারজাত করতে শুরু করলেন। এতে তার বিক্রি ও মুনাফা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার অদম্য ইচ্ছা ও সৃজনশীলতা তাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করছে।
ক. সফল উদোক্তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য কী? ১
খ. উদ্যোক্তা কখন আত্মতৃপ্ত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের জনাব আবিদের যে গুণাবলি লক্ষ্য করা যায় তা বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. জনাব আবিদকে কি একজন সফল উদ্যোক্তা বলা যায়? মতামত দাও। ৪

৪। জনাব মাহিন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে দুগ্ধ খামারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বিদেশি গাভি নিয়ে খামার শুরু করেন। খামার করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও তিনি সেগুলো মোকাবিলা করে আজ স্বাবলম্বী।
ক. আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন কোনটি? ১
খ. সকল আত্মকর্মসংস্থানকারীকে উদ্যোক্তা বলা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব মাহিনের খামার প্রতিষ্ঠা কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব মাহিনের দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় স্বাবলম্বী হওয়ার পেছনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫। মি. সামি ও তার চার বন্ধু মিলে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপন করে। ব্যবসায়টি প্রথমদিকে ভালো মুনাফা অর্জন করলেও কিছু দিন পর মি. সামি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান দিতে চাওয়ায় তাদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়। এ অবস্থায় মি. সামি ব্যবসায় বিলোপের জন্য লিখিত পত্র প্রদান করেন।
ক. চুক্তিপত্র কী? ১
খ. নামমাত্র অংশীদারের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ২
গ. মি. সামি ও তার বন্ধুদের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মি. সামিদের ব্যবসায় সংগঠনটির ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিলোপসাধন ঘটবে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। মি. নাহিদ নিউমার্কেটে রাজশাহীতে একটি প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি নিজেই ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ করেন এবং পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে তিনি তার ব্যবসায়ের পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার বন্ধু মি. জাহিদকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু মি. জাহিদ চুক্তি অনুযায়ী মূলধন বিনিয়োগ করে লাভের অংশ গ্রহণ করলেও তৃতীয় পক্ষের নিকট ব্যবসায়ের কোনো কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না বলে জানিয়েছেন।
ক. ফ্রানসাইজিং কাকে বলে? ১
খ. মেধা সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. নাহিদের প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যবসায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. জাহিদ কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা কর। ৪

৭। জনাব আরিফ একজন উদ্ভাবক। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি সৌরশক্তি চালিত পানি সেচের যন্ত্র আবিষ্কার করেন সেটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচ যন্ত্র হতে আলাদা। জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে এটি প্রথম স্থান অধিকার করে। তিনি এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে বাজারে ছাড়েন এবং ব্যাপক সাড়া পান। কিছু দিনের মধ্যেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার যন্ত্র নকল করে বাজারজাত করে। কিন্তু তিনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন নি।
ক. কত সালের ট্রেডমার্ক আইন বাংলাদেশে চালু আছে? ১
খ. একমালিকানা ব্যবসায়ে "মালিকের দায় অসীম"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আরিফের পানি সেচ যন্ত্রটি কোন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত?– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আরিফ কোনো আইনি সহায়তা না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। জনাব নাভিদ একজন ভোগ্যপণ্যের আমদানিকারক। তিনি ব্রাজিল থেকে চিনি আমদানি করে তা প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে বাজারে বিক্রয় করেন। তিনি প্যাকেটের গায়ে লেবেলের উপর 'N' অক্ষর ব্যবহার করেন যা বাজারে অন্যান্য কোম্পানির উৎপাদিত চিনি থেকে তার প্যাকেটজাত চিনিকে আলাদা করে প্রকাশ করে। চিনি আমদানির সময় কোনরূপ ক্ষতি হলে তা পূরণ করা যায় তার জন্য তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিস্বাক্ষর করেন।
ক. BSTI এর পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. লাইসেন্স বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্যাকেটের গায়ে চিহ্নিত 'N' অক্ষরটি ব্যবসায়ের আইনগত দিক থেকে কী প্রকাশ করে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্য আমদানির সময় চুক্তিটি কী ধরনের চুক্তি। উদ্দীপকের আলোকে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জনাব লাবণি একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানে খুব একটা সময় দেন না বরং কর্মীদের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চান। ফলে প্রতিষ্ঠানটি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে লাবণি নেতৃত্বের কৌশল পরিবর্তন করে কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করতে চান।
ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে? ১
খ. সংগঠিতকরণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব লাবণি কি ধরনের নেতৃত্ব অনুসরণ করছেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. জনাব লাবণির প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে কীরূপ নেতৃত্ব অনুসরণ করা উচিত বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৪

১০। জনাব মানিক নিজ জমিতে কৃষি পণ্য ও মাছ চাষ করেন। সারা বছর ভোগ করা যায় এমন পণ্যগুলো তড়িঘড়ি করে বিক্রয় করতে গিয়ে কিছু পণ্য পঁচে নষ্ট হয়। ফলে মুনাফার পরিমাণ কমে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রচার মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ তুলে ধরায় পণ্য বিক্রির পরমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। বর্তমানে তিনি একজন সফল চাষি হিসেবে পুরস্কৃত হোন।
ক. পর্যায়িতকরণ কী? ১
খ. "তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা" বিক্রয়কর্মীর কোন ধরনের গুণাবলি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব মানিকের ব্যবসায়ে ১ম পর্যায়ে বিপণন কার্যাবলির কোনটির অভাব পরিলক্ষিত হয়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জনাব মানিকের সফল চাষি হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্তিতে কোনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে? মতামত দাও। ৪

১১। জনাব কামালের বগুড়া বাজারে একটি চালের আড়ৎ আছে। তিনি ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক ওজনে ভালো মানের চাল বিক্রয় করেন। পক্ষান্তরে জনাব জামাল বগুড়া বাজারের অন্য একজন ব্যবসায়ী। তিনি অধিক লাভের আশায় চালের সাথে সাদা পাথরের কণা মিশিয়ে ক্রেতাদের নিকট চাল বিক্রয় করেন। কয়েক দিন ব্যবসায়টি ভালো চললেও পরবর্তীতে তার বিক্রয়ের পরিমাণ কমতে থাকে।
ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. "প্রেষণা দান" বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব কামাল কোন পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করছেন? ৩
ঘ. নৈতিকতার মানদণ্ডে জনাব জামালের কার্যক্রমটি মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	গ	২	ক	৩	ঘ	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	গ	৮	খ	৯	ক	১০	খ	১১	গ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	ঘ
১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	খ	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব মজিদ এম.বি.এ পাশ করার পর রাজশাহীতে সিল্ক শাড়ির পাইকারি ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি মানসম্মত শাড়ি উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে এইগুলো পাইকারি দামে বিক্রয় করেন এবং বিদেশেও রপ্তানি করেন। রাজশাহী সিল্ক শাড়ির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি তার ব্যবসায়কে আরও বাড়াতে চাচ্ছেন। এ জন্য তার ব্যাংকের সাহায্য প্রয়োজন।

ক. "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক" কোন পরিবেশের উপাদান? ১

খ. বাণিজ্যি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাজশাহীতে জনাব মজিদের সিল্ক শাড়ির ব্যবসায়ে পরিবেশের কোন উপাদান প্রাধান্য পেয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. জনাব মজিদের ব্যবসায় সম্প্রসারণে ব্যাংক কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৪

[ম. বো. ২০২৩]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদান।

খ বাণিজ্যকে ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবাসামগ্রী বণ্টনকারী শাখা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবাসামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌছানোর সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।

পণ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কার্য যথার্থভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থগত, ঝুঁকিগত, স্থানগত, কালগত ও তথ্যগত বাধা বা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সকল বাধা দূরীকরণে বাণিজ্যের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন– পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং, বিমা, বিপণন ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

গ রাজশাহীতে জনাব মজিদের সিল্ক শাড়ির ব্যবসায়ে সামাজিক পরিবেশের উপাদানের ঐতিহ্য উপাদানটি প্রাধান্য পেয়েছে।

জাতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভোক্তাদের মনোভাব, মানবসম্পদ, শিক্ষ ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রভৃতি ব্যবসায়ের সামাজিক উপাদান। অতীতে এ দেশের মানুষ জাতিগত, ঐতিহ্যগত এবং সাংস্কৃতিকভাবে উদার, পরিশ্রমী এবং সৃজনশীল ছিল। তারা মসলিন কাপড় উৎপাদন করে এ দেশের প্রতিভা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছে। বর্তমানেও জামদানি শাড়ি তৈরি করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্দীপকে মজিদ রাজশাহীতে শিল্ক শাড়ির পাইকারি ব্যবসায় শুরু করেন এবং মানসম্মত শাড়ি উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে পাইকারি বিক্রয় করেন এবং বিদেশেও রপ্তানি করেন।

সুতরাং বলা যায়, রাজশাহীতে মজিদের সিল্ক শাড়ির ব্যবসায়ে পরিবেশের সামাজিক উপাদানের ঐতিহ্য প্রধান্য পেয়েছে।

ঘ জনাব মজিদের ব্যবসায় সম্প্রসারণে ব্যাংক আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে অসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধনের প্রয়োজনে ব্যাংক আর্থিকভাবে সহায়তা করে থাকে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব। ব্যাংকের কার্যক্রম মূলত সেবা শিল্পের অন্তর্গত। এ শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার সেবা নিশ্চিত করা। এতে মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর হয়। ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারে। আবার সময়মতো সে সুদসহ ব্যাংককে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে সে ব্যাংক সেবা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ না করতে পারে তাহলে সে ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারবে। এতে করে একজন ব্যবসায়ী আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, জনাব মজিদ এম. বি. এ পাশ করার পর রাজশাহীতে সিল্ক শাড়ির পাইকারি ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি মানসম্মতভাবে শাড়ি উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে এইগুলো পাইকারি দামে বিক্রয় করেন এবং বিদেশেও রপ্তানি করেন। রাজশাহী সিল্ক শাড়ির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি তার ব্যবসায়কে আরও বাড়াতে চাচ্ছেন। এ জন্য তার ব্যাংকের সাহায্য প্রয়োজন।

ব্যাংক সাধারণত একজন ব্যবসায়ীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে থাকে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন না থাকলে একজন ব্যবসায়ী ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে তার ব্যবসায়কে সম্প্রসারণ করতে পারেন। তাই বলা যায়, জনাব মজিদের সিল্ক শাড়ির ব্যবসায় সম্প্রসারণে ব্যাংক তাকে ঋণ প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব শাফি চার্টার্ড একাউন্টেন্সি পাশ করে অন্যের অধীনে চাকরি না করে 'শাফি এন্ড কোং' নামে একটি চার্টার্ড একাউন্টেন্সি ফার্ম স্থাপন করেন। নতুন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় স্বল্প পরিচিতির কারণে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সমস্যার সম্মুখীন হন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি সমাধানের উপায় খুঁজছেন।

ক. পণ্য বিনিময় কোন ধরনের বাধা দূর করে? ১

খ. গুদামজাতকরণ বাণিজ্যের কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'শাফি এন্ড কোং' এর ব্যবসায়িক কার্যাবলি ব্যবসায়ের কোন শাখার অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা মোকাবিলায় জনাব শাফির জন্য কোন কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৩, '২২]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্য বিনিময় স্বত্বগত (মালিকানা) বাধা দূর করে।

খ গুদামজাতকরণের মাধ্যমে বাণিজ্যের সময়গত বাধা দূর করে।
কিছু কিছু পণ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয়। কিন্তু সেসব পণ্যের চাহিদা থাকে সারা বছর। পণ্য সংরক্ষণের ফলে সারা বছর তা ব্যবহার বা বিক্রি করা যায়। এভাবে গুদামজাতকরণের ফলে বাণিজ্যের সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়।

গ উদ্দীপকে 'শাফি এন্ড কোং' এর ব্যবসায়িক কার্যাবলি ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ সেবা শাখার অন্তর্গত।
এ ব্যবসায়ে গ্রহাকদের সরাসরি সেবা দেওয়া হয়। এ সেবার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করা যায়। এক্ষেত্রে সেবা দেখা বা স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু তা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। ক্লিনিক ব্যবসায়, আইন ব্যবসায়, হিসাব বৃত্তি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সেবার অন্তর্গত।
জনাব শাফি চার্টার্ড একাউন্টেন্সিতে লেখাপড়া শেষ করেন। এরপর তিনি 'শাফি এণ্ড কোং' নামে একটি একাউন্টেন্সি চার্টার্ড ফার্ম স্থাপন করেন। এ ফার্মের মাধ্যমে তিনি সরাসরি গ্রাহকদের হিসাবসংক্রান্ত নিরীক্ষা সেবা দিয়ে থাকেন। এর বিনিময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে অর্থ পান। তার ব্যবসায়ের কাজগুলো প্রত্যক্ষ সেবার সাথে মিল রয়েছে। এটি ব্যবসায়ের একটি শাখা। তাই, 'শাফি এন্ড কোং'-কে ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ সেবা শাখার অন্তর্গত বলা যায়।

ঘ জনাব শাফির সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।
প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নতুন পণ্যের পরিচিতি বাড়াতে বিজ্ঞাপন দেয়। এতে ক্রেতারা প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্য সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে পণ্যের প্রতি ক্রেতাদের আকর্ষণ বাড়ে।
উদ্দীপকে জনাব শাফি চার্টার্ড একাউন্টেসিতে পড়ালেখা শেষ করেন। এরপর তিনি 'শাফি এন্ড কোং' নামে একটি চার্টার্ড একাউন্টেন্সি ফার্ম স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠানটি নতুন। তাই এটির পরিচিতি কম। এতে তার নিরীক্ষাসংক্রান্ত কাজ পেতে সমস্যা হয়।
এক্ষেত্রে গ্রাহক সংখ্যা কম হওয়ার সমস্যা সমাধানে জনাব শাফির প্রতিষ্ঠানের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া জরুরি। এতে তার ফার্ম ও এর কাজ সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে। তার কাজের মান সম্পর্কেও ধারণা পাবে। এভাবে তার ফার্মের পরিচিতি আরও বাড়বে। এর ফলে গ্রাহকরা তার কাছ থেকে সেবা নিতে আগ্রহী হবে। এতে ফার্মের গ্রাহক সংখ্যাও বাড়বে। এভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মাধ্যমে জনাব শাফি তার ফার্মের পরিচিতি বাড়াতে পারেন।

প্রশ্ন ▸ ০৩ জনাব আবিদ একটি ফার্নিচার ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি করে সারা দেশে বাজারজাত করতে শুরু করলেন। এতে তার বিক্রি ও মুনাফা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার অদম্য ইচ্ছা ও সৃজনশীলতা তাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করছে।

ক. সফল উদোক্তার একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য কী? ১
খ. উদ্যোক্তা কখন আত্মতৃপ্ত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের জনাব আবিদের যে গুণাবলি লক্ষ করা যায় তা বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. জনাব আবিদকে কি একজন সফল উদ্যোক্তা বলা যায়? মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৩]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সফল উদ্যোক্তার একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি নেওয়া।

খ উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জমূলক কাজ করতে বিশেষ আনন্দ পান।
উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এজন্য উদ্যোক্তা লক্ষ্য অর্জনে নিরলস শ্রম দেন। তিনি ফলাফল অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত থাকেন। কেবল লক্ষ্য অর্জিত হলেই তিনি আত্মতৃপ্ত হন।

গ উদ্দীপকের জনাব আবিদের মধ্যে যে গুণাবলি লক্ষ করা যায় তা হলো সৃজনশীলতা ও উদ্যম।
সৃজনশীলতার মাধ্যমে নতুন কোনো কিছু তৈরি করা হয়। সৃজনশীল ব্যক্তি তার মেধা ও মনন দিয়ে নতুন নতুন জিনিস তৈরি করেন। এ সৃজনশীলতা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। তার উদ্যম প্রচেষ্টা তাকে সফলতা অর্জনে সহায়তা করে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, জনাব আবিদ একটি ফার্নিচার ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি করে সারা দেশে বাজারজাত করতে শুরু করলেন। এতে তার বিক্রি ও মুনাফা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার অদম্য ইচ্ছা ও সৃজনশীলতা তাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। অনেকে মনে করেন, উদ্যোক্তাগণ জন্মগতভাবেই উদ্যোক্তা। অর্থাৎ জন্মসূত্রেই তিনি বহু ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী হন যা তাকে উদ্যোক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে সহায়তা করে। বর্তমান সময়ে অবশ্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যায়।
তাই উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, আবিদের উক্ত গুণাবলিটি হলো উদ্যম ও সৃজনশীলতা।

ঘ হ্যাঁ, জনাব আবিদকে একজন সফল উদ্যোক্তা বলা যায়। জনাব আবিদের মধ্যে উদ্যম, সৃজনশীলতা রয়েছে। এই বিষেশ গুণগুলো সাধারণত একজন সফল উদ্যোক্তার মধ্যেই নিহিত থাকে।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, জনাব আবিদ একটি ফার্নিচার ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি করে সারা দেশে বাজারজাতকরণ করতে শুরু করেন। এতে তার বিক্রি ও মুনাফা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার অদম্য ইচ্ছা ও সৃজনশীলতা তাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করছে।
অনেকে মনে করেন, উদ্যোক্তাগণ জন্মগতভাবেই উদ্যোক্তা। অর্থাৎ জন্মসূত্রেই তিনি বহু ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী হন যা তাকে উদ্যোক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে সহায়তা করে। একজন উদ্যোক্তার প্রধান প্রধান গুণসমূহ হলো আত্মবিশ্বাস, উদ্যম, একাগ্রতা, সৃজনশীলতা উদ্ভাবনী শক্তি, কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি। সফল উদ্যোক্তাগণ দেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো চিহ্নিত করে তা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম। শিল্প উন্নয়নের জন্য সরকার প্রদত্ত সুযোগের ব্যবহারে তারা দক্ষতার পরিচয় দেন। তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সীমিত সম্পদের মধ্যে পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সফল উদ্যোক্তাগণ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে বাধাগুলো আগে থেকে অনুমান করেন এবং সেগুলো মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সফল উদ্যোক্তা তাদের কাজের সাফল্যে পরিতৃপ্তি ও অসীম আনন্দ পান। তাই উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, আবিদ একজন সফল উদ্যোক্তা।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব মাহিন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে দুগ্ধ খামারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বিদেশি গাভি নিয়ে খামার শুরু করেন। খামার করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও তিনি সেগুলো মোকাবিলা করে আজ স্বাবলম্বী।

ক. আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড়ো মূলধন কোনটি? ১

খ. সকল আত্মকর্মসংস্থানকারীকে উদ্যোক্তা বলা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব মাহিনের খামার প্রতিষ্ঠা কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব মাহিনের দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় স্বাবলম্বী হওয়ার পেছনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

[ম. বো. ২০২৩]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড়ো মূলধন হলো নিজের দক্ষতা।

খ নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করা ব্যক্তিকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। অন্যদিকে যেব্যক্তি, ঝুঁকি নিয়ে নিজের চেষ্টায় নতুন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাকে উদ্যোক্তা বলে।

আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে কাজ করেন। অন্যদিকে নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের আরও মানুষের কাজের ব্যবস্থা করা হলো উদ্যোক্তার কাজ। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি নিজের সাথে অন্যের কর্মসংস্থান নিয়ে চিন্তা করলে তিনি উদ্যোক্তায় পরিণত হন। তাই সকল আত্মকর্মসংস্থানকারীকে উদ্যোক্তা বলা যায় না।

গ উদ্দীপকের আলোকে জনাব মাহিনের খামার প্রতিষ্ঠা কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে 'আত্মকর্মসংস্থান'– মূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা হয়। নিজস্ব মেধা কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুঁজি ও প্রশিক্ষণ নিয়ে এ কাজে নিয়োজিত হওয়া যায়। এটি সম্মানজনক ও লাভজনক পেশা। উদ্দীপকে জনাব মাহিন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে দুগ্ধ খামারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বিদেশি গাভি নিয়ে খামার শুরু করেন। খামার করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও তিনি সেগুলো মোকাবিলা করে আজ স্বাবলম্বী।

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত দক্ষতা ও স্বনির্ভর পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা অর্জনের প্রবল ইচ্ছা শক্তি। জনাব মাহিনের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানের গুণাবলি বিদ্যমান। তাই বলা যায়, জনাব মাহিনের খামার প্রতিষ্ঠা কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ জনাব মাহিনের দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় স্বাবলম্বী হওয়ার পেছনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির নাম হলো 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' বা (Youth Training Center).

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দেশের প্রতিটি থানায় এর কেন্দ্র রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতিদেরকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যেমন– হাঁস-মুরগির খামার তৈরি, মৎস্য চাষ, সবজি বাগান, নার্সারি করা, সেলাইয়ের কাজ, কুটির শিল্পের কাজ, কম্পিউটার চালানা প্রভৃতি। এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, জনাব মাহিন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে দুগ্ধ খামারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বিদেশি গাভি নিয়ে খামার শুরু করেন। খামার করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও তিনি সেগুলো মোকাবিলা করে আজ স্বাবলম্বী। আমরা জানি, যে সমাজ ও দেশে উদ্যোক্তার সংখ্যা যত বেশি, সে সমাজ বা দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত উন্নত। বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাকারী বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আছে। এসকল সংস্থা ভূমিহীন, বিত্তহীন জনগণকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দান, ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্থাপনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, ঋণ ব্যবহার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে দুস্থ লোকদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এগুলোর মধ্যে 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

তাই উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়। জনাব মাহিনের দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় স্বাবলম্বী হওয়ার পেছনে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৫ মি. সামি ও তার চার বন্ধু মিলে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপন করে। ব্যবসায়টি প্রথমদিকে ভালো মুনাফা অর্জন করলেও কিছুদিন পর মি. সামি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান দিতে চাওয়ায় তাদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়। এ অবস্থায় মি. সামি ব্যবসায় বিলোপের জন্য লিখিত পত্র প্রদান করেন।

ক. চুক্তিপত্র কী? ১

খ. নামমাত্র অংশীদারের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ২

গ. মি. সামি ও তার বন্ধুদের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মি. সামিদের ব্যবসায় সংগঠনটির ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিলোপসাধন ঘটবে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৩]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির শর্তসমূহ যে দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র বলে।

খ নামমাত্র অংশীদারের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো :

i. অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না।
ii. ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না।
iii. চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ বা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নিজের সুনাম ব্যবহারের অনুমতি দেয়।
iv. অংশীদারদের দায় সাধারণ অংশীদারদের মতো অসীম নয়।
v. তবে কোনো তৃতীয় পক্ষ যদি তাকে অংশীদার মনে করে ঋণ দেয় এবং তা প্রমাণ করতে পারে তাহলে সে ঋণের জন্য সাধারণ অংশীদারের ন্যায় দায়বদ্ধ।

গ মি. সামি ও তার বন্ধুদের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায়।

অংশীদারি ব্যবসায় হলো মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত এক ধরনের ব্যবসায় যেখানে তারা সকলে অথবা তাদের মধ্য থেকে একজন সবার পক্ষে উক্ত ব্যবসায়টি পরিচালিত করে থাকে। অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের আলোকেই এ ব্যবসায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এরূপ চুক্তি হতে পারে মৌখিক বা লিখিত, নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত।

উদ্দীপকে মি. সামি ও তার চার বন্ধু মিলে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপন করেন।
উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসাটি হলো অংশীদারি ব্যবসায়। অংশীদারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

ঘ মি. সামিদের ব্যবসায় সংগঠনটির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিলোপসাধন ঘটবে।
অংশীদারি ব্যবসায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে, সকল অংশীদারদের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কের বিলোপ সাধনই হচ্ছে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মি. সামি ও তার চার বন্ধু মিলে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপন করে। ব্যবসায়টি প্রথমদিকে ভালো মুনাফা অর্জন করলেও কিছুদিন পর মি. সামি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান দিতে চাওয়ায় তাদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়। এ অবস্থায় মি. সামি ব্যবসায় বিলোপের জন্য লিখিত পত্র প্রদান করেন। অংশীদারি আইনের ৪৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অন্য অংশীদারের কাছে ব্যবসায় বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপসাধন হয়।
অংশীদারি আইনের বিধান অনুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তি হতে পারে। মি. সামিদের ব্যবসায় সংগঠনটির ক্ষেত্রে যে বিলোপসাধন ঘটবে তা হলো বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপসাধন। কেননা তিনি নিজেই ব্যবসায় বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাই ব্যবসায়টি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিলোপসাধন হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ মি. নাহিদ নিউমার্কেট রাজশাহীতে একটি প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি নিজেই ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ করেন এবং পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে তিনি তার ব্যবসায়ের পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার বন্ধু মি. জাহিদকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু মি. জাহিদ চুক্তি অনুযায়ী মূলধন বিনিয়োগ করে লাভের অংশ গ্রহণ করলেও তৃতীয় পক্ষের নিকট ব্যবসায়ের কোনো কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না বলে জানিয়েছেন।

ক. ফ্রানসাইজিং কাকে বলে? ১
খ. মেধাসম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. নাহিদের প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যবসায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. জাহিদ কোন ধরনের অংশীদার? ব্যাখ্যা কর। ৪

[ম. বো. ২০২৩]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো খ্যাতনামা কোম্পানির নাম ব্যবহার এবং এর পণ্য বা সেবা তৈরি ও বিক্রি করার অধিকারকে ফ্রানসাইজিং বলে।

খ ব্যক্তি তার মেধা ও মননশীলতা ব্যবহার করে যা কিছু সৃষ্টি করেন, তাকে মেধাসম্পদ বলে।
সৃজনশীল ব্যক্তি দীর্ঘদিন প্রচেস্টা চালিয়ে মেধাসম্পদ সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ তার মেধাসম্পদ বিক্রি ও উন্নয়ন করতে পারে না। গল্প, নাটক, চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফ, সফটওয়্যার প্রভৃতি মেধাসম্পদের উদাহরণ। শিল্পের সব উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে মেধাসম্পদ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. নাহিদের প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে একমালিকানা ব্যবসায়।
সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একজন মালিকানায় পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এ জন্য এটিকে সবচেয়ে প্রাচীনতম ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়। উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, মি. নাহিদ নিউমার্কেট রাজশাহীতে একটি প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি নিজেই ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ করেন এবং পরিচালনা করেন।
উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন জোগাড় করে কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করে, তখন তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. জাহিদ একজন ঘুমন্ত অংশীদার।
যে অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না কিন্তু মূলধন বিনিয়োগ করে ও দায় সসীম, তাকে ঘুমন্ত অংশীদার বলে।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, মি. নাহিদ তার ব্যবসায়ের পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার বন্ধু মি. জাহিদকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু মি. জাহিদ চুক্তি অনুযায়ী মূলধন বিনিয়োগ করে লাভের অংশ গ্রহণ করলেও তৃতীয় পক্ষের নিকট ব্যবসায়ের কোনো কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে মি. জাহিদ একজন ঘুমন্ত অংশীদার।
একজন ঘুমন্ত অংশীদারের মধ্যে বেশকিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে। চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পায়। এসব অংশীদার অধিকার থাকা সত্ত্বেও সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। এসব অংশীদারদের দায় সসীম। ব্যবসায়ের কোনো কাজের জন্য এসব অংশীদার তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ নয়।
উদ্দীপকে মি. জাহিদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় তা ঘুমন্ত অংশীদারের সাথে সাদৃশপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মি. জাহিদ একজন ঘুমন্ত অংশীদার।

প্রশ্ন ▸ ০৭ জনাব আরিফ একজন উদ্ভাবক। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি সৌরশক্তি চালিত পানি সেচের যন্ত্র আবিষ্কার করেন সেটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচ যন্ত্র হতে আলাদা। জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে এটি প্রথম স্থান অধিকার করে। তিনি এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে বাজারে ছাড়েন এবং ব্যাপক সাড়া পান। কিছুদিনের মধ্যেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার যন্ত্র নকল করে বাজারজাত করে। কিন্তু তিনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি।

ক. কত সালের ট্রেডমার্ক আইন বাংলাদেশে চালু আছে? ১
খ. একমালিকানা ব্যবসায়ে 'মালিকের দায় অসীম'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আরিফের পানিসেচ যন্ত্রটি কোন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত?– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আরিফ কোনো আইনি সহায়তা না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৩]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ট্রেডমার্ক আইন চালু আছে।

খ একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

এরূপ ব্যবসায়ের পৃথক কোনো সত্তা থাকে না। মালিকের ব্যক্তিগত সত্তাই এক্ষেত্রে মুখ্য। এ কারণে দায় বণ্টনের কোনো সুযোগ নেই। ফলে ব্যবসায়ের দায়ের জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়বদ্ধ হতে পারে। তাই, একমালিকানা ব্যবসায়ের দায় অসীম।

গ জনাব আরিফের পানিসেচ যন্ত্রটি 'মেধাসম্পদ' এর অন্তর্ভুক্ত।

মনন ও মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজই মেধাসম্পদ। ব্যবসায়, শিল্পে বা বাণিজ্যে প্রয়োগ উপযোগী আবিষ্কার, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম, নকশা, প্রতীক নাম ইত্যাদি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত। শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোক্তার মেধাসম্পদ বলতে ঐসব মূল্যবান সম্পদকে বোঝায় যা সে দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে উদ্ভাবন করেছে। উদ্দীপকে জনাব আরিফ একজন উদ্ভাবক। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি সৌরশক্তি চালিত পানিসেচের যন্ত্র আবিষ্কার করেন সেটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচ যন্ত্র হতে আলাদা। জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে তিনি এটি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

জনাব আরিফের উক্ত সম্পদটি হলো মেধাসম্পদ। সব উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে মেধাসম্পদ।

ঘ জনাব আরিফ যে কাজের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা হলো পেটেন্ট চুক্তি। জনাব আরিফ কোনো আইনি সহায়তা না পাওয়ার মূল কারণ পেটেন্ট চুক্তিপত্র না করা।

উদ্যোক্তা, লেখক বা শিল্প কর্তৃক তার সৃষ্টকর্মের ওপর একক অধিকার পাওয়ার জন্য আইনগত অধিকার হলো পেটেন্ট। উদ্দীপকে জনাব আরিফ একজন উদ্ভাবক। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি সৌরশক্তি চালিত পানিসেচের যন্ত্র আবিষ্কার করেন সেটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচ যন্ত্র হতে আলাদা। তিনি এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে বাজারে ছাড়েন এবং ব্যাপক সাড়া পান। কিছু দিনের মধ্যেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার যন্ত্র নকল করে বাজারজাত করেন। কিন্তু তিনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। পেটেন্ট এর উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টকর্ম নকল করা থেকে বিরত রেখে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর স্বার্থ সুরক্ষা করা। পেটেন্ট আইন অনুযায়ী একজন উদ্ভাবক তার সৃষ্টকর্মের ওপর পূর্ণ অধিকার লাভ করেন। ফলে অন্য কেউ এটি নকল করতে পারে না। এর জন্য পেটেন্ট চুক্তি সম্পাদন করতে হয়। অর্থাৎ কোনো উদ্ভাবক যদি তার শিল্পকলা বা আবিষ্কারকে বাজারজাতকরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি হয়, তাকেই পেটেন্ট চুক্তি বলে। চুক্তিপত্রে সময়, রয়েলটির পরিমাণ প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রি করা থাকলে চুক্তি ভঙ্গের জন্য উদ্ভাবক কোর্টে প্রতিকার চাইতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব আরিফের পেটেন্ট চুক্তিপত্র করা ছিল না বিধায় তিনি আইনি কোনো সহায়তা পাননি।

প্রশ্ন ▸ ০৮ জনাব নাভিদ একজন ভোগ্যপণ্যের আমদানিকারক। তিনি ব্রাজিল থেকে চিনি আমদানি করে তা প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে বাজারে বিক্রয় করেন। তিনি প্যাকেটের গায়ে লেবেলের উপর 'N' অক্ষর ব্যবহার করেন যা বাজারে অন্যান্য কোম্পানির উৎপাদিত চিনি থেকে তার প্যাকেটজাত চিনিকে আলাদা করে প্রকাশ করে। চিনি আমদানির সময় কোনোরূপ ক্ষতি হলে তা পূরণ করা যায় তার জন্য তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ক. BSTI এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. লাইসেন্স বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্যাকেটের গায়ে চিহ্নিত 'N' অক্ষরটি ব্যবসায়ের আইনগত দিক থেকে কী প্রকাশ করে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্য আমদানির সময় চুক্তিটি কী ধরনের চুক্তি? উদ্দীপকের আলোকে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৩]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক BSIT এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Standards and Testing Institution.

খ লাইসেন্স হলো ব্যবসায় করার অনুমতিপত্র।

ব্যবসায় শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিত অনুমোদনপত্র নিতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়টি পৌর এলাকার ভেতরে হলে পৌর কর্তৃপক্ষ এবং পৌর এলাকার বাইরে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে অনুমোদনপত্র নিতে হয়। এটিই হলো লাইসেন্স। লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে আবেদন ফরমের সাথে নির্দিষ্ট হারে নিবন্ধন ফি জমা দিতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্যাকেটের গায়ে 'N' অক্ষরটি ব্যবসায়ের আইনগত দিক থেকে পণ্য প্রতীক বা ট্রেডমার্ক এর আইনগত দিকটি প্রকাশ করে।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোনো পণ্যকে অন্যের অনুরূপ বা অভিন্ন পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীককে ট্রেডমার্ক বলে। ঠিক একই উদ্দেশ্যে সেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতীককে সার্ভিস মার্ক বলে। স্বাতন্ত্র্যতাই মার্ক বা প্রতীকের মূল বিষয়। ডিভাইস, ব্রান্ড, লেবেল, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, অক্ষর, প্রতীক বা এগুলোর যে-কোনো রূপ সমন্বয় প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত হবে। উদ্দীপকে জনাব নাভিদ প্যাকেটের গায়ে লেবেলের উপর 'N' অক্ষর ব্যবহার করেন যা বাজারে অন্যান্য কোম্পানির উৎপাদিত চিনি থেকে তার চিনিকে আলাদা করে প্রকাশ করে।

ক্রেতা ও ভোক্তার 'N' অক্ষরটি দেখে নাভিদ এর পণ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো ট্রেডমার্কের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, 'N' অক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য প্রতীক বা ট্রেডমার্ক প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্য আমদানির সময় যে চুক্তিটি করেন তা হলো বিমা চুক্তি। উদ্দীপকের আলোকে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

একজন ব্যবসায়ীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ঝুঁকি নিরূপণ। পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের বহুবিধ ঝুঁকি বিদ্যমান। যেমন কোনো জিনিসের ভৌতিক ক্ষতি, চুরি, কর্মচারীদের পীড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনা, আগুন, জাহাজ ডুবি ইত্যাদি ঘটনার কারণে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে-কোনো মুহূর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাকৃত ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিতে উল্লিখিত প্রদত্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এই জাতীয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। ব্যবসার জন্য তাই বিমা অত্যন্ত সহায়ক।

উদ্দীপকে জনাব নাভিদ একজন ভোগ্যপণ্যের আমদানিকারক। তিনি ব্রাজিল থেকে চিনি আমদানি করে তা প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে

বাজারে বিক্রয় করেন। তিনি প্যাকেটের গায়ে লেবেলের উপর 'N' অক্ষর ব্যবহার করেন যাতে বাজারে অন্যান্য কোম্পানির উৎপাদিত চিনি থেকে আলাদা করে প্রকাশ করে। চিনি আমদানির সময় কোনোরূপ ক্ষতি হলে তা পূরণ করা যায় তার জন্য তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিমাকারী প্রতিষ্ঠান না থাকলে ঝুঁকির আশঙ্কায় অনেক ব্যবসায়ীকেই প্রাথমিক পর্যায়েই তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হতো। তাই ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজমান অনিশ্চয়তা দূর করে ব্যবসায়কে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার জন্য বিমার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জনাব লাবণি একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানে খুব একটা সময় দেন না বরং কর্মীদের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চান। ফলে প্রতিষ্ঠানটি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে লাবণি নেতৃত্বের কৌশল পরিবর্তন করে কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করতে চান।

ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে? ১
খ. সংগঠিতকরণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব লাবণি কী ধরনের নেতৃত্ব অনুসরণ করছেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. জনাব লাবণির প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে কীরূপ নেতৃত্ব অনুসরণ করা উচিত বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৪

[ম. বো. ২০২৩]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হচ্ছে হেনরি ফেওল।

খ পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করা হলো সংগঠিতকরণ।

কর্মীদের মধ্যে বিভাগ ও উপ-বিভাগ অনুযায়ী কাজ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। এ ব্যবস্থা কর্মীদের দক্ষভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। এতে ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। আর দক্ষ সংগঠন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানকে ফলপ্রসূ করে।

গ জনাব লাবণি যে নেতৃত্ব অনুসরণ করেছেন তা হলো মুক্ত নেতৃত্ব।

মুক্ত নেতৃত্বে সাধারণত নেতা-কর্মীদের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। উদ্দীপকে জনাব লাবণি একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানে খুব একটা সময় দেন না বরং কর্মীদের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চান। ফলে প্রতিষ্ঠানটি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। মুক্ত নেতৃত্বে নেতা নিজে কাজ করতে পছন্দ করেন না এবং আগ্রহী নন। কর্মীদের উপর সুনির্দিষ্ট আদেশ দেন না। এমনকি কর্মীদের জবাবদিহিতা আদায় করেন না। কর্মীরা নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করে থাকে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশি সময় লাগে।

মুক্ত নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের সফল্য নির্ভর করে ভালো আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ও দলীয় কাজের উপর। এসব বৈশিষ্ট্য মুক্ত নেতৃত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই বলা যায়, লাবণি মুক্ত নেতৃত্ব অনুসরণ করেছেন।

ঘ জনাব লাবণির প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা অধস্তনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং অধস্তনদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। কর্মীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করেন। কর্মীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। এমনকি কর্মীরা নেতাকে প্রশ্ন করলে তিনি তার জবাব দেন। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা কর্মীদের জবাবদিহিতা আশা করেন এবং নিজেও কর্মীদের নিকট জবাবদিহি করেন। এ ধরনের নেতৃত্বে নেতা কর্মীদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে করে থাকেন।

উদ্দীপকে জনাব লাবণি একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানে খুব একটা সময় দেন না। বরং কর্মীদের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চান। ফলে প্রতিষ্ঠানটির মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে লাবণি নেতৃত্বের কৌশল পরিবর্তন করে কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করতে চান। অর্থাৎ তিনি গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করতে চাচ্ছেন।

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে কর্মীরা জনাব লাবণির প্রতি সন্তুষ্ট ও অনুগত থাকবে। তারা কাজের প্রতি আগ্রহী হবে। তাদের কাজের মান ভালো হবে। তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে করবে। এছাড়াও কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তিনি উত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে। তাই আমার মতে, জনাব লাবণির গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব মানিক নিজ জমিতে কৃষিপণ্য ও মাছ চাষ করেন। সারা বছর ভোগ করা যায় এমন পণ্যগুলো তড়িঘড়ি করে বিক্রয় করতে গিয়ে কিছু পণ্য পঁচে নষ্ট হয়। ফলে মুনাফার পরিমাণ কমে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রচার মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ তুলে ধরায় পণ্য বিক্রির পরমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। বর্তমানে তিনি একজন সফল চাষি হিসেবে পুরস্কৃত হন।

ক. পর্যায়িতকরণ কী? ১
খ. 'তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা' বিক্রয়কর্মীর কোন ধরনের গুণাবলি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব মানিকের ব্যবসায়ে ১ম পর্যায়ে বিপণন কার্যাবলির কোনটির অভাব পরিলক্ষিত হয়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জনাব মানিকের সফল চাষি হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্তিতে কোনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে? মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৩]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মান অনুযায়ী পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হলো পর্যায়িতকরণ।

খ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা বিক্রয়কর্মীর মানসিক গুণ।

পেশার প্রতি আগ্রহ, পণ্য বিক্রিতে আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্যশীলতা প্রভৃতি হলো বিক্রয়কর্মীর মানসিক গুণাবলি। বিক্রয়কর্মী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তার কাজের জটিলতা দূর করতে সক্ষম হন। এর মাধ্যমে তিনি ক্রেতার আগ্রহ মনোভাব ও আচরণ বুঝতে পারেন। ফলে যে-কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সহজ হয়।

গ জনাব মানিকের ব্যবসায়ে ১ম পর্যায়ে বিপণন কার্যাবলির 'গুদামজাতকরণের' অভাব পরিলক্ষিত হয়।

গুদামজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়। বিপণনের সকল পর্যায়ে পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। অনেক

পণ্য বাজারের একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয় কিন্তু ব্যবহার হয় সারা বছর। বছরব্যাপী চাহিদা মেটানোর জন্য সেসকল পণ্য গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব মানিক নিজ জমিতে কৃষিপণ্য ও মাছ চাষ করেন। সারা বছর ভোগ করা যায় এমন পণ্যগুলো তড়িঘড়ি করে বিক্রয় করতে গিয়ে কিছু পণ্য পচে নষ্ট হয়। এতে মুনাফার পরিমাণ কমে যায়। জনাব মানিক যদি তার পণ্যগুলো সুষ্ঠুভাবে গুদামজাতকরণ করে রাখতো তাহলে তিনি এই সমস্যার সম্মুখীন হতেন না। এক্ষেত্রে জনাব মানিকের ব্যবসায়ে গুদামজাতকরণের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব মানিকের সফল চাষি হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্তিকে 'বিজ্ঞাপনের প্রচার' সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক যুগে ছোট, মাঝারি, বড়ো যে-কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর বিপণনের জন্য বিজ্ঞাপণ খুবই কার্যকর মাধ্যম। অর্থাৎ পণ্যসামগ্রীর বিপননে এর কোনো জুড়ি নেই।

উদ্দীপকে জনাব মানিক স্থানীয় প্রচার মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ তুলে ধরায় পণ্য বিক্রির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। বর্তমানে তিনি একজন সফল চাষি হিসেবে পুরস্কৃত হন।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের মান, মূল্য ও ব্যবহারবিধি ক্রেতা বা জনসাধারণের কাজে তুলে ধরা হয়। ফলে চাহিদা বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং গতিশীলতা আনে। পণ্যের চাহিদা, বিক্রয় ও মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং দেশের জাতীয় আয় বাড়ে। বিজ্ঞাপনে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসায়ীরা সে চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং পণ্য বা সেবার মূল্যের স্থিতিশীলতা আসে। এর প্রভাবে পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয় এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায় ও বেকার সমস্যার সমাধান হয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসাধারণ নতুন নতুন পণ্য ও সেবাসামগ্রী সম্পর্কে জানতে পারে। এতে তাদের মধ্যে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

তাই বলা যায় যে, জনাব মানিকের সফল চাষি হওয়ার পেছনে 'বিজ্ঞাপনের প্রচার' ভূমিকা পালন করেছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের ব্যবসায়ীর মুনাফা বৃদ্ধি পায়। যা অনেক বড়ো একটি সম্পদ। সুনাম বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়েরও প্রসার হয়। আবার সুনাম ধরে রাখার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▸ ১১ জনাব কামালের বগুড়া বাজারে একটি চালের আড়ত আছে। তিনি ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক ওজনে ভালোমানের চাল বিক্রয় করেন। পক্ষান্তরে জনাব জামাল বগুড়া বাজারের অন্য একজন ব্যবসায়ী। তিনি অধিক লাভের আশায় চালের সাথে সাদা পাথরের কণা মিশিয়ে ক্রেতাদের নিকট চাল বিক্রয় করেন। কয়েকদিন ব্যবসায়টি ভালো চললেও পরবর্তীতে তার বিক্রয়ের পরিমাণ কমতে থাকে।

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. 'প্রেষণা দান' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব কামাল কোন পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করছেন? ৩
ঘ. নৈতিকতার মানদণ্ডে জনাব জামালের কার্যক্রমটি মূল্যায়ন কর। ৪

[ম. বো. ২০২৩]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জ্ঞানবোধ ও আচরণ সমাজ মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করেন তাই মূল্যবোধ।

খ কর্মীদের পূর্ণ কার্যক্ষমতা ব্যবহারের লক্ষ্যে তাদেরকে কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করার প্রক্রিয়াই হলো প্রেষণা।

মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার আগ্রহ তৈরি করা প্রেষণার উদ্দেশ্য। এটি কর্মীদের মানসিক অবস্থাকে প্রতিষ্ঠান ও কাজের প্রতি ইতিবাচক করে তোলে। এতে কাজের প্রতি কর্মীর মনোবল বাড়ে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব কামাল ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, জনাব কামালের বগুড়া বাজারে একটি চালের আড়ত আছে। তিনি ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক ওজনে ভালোমানের চাল বিক্রয় করেন। ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি আস্থা ও সহযোগিতার উপর ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে। তাই ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন– পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা। পণ্যসামগ্রী প্রাপ্তি সহজতর করা এবং পণ্য ও বাজারসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব কামল ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি যথাযথভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছেন।

ঘ নৈতিকতার মানদণ্ডে জনাব জামালের কার্যক্রমটি একটি অনৈতিক কার্যক্রম।

অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন বা অন্য কোনো কারণেই হোক ব্যবসায় অনৈতিক কার্যকলাপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে ব্যবসায় নৈতিকতার প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা উল্টালে ব্যবসায়সংক্রান্ত অনেক নেতিবাচক খবর ও চিত্র চোখে পড়ে। অনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ। ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের এসব অনৈতিক কার্যকলাপ রোধ না করা গেলে রোগাক্রান্ত মানুষদের একটি অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেবে। যার ফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, জনাব জামাল বগুড়া বাজারের ব্যবসায়ী। তিনি অধিক লাভের আশায় চালের সাথে সাদা পাথরের কণা মিশিয়ে ক্রেতাদের নিকট চাল বিক্রয় করেন। কয়েক দিন ব্যবসায়টি ভালো করলেও পরবর্তীতে তার বিক্রয়ের পরিমাণ কমতে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, অনৈতিক কার্যকলাপ ও অনৈতিক আচরণ মানুষের কাছ থেকে কাম্য নয়। ব্যবসায়ী প্রস্তুতকৃত বা সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে জীবনধারণ করে। তাদের নৈতিক দায়িত্ব সঠিক পণ্য দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করা। বর্তমানে ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ কঠিন ও জটিলরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যার প্রতিক্রিয়াও ভয়াবহ। একমাত্র ব্যবসায় নৈতিকতাবোধ এই ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করতে পারে। তাই বলা যায়, নৈতিকতার মানদণ্ডে জনাব জামালের কার্যক্রম অনৈতিক।